করোনা করবে না করুণা
প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ ভালো
ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন
AB

৫৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৬ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা, ২৯ মাঘ – ৫ ফাল্গুন, ১৪২৮ ঃ ১২ ফেব্রুয়ারি – ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২

Kolkata : 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 16, 12 February - 18 February, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : সম্প্রতি এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যান চলাচলে কড়া ট্রাফিক

ব্যবস্থা ও ধারাবাহিক সচেতনতামূলক প্রচার সত্ত্বেও ২০২১ সালে রাজ্যে বেড়েছে পথ দুর্ঘটনা ও মৃত্যুর সংখ্যা। কারণ খুঁজে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছে রাজ্য সরকার। এর মধ্যে এসেছে ফাইনের মূল্যবৃদ্ধি, উধাও হয়েছে বাস-ট্যাক্সি। সব মিলিয়ে পথ বিড়ম্বনায় রাজ্যবাসী।

রবিবার : দেশের বেশিরভাগটাই গ্রাম। সেই গ্রামীণ অর্থনীতিতে চাহিদা

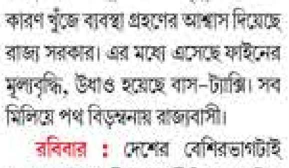

বজায় রাখতে ১০০ দিনের কাজে বরাদ্দ বাড়াতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ জানালো শিল্প মহল। তাদের দাবি গ্রামের মানুষের হাতে টাকা না যোগালে অর্থনীতির গতি শ্লথ হয়ে পড়বে, তবে এই প্রকল্পের কাজে আরও স্বচ্ছতা দরকার।

সোমবার : নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন ভারতীয় সঙ্গীত জগতের

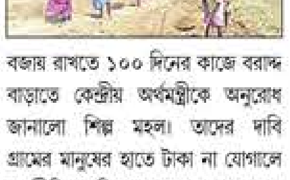

উজ্জ্বলতম নক্ষত্র লতা মঙ্গেশকর। প্রবাদপ্রতিম সুরকারদের সুরও ছন্দ কণ্ঠে নিয়ে নির্দিষ্ট ভাষার গণ্ডী অতিক্রম করে শব্দ যাদুতে মাতিয়ে দিয়েছেন ভারত তথা বিশ্ববাসীকে। সঙ্গীতের মাধ্যমে তিনি বেঁচে থাকবেন যুগের পর যুগ।

মঙ্গলবার: কোভিড টিকা নিতে আধার কার্ড বাধ্যতামূলক নয়। সুপ্রিম

কোর্টে এক হলফনামায় একথা জানিয়েছে কেন্দ্র। আদালতের নির্দেশে টিকা নিতে আধার কার্ডকে একমাত্র পরিচয় হিসাবে গণ্য করা যাবে না। কো-উইন পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করতে ন'টি নথির মধ্যে যেকোনও একটি দেখানো যেতে পারে।

বুধবার: করোনার ধাক্কায় রোজগার খুইয়ে অনেকেই দিতে পারেননি প্রিমিয়াম।

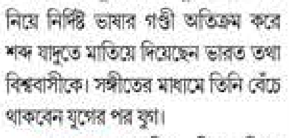

বন্ধ হয়ে গিয়েছে বহু পলিসি। প্রিমিয়াম মিটিয়ে শর্তসাপেক্ষে এইসব বাতিল পলিসি খোলার সুযোগ ঘোষণা করেছে এলআইসি। লেট ফি-র ক্ষেত্রেও মিলবে ছাড়। সুযোগ চালু থাকবে আগামী ২৫ মার্চ পর্যন্ত।

বৃহস্পতিবার : চাকরি না পাওয়ার যুগে নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে আদালতের নির্দেশে পাওয়া চাকরি চলে যাচ্ছে শয়ে শয়ে স্কুল কর্মীর। স্কুল সার্ভিস কমিশনের পাপ এখন ছড়িয়ে পড়েছে স্কুলকর্মীদের পরিবারের জীবনে। অথচ যারা আসল দোষী তারা এখনও সকলের অগোচরে।

শুক্রবার: একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত সুন্দরবনকে বাঁচাতে

বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে কথা বলে কেন্দ্রীয় সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করবে বলে রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের জবাবে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রী। তবে রাজ্যকে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পাঠানোর পরামর্শ দিয়েছেন মন্ত্রী।

সবজান্তা খবরওয়ালা

খুড়োর কলে শূন্যপদের টোপ

সস্তা শ্রমে বাজিমাতের মরিয়া চেষ্টা

ওঙ্কার মিত্র

সুকুমার লিখে গিয়েছেন চণ্ডীদাসের খুড়ো যে কল বানিয়েছিলেন তাতে রুচি মতো মণ্ডা মিঠাই চপ কাটলেট খাজা কিংবা লুচি ঝুলিয়ে খাবারের লোভে ছুটলেই পাঁচ ঘন্টার পথ দেড় ঘন্টায় পেরিয়ে যাওয়া যাবে। অথচ খাবারটিও থেকে যাবে অবিচল। ঠিক এই রকম অলীক 'খুঁড়োর কল' বানিয়েছে কেন্দ্র থেকে দেশের প্রত্যেকটি সরকার আর সেই কল বেকারত্বের কাঁধে চাপিয়ে চপ কাটলেটের জায়গায় শূন্যপদের টোপ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে যা পূরণের লোভে দৌড়ে চলেছে বেকারের দল। না শেষ হচ্ছে সেই দৌড়, না শেষ হচ্ছে টোপ। কিন্তু এই কলের সুফল মিলছে রাজনৈতিক দলগুলির। শুধু কোটি-কোটি, লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বিঘ্নে পার হয়ে চলেছে পাঁচ বছরের দু-তিনটে টার্ম।

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা আরও সঙ্গীন। এখানে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সরকারি পদ পূরণের সবকটি দরজা। এসএসসি, পিএসসি, রিজিওনাল সর্বত্র চেপে বসেছে রাজনৈতিক ফাঁস। পরীক্ষা হয়, প্যানেল হয় কিন্তু নিয়োগ না হয়ে মামলা হয়। তার কি ফল হয় তার সাম্প্রতিক উদাহরণ স্কুল কর্মীদের চাকরি যাওয়া। তাও আবার নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগে। সেই খুড়োর কলের মজা। প্রতিশ্রুতিও রক্ষা হল অথচ শূন্যপদের সংখ্যা কমল না। মধ্যে দিয়ে দাদা দিদিদের দিয়ে কামিয়ে নেওয়া গেল টুপাইস। এর চেয়ে ভালো কর্মসংস্থানের পন্থা পাওয়া দুষ্কর। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ এখন ধুলো পড়া অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাস। অফিস ঘরগুলোর ফাঁকা কুঠুরিতে ঘুরে ফিরে বেড়ায় কোটি কোটি বেকারের দীর্ঘশ্বাস।

এমন কর্মকুশল বাংলার 'ক্রিম' মেধার বেশির ভাগটাই বেসরকারি দখলে। তাদের পদচারণা বাঙ্গালোর, পুনে, মুম্বই, দিল্লিতে। আর অদক্ষ যারা পড়ে রইল তাদের বগলে লেখাপড়ার চার পাঁচটা সার্টিফিকেট থাকলেও নেই হাতে কলমে শিক্ষা আর অভিজ্ঞতা। এদের কাছে ৮, ১০, ১২, ১৫ হাজারের বিনিময়ে সরকারি কাজের হাতছানি। উপচে পড়ছে আবেদন। না আছে ছুটি, না আছে মেডিকেল, না আছে পেনশন। এমন সস্তার শ্রমে ভরে তোলা হচ্ছে সরকারি দফতর থেকে থানা, বিদ্যালয় এমনকি দমকলের মতো জরুরি পরিষেবাও। যারা দাদা দিদিদের কিছু দিয়ে টিয়ে এসব যোগাড় করতে পারল না তারা হয় পরিযায়ী হয়ে বাইরে নইলে দিনমজুরে দিনগুজরানে অভ্যস্ত করে নিচ্ছে নিজেদের। অবসাদ কাটাতে পাড়ায় পাড়ায় দুয়ারে দুয়ারে সাজানো রয়েছে সস্তা কারণসুধা। গলায় ঢেলে নাও টালমাটাল শরীরে অপেক্ষা কর পরের সকালটার জন্য।

কয়েকদিন আগে বিভিন্ন দফতরের আধিকারিক ও জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন এ রাজ্যের মুখ্যসচিব। বুঝিয়ে দিয়েছেন একাধিক সরকারি প্রকল্পের কাজে যে গতি আশা করা হয়েছিল বাস্তবে তা হচ্ছে না। শিল্প মহলের চাহিদা অনুযায়ী শিল্পতালুক তৈরি থেকে শুরু করে স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে কাজ যোগানো, জল প্রকল্পে পাইপ পাতা, সামাজিক পেনশন প্রদান সব কিছুতেই হোঁচট খাচ্ছে প্রশাসন। ফলে সময় ও খরচ দুইই বাড়ছে প্রকল্প রূপায়ণে যা টানাটানির সরকারের পক্ষে দুর্বিসহ হয়ে উঠছে। স্থানীয় স্তরের এক আধিকারিকের কথায়, 'এত কাজ করবে কে? অফিসগুলো খাঁ খাঁ করছে। এনকোয়ারি থেকে শুনানী, অনুমোদন থেকে মনিটরিং করার মতো সরকারি কর্মী নেই। সব কাজ কি দৈনিক মজুরির লোক দিয়ে সম্ভব?'

এরপরেও কিন্তু শূন্যপদের পরিসংখ্যান রহস্যাবৃত। কত শূন্যপদ আছে। তাদের হিসাব দেখিয়ে টাকা বরাদ্দ হচ্ছে কিনা। সেগুলো আদৌ কোনো দিন পূরণ করা হবে না সেগুলিকে অবলুপ্ত ঘোষণা করা হবে। কিছুই জানাতে নারাজ কোনও সরকার। রেলের কর্মী ইউনিয়ন সম্প্রতি অভিযোগ করেছে সারা দেশে রেলের আড়াই লক্ষের উপর পদ খালি থাকায় কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে, তবুও মন্ত্রী নিয়োগ চালু আছে বললেও বাস্তবে শূন্য পদ কমার বদলে বেড়েই চলেছে প্রতিমাসে। আসলে সব সরকারের এক রা, শূন্যপদে নিয়োগ না করে সস্তা শ্রমে বাজিমাতের চেষ্টা।

প্রশাসক মহলের দাবি এর জন্য দায়ী সরকারি কর্মীরাই। ফাঁকিবাজি ও ঘুষের যে পরম্পরা তারা তৈরি করেছেন তাকেই এখন কাজে লাগাচ্ছে বর্তমান সরকারি দলেরা। তারা আর বেশি পয়সা দিয়ে ঝামেলা পুষতে নারাজ। ফলে ভুগছে আজকের কর্মপ্রার্থীরা। এই ভোগান্তির অবসান আদৌ হবে কি না তা বলবে আগামী ভবিষ্যৎ।

গৃহযুদ্ধ কী শুরু তৃণমূলে?

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি ১০৮টি পুরসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শাসক তৃণমূল দলের অন্দরে পরপর যা ঘটনা ঘটছে তাতে অনেকেরই মনে প্রশ্ন তৃণমূলের অভ্যন্তরে কী গৃহযুদ্ধ হয়ে গেল।

পুরভোটে প্রার্থী তালিকাকে কেন্দ্র করে রাজ্য জুড়ে অশান্তি শুরু হয়। পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও সুব্রত বক্সী সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করলেও অন্য আর একটি প্রার্থী তালিকাও প্যারালাল ভাবে প্রকাশিত হয়। অনেকেই বলছেন এটা সাংসদ তথা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জীর ও আই প্যাকের তালিকা। বিশেষ করে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের বজবজ, মহেশতলা, ডায়মন্ড হারবার পুরসভায় এই প্রার্থী তালিকা এবং মনোনয়ন নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা ও গণ্ডগোল বাঁধে। এইসব দেখে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জী জানিয়ে দেন, পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও সুব্রত বক্সীর স্বাক্ষর করা প্রার্থী তালিকাই আসল, তাকেই মান্যতা দিতে হবে। যদিও বাস্তবে তা প্রতিফলিত সব ক্ষেত্রে হয়নি। তৃণমূল সুপ্রিমো দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কো-অর্ডিনেটর হিসাবে শুভাশিস চক্রবর্তী ও অরূপ বিশ্বাসের নাম ঘোষণা করেন। ফলতা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা বজবজ বিধানসভার পর্যবেক্ষক অভিষেক ঘনিষ্ঠ জাহাঙ্গীর খানের ওয়াই ক্যাটাগরি নিরাপত্তা হঠাৎ গত সোমবার তুলে নেওয়া হয় নবান্নের নির্দেশে। এই ঘটনায় রাজ্য জুড়ে জোর চর্চা শুরু হয়। এমনকি রাজ্যের কোনও জেলারই পুর ভোটের দায়িত্বে অভিষেককে রাখা হয়নি। এমনকি গোয়া প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো অভিষেকের নামও এড়িয়ে যান। আই প্যাকের ব্যাপারে বলেন, ওটা দলের বিষয় নয়। এই সব ঘটনা দেখে অনেকেই চর্চা শুরু করেন, দিদি হয়তো নানা ক্ষোভে দলের রাশ নিজের হাতে রাখতেই এই সব পদক্ষেপ নিচ্ছেন। তবে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই দেখা যায় বজবজ পুরসভা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃণমূল দখল করার পরই জাহাঙ্গীর খানের ওয়াই ক্যাটেগরি নিরাপত্তা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। জেলার কো-অর্ডিনেটর পদে কুনাল ঘোষ ও সওকাত মোল্লাকে যুক্ত করে অরূপ বিশ্বাসকে অন্যত্র পাঠানো হয়। কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র প্রকাশ্যে সাংসদ সৌগত রায়কে উদ্দেশ্য করে কটু কথা বলেন। সৌগতকে সতর্ক করেন সাংসদ সুদীপ ব্যানার্জী। পার্থ চট্টোপাধ্যায়-সুব্রত বক্সীরা তৃণমূল সুপ্রিমোর নির্দেশ বাস্তবায়িত করতে চাইলেও কোথাও যেন মনে হচ্ছে অভিষেক ব্যানার্জীর একটা লবির সঙ্গে মনোমালিন্য চলছে। বা বলা ভালো অভিষেকের লবিকে গুরুত্ব দিতে নেপথ্যে যেন কারা ছড়ি ঘোরাচ্ছে।

এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার আবার সহসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানান, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় আবারও অরূপ বিশ্বাসকে কো-অর্ডিনেটর করা হল।

এরপর পাঁচের পাতায়

এবারও সন্ত্রাসের আশঙ্কায় ভুগছে দাঁইহাটবাসী

দেবাশিস রায়

অমল বাগ, শান্তব্রত অধিকারী, আশালতা মণ্ডল, রফিকুল ইসলাম, কিংশুক চট্টোপাধ্যায়, জিনিয়া খাতুন। বাসিন্দাদের নিরাপত্তার কারণে এই সবক'টি নাম পরিবর্তন করে লেখা হলেও এনাদের মতো কাটোয়া ও দাঁইহাট শহরের অসংখ্য মানুষের চোখে ২০১৫ সালে পুরভোটের সময়কার সন্ত্রাসের ভয়ংকর দৃশ্যটা আজও ভাসছে। প্রায় ৭ বছর আগের সেই সন্ত্রাসের আশঙ্কায় এবারও রীতিমতো কাঁপছেন কাটোয়া ও দাঁইহাট শহরের হাজার হাজার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বাসিন্দা। এবারের পুর নির্বাচনকে ঘিরে রাজ্যজুড়ে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের যেরকম দাপাদাপি চলছে এবং অস্থির ও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাতে সুষ্ঠুভাবে ভোট প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া নিয়ে এই মুহূর্তে কাটোয়া ও দাঁইহাট শহরের মানুষ যথেষ্টই সন্দিহান। এই সচেতন নাগরিকদের অনেকেরই আশঙ্কা, এবারের পুর নির্বাচনেও একচেটিয়া দখল নিতেই রাজনৈতিক দলের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীদের দাপাদাপিতে তৈরি হওয়া আতঙ্কের পরিবেশে বিভিন্ন জায়গায় ভোট প্রক্রিয়ার কাজ সাংঘাতিকভাবে ব্যাহত হবে। বাসিন্দাদের আরও অভিযোগ, ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া বানচাল করার জন্য ইতিমধ্যেই দুষ্কৃতীরা বিভিন্ন এলাকার ঘোরাঘুরি করে পরিস্থিতির ওপর নানাভাবে নজর রাখতে শুরু করেছে। পুলিশ অবশ্য তাদের

পুরভোট

চিরাচরিত ভঙ্গিতে শহরবাসীর এধরণের যাবতীয় আশঙ্কা সহ পুরভোটকে ঘিরে কাটোয়া ও দাঁইহাটে দুষ্কৃতীদের গতিবিধির অভিযোগকে মান্যতা দিতে চায়নি। তবে, পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার একটি সূত্রে দাবি করা হয়েছে যে, পুলিশ পাশাপাশি এই দুই শহরে পুর নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে বদ্ধপরিকর এবং তার জন্য বিভিন্ন এলাকায় সিসিটিভি ফুটেজ পর্যবেক্ষণ, নানাভাবে কড়া নজরদারি, নাকা চেকিং সহ যাবতীয় পদক্ষেপ করা শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই কাটোয়া থানার পক্ষ থেকে বিভিন্ন এলাকায় মাইকিং করে ভাড়াটিয়া ও তাঁদের বাড়ির মালিকদের বিভিন্ন তথ্য জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান, মেমারী, গুসকরা, কালনা, কাটোয়া এবং মেমারী পুরসভায় মোট ওয়ার্ড সংখ্যা ১১৯টি। বর্ধমান পুরসভায় সর্বাধিক অর্থাৎ ৩৫টি এবং দাঁইহাট পুরসভায় সর্বনিম্ন অর্থা ১৪টি ওয়ার্ড রয়েছে। আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি রাজ্যজুড়ে ১০৮টি পুরসভার সঙ্গে এই পূর্ব বর্ধমান জেলার মোট ছয়টি শহরেও ভোটগ্রহণ করা হবে। এই নিয়েই এখন প্রশাসন সহ রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে তৎপরতা তুঙ্গে।

২০১৫ সালেও পুরসভা নির্বাচনে জেলার কাটোয়া ও দাঁইহাট শহরে এমনই তৎপরতা ছিল। বুথে বুথে পুলিশ-প্রশাসনের কড়া নজরদারি সহ রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের হাসিখুশি মুখগুলো দেখে সেদিন সকাল থেকেই অসংখ্য মানুষ তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের দাবি নিয়ে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু, এসবের মধ্যেই সেদিন কাটোয়া ও দাঁইহাট শহরে শুরু হয়ে গিয়েছিল রাজনৈতিক দলের মদতপুষ্ট দলগুলির সশস্ত্র দুষ্কৃতীদের ভয়ংকর দাপাদাপি।

এরপর পাঁচের পাতায়

উঠছে সন্ত্রাসের অভিযোগ

বজবজ পুরসভা তৃণমূলের দখলে

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ পুরসভা নির্বাচনের আগেই কার্যত তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে গেল। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ছিল মনোনয়নের শেষ দিন। ওই দিন দেখা যায় ২০টি ওয়ার্ডের মধ্যে

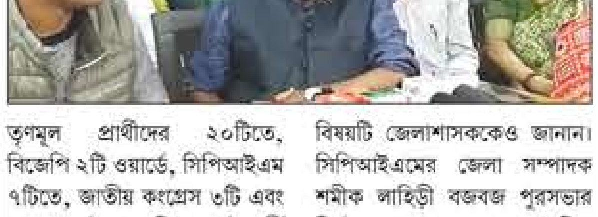

তৃণমূল প্রার্থীদের ২০টিতে, বিজেপি ২টি ওয়ার্ডে, সিপিআইএম ৭টিতে, জাতীয় কংগ্রেস ৩টি এবং ফরোওয়ার্ড ব্লক ১টি ওয়ার্ডে প্রার্থী দেয়। ২০টি ওয়ার্ডে মোট ৩৩ জন প্রার্থী মনোনয়ন জমা দেন। ১১টি ওয়ার্ডে জয়লাভ করলেই বোর্ড গঠনের ক্ষমতা চলে আসার কথা। স্বাভাবিক ভাবেই বজবজ পুরসভা তৃণমূলের দখলে আসে। তবে জেলা সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক শমীক লাহিড়ী এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, বজবজ পুরসভার নির্বাচনে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের সশস্ত্র তৃণমূল বাহিনী হুমকি দেওয়া শুরু করে গত ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে। স্থানীয় পুলিশ আধিকারিকদের জানানো হলেও কোনো নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। শমীক বাবু বিষয়টি জেলাশাসককেও জানান। সিপিআইএমের জেলা সম্পাদক শমীক লাহিড়ী বজবজ পুরসভার নির্বাচনকে প্রহসনে রূপান্তরিত করার তীব্র বিরোধিতা করেন। এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে বজবজ পুরসভার নির্বাচনে বামফ্রন্টের সব প্রার্থীদের উপযুক্ত নিরাপত্তাসহ পুনরায় মনোনয়ন জমার ব্যবস্থা করে দেওয়ার দাবি জানান।

এরপর পাঁচের পাতায়

প্রধানের বিরুদ্ধে তছরূপের অভিযোগ

সুভাষ চন্দ্র দাশ : পঞ্চায়েতের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের টাকা তছরূপ করেছেন প্রধান। কাজ না করে টাকা তোলা হয়েছে। এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলে সরব হলেন পঞ্চায়েতেরই উপপ্রধান। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং পশ্চিম ১ ব্লকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েতের প্রধান পদের দায়িত্বে রয়েছেন নন্দকিশোর সরদার। পঞ্চায়েতের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের খাল খনন, পুকুর খনন , রাস্তা তৈরি, এমজিএনআরইজিএ সহ একাধিক প্রকল্পের টাকা তছরূপ করেছেন গোপালপুর পঞ্চায়েতের প্রধান,এমন চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলেছেন ওই গ্রাম পঞ্চায়েতেরই উপপ্রধান মদন নস্কর।

উপ-প্রধানের অভিযোগ কাজ না করে সরকারি প্রকল্পের সমস্ত কাজের টাকা তুলে নেওয়া হচ্ছে বেআইনি ভাবে। মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা তছরূপ করছেন প্রধান। এ বিষয়ে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে অভিযোগও জানিয়েছি।' তবে সমস্ত ঘটনা কথা অস্বীকার করেছেন গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেস প্রধান নন্দকিশোর সরদার। তিনি বলেন আমাকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। পঞ্চায়েতে উপপ্রধান কে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে না বলে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলছে। 'ক্যানিং ১ বিডিও শুভঙ্কর দাস জানিয়েছেন, অভিযোগ পেয়েছি,তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

স্নেহাশিষের সংগ্রহে রয়েছে লতাজির অজস্র গান

মলয় সুর

সুর সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর সারাজীবন যত গান গেয়েছেন তার একশো ভাগ সযত্নে রয়েছে হুগলির শ্রীরামপুর দে স্ট্রিটের আবাসনের বাসিন্দা স্নেহাশিষ চট্টোপাধ্যায়ের আলমারিতে। এছাড়া রয়েছে অনেক স্মৃতি মাখানো জিনিস। বাগদেবীর নিরঞ্জনের দিনটি বিদায় রাগিনীর সঙ্গে মিশে যায়। মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ৯২ বছরের কোকিলকণ্ঠী লতা মঙ্গেশকর শেষ বারের মতো চির বিদায়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। প্রায় একমাসের লড়াই। সকাল ৮টা ১২ মিনিটে কোভিডের তৃতীয় ঢেউ ছিনিয়ে নিয়ে গেল লতাকে। স্নেহাশিস বলেন, লতা মঙ্গেশকর ৩৮টি ভাষায় গান করেছেন এর মধ্যে ৩৪টি ভাষার প্রায় সমস্ত গান তাঁর সংগ্রহে আছে। সংখ্যা অনুযায়ী সাড়ে ছ'হাজারের কাছাকাছি সর্বভারতীয় ভাষশয় ৯০ সাল থেকে ২০২২ পর্যন্ত সংগৃহীত রয়েছে। যেমন বাংলা, হিন্দি, গুজরাতি, মারাঠির পাশাপাশি বিদেশি সিংহলী, রাশিয়ান, ডাচ, মালয়েশিয়ান, ল্যাটিন ভাষাতে গেয়েছেন কিংবদন্তী সঙ্গীত শিল্পী। এইসব গ্রামাফোন রেকর্ড, ক্যাসেট, সিডি, ডিভিডি, ভিসিডি প্রভৃতি স্নেহাশিষের গানের স্কুল ফ্ল্যাটের আর্কাইভে সংরক্ষণ করেছেন। সবচেয়ে উল্লেখ্য, লতাজির গান নিয়ে 'লতাগীত কোষ' বই স্নেহাশিষ লিখেছেন। এতে মোট ১৫টি খণ্ডের মধ্যে ১১টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে বাকি ৪টি খণ্ড খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। তাঁর সঙ্গে

প্রিয় লতাজির মোট ৬ বার দেখা ও কথাবার্তা হয় একান্তে। প্রথম সাক্ষাৎ ১৯৯৩ সালে সল্ট লেকের যুবভারতী স্টেডিয়ামের ফাংশনে। লতাজি অটোগ্রাফ দেন। ২০২১ সালে ২৮ সেপ্টেম্বর লতাজির জন্মদিনে ১২তম খণ্ড মারাঠি ভাষায় লতা গীত কোষ সংকলন মুম্বইয়ে ওঁর বাড়ি ফেডার রোডে প্রভুকুঞ্জে ডাক মারফত পাঠান। আবার ৯৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি শান্তিনিকেতনে 'দেশিকোত্তম সম্মান' গ্রহণ করার সময় তাঁর সঙ্গে লতাজির সাক্ষাৎ ঘটে। স্নেহাশিষ এই সকল কার্যকলাপ করার জন্য ২০০১ সালে লিমকা বুক অব রেকর্ডসে- তাঁর নাম লিপিবদ্ধ হয়। স্নেহাশিষের আদি বাড়ি ছিল বীরভূমের নলহাটিতে। সেখানে ১৯৮২তে রামপুরহাট কলেজে পড়াকালীন গানের চর্চা শুরু করেন। সেখানে একটি গানের রেকর্ডের দোকানে রীতিমতো যাতায়াত ছিল। ১৯৭৫ সালে বীরভূম থেকে শ্রীরামপুরে পাকাপাকিভাবে চলে আসেন। একসময় শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের সঙ্গীতভবনে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শেখেন। তখন গানের গুরু ছিলেন ধ্রুবতারা যোশি। তাঁর মা নিলীমা চট্টোপাধ্যায় প্রয়াত হয়েছেন। বাবা ৯২ বছরের সুকুমার চট্টোপাধ্যায় জীবিত আছেন। তাঁর স্ত্রী জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্র ভারতীতে সঙ্গীত জগতের অধ্যাপিকা। পুরো পরিবারটা গানের সঙ্গে যুক্ত । বর্তমানে পরিবারের সকলে দমদম পাইকপাড়ায় থাকেন। ২০০৭ সালে লতাজি শ্রীরামপুরে স্নেহাশিষের গানের স্কুলের নামকরণ করেন 'স্বরগঙ্গা'। ১৯৯০ সালে সুরজ লাল মুখোপাধ্যায়ের (হারু বাবু) সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনি গড ফাদার হিসাবে স্নেহাশিষকে সঠিকভাবে সঙ্গীত জগতের মাইলস্টোন বিস্তার করেন। এরপরেই লতাজিকে নিয়ে তাঁর কাজ শুরু। সেই ১৯৯০ –এর দশক থেকে চলতি বছর ২০২২ পর্যন্ত । গত ৩২ বছর ধরে এই কাজ করছেন। এজন্য বহু সূত্র জোগাড় করতে, বহু লোকের সঙ্গে কথা বলতে হয়েছে। বিভিন্ন দুর্লভ ছবি, লেখা জোগাড় করেছেন। সবই সযত্নে নিজস্ব আর্কাইভে রেখেছেন। তিনি একটি এক্সক্লুসিভ খবর দেন, সুরসম্রাজ্ঞী ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তির পর থেকে নিয়মিত স্বাস্থ্যের খবর মুম্বই থেকে তাঁর কাছে পৌঁছচ্ছিল। স্নেহাশিষের কথায়, ওই উচ্চতায় মানুষের কী অমায়িক ব্যবহার কল্পনা করা যায় না। বাবা-মায়ের পরই আমার জীবনে ওঁনার ঠাঁই। উনি আর নেই ভাবতে পারছি না।

Alipur Barta: 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 16, 12 February - 18 February 2022

কেনার সুযোগ কারেকশনে, হার মানবে ফিকশনেও

পার্থসারথি গুহ

গত সপ্তাহতেই ইঙ্গিত ছিল ভারতের শেয়ার বাজার এবার ফন্দি-ফিকির খুঁজছে একটা জম্পেশ কারেকশনের। আর হবে নাই বা কেন? গত এক-দেড় বছর নিফটি ও সেনসেক্সের মুখ শুধুই ছিল উর্দ্ধমুখী। সেই বাজারে একটু কারেকশন বা সংশোধনী না হলে যাবতীয় শেয়ার জ্ঞান, সূচক সম্পর্কিত ব্যাকরণ পুরো ফেল মেরে যাবে। তবে বাজার যে তক্কে তক্কে আছে নিচে আসার তার আভাস দিচ্ছিল কিছুদিন আগের মেটাল ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কিং সেক্টরে বড়সড় কারেকশন এসে যাওয়ায়। মিড ক্যাপেও কিছু কিছু শেয়ার বেশ ভালো পড়তে শুরু করেছিল। অথচ লার্জ ক্যাপ অর্থাৎ বড় মাপের শেয়ারের দাম ওপরে থাকায় বাজার কিছুতেই পড়ছিল না। সেই লার্জ ক্যাপের দড়িতে যেই টান পড়ল, তৎক্ষণাৎ নিফটি মহারাজ একেবারে খানখান। ক্লিয়ারিং সপ্তাহের শেষ লগ্নে এসে অর্থ বাজারের এই সংশোধনী প্রত্যাশিত হলেও কিছু শেয়ারের দাম যে হারে পড়ল তা ঘাবড়ে দিয়েছে অনেক অভিজ্ঞ ট্রেডারকেও।

অর্থনীতি

পাশাপাশি ওষুধ সেক্টরের খারাপ সময় যে এখনও বেশ ভালোমতো চলছে তাও পরিষ্কার হয়ে গেল এই কারেকশন পর্ব চলার সময়। নামিদামি বহু ফার্মা কোম্পানির শেয়ার তাদের ৫২ সপ্তাহের নিচে চলে এসে। মোটের ওপর এতদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসে যেসব ভারতীয় ফার্মা ও আইটি সংস্থাগুলি রীতিমতো ছড়ি ঘোরাচ্ছিল তাদের ডাল মে কুছ কুছ ককোয়াত।

এর মধ্যেই ধুপ করে ভারতের বাজারে শুরু হয়েছে বহু প্রত্যাশিত কারেকশন। যথারীতি ওষুধ-তথ্য প্রযুক্তির সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রায় সব সেক্টরেই প্রাইজ কারেকশন চলছে জোরকদমে। এমনিতে ভারতের বাজার এখন চরম বুল রানের মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছে। গত দু মাসের বেশি সময় ধরে ভারতীয় নিফটি দাঁড়িয়ে রয়েছে ১৭ হাজারের ওপর। যা ভাঙা এখনকার প্রেক্ষিতে খুব কঠিন বলেই ধারনা বিশেষজ্ঞদের। তবে কারেকশনের পাকেচক্রে এমন হতে পারে ১৫ হাজারের খুব কাছাকাছি চলে আসতে পারে নিফটি। সেক্ষেত্রে ৫ শতাংশের সংশোধনী বাজারকে স্বাস্থ্যকর করে তুলতে সাহায্য করবে। কিছু বিশেষজ্ঞ অবশ্য বলছেন ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসের রোলওভার নিচে করার জন্য এই ছদ্ম কারেকশনে মেতেছে ভারতের বাজার। ছদ্ম হলেও এতে যেমন কারেকশনের প্রত্যাশা মিটবে ঠিক তেমনই এপ্রিল সিরিজ থেকে আবারও তেড়েফুঁড়ে বাড়তে শুরু করবে নিফটি-সেনসেক্স।

অনেক কিছু রসদ নিয়ে ২০২২ এর ইনিংস শুরু হয়েছে। যেসব বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে শেয়ার বাজার এই বছর চালিকা শক্তি লাভ করেছে তার মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদ কমানো, মার্কিন ফেডের সুদের হার, ত্রৈমাসিক রেজাল্ট পর্ব, সর্বোপরি মার্চ-এপ্রিলের বাৎসরিক ফলাফল খুব তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভারতের অর্থনীতির সামগ্রিক চিত্র দেখে নিয়ে তবেই এই বিদেশিরা লগ্নি করবেন। সেটা ইতিবাচক দিকে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ এখনও গোটা বিশ্বের নিরিখে ভারতের জিডিপি বা গড় বৃদ্ধির হার অনেকটাই ওপরে। তাছাড়া এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীর বিনিয়োগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চারণভূমি এককথায় ভারত। চিনের বাবলস বা ফাঁপানো অর্থনীতির চেয়ে এদেশের বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনেক জমাট সেটা মানেন প্রায় সকলে। এমনকি বিদেশিরাও। আপাতত রাজনীতির করাল ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে এদেশ অনেক উচু জায়গা ছুঁয়ে ফেলতেও পারে। দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে তাই নিফটির অন্তত তিনগুণ বৃদ্ধি হতে পারে আগামী ৪-৫ বছরে।

ভারত সরকার এখন 'ইনভেস্টর ফ্রেন্ডলি' হয়ে উঠতে চাইছে তার একটা পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে ভারতের শেয়ার বাজারের সাম্প্রতিক উত্থানে। লগ্নিকারীদের কাছে টানতে সরকার তথা অর্থমন্ত্রক আগামীতে অনেক রকম পদক্ষেপ নিতে চলেছে বলেও জানা যাচ্ছে। এর মধ্যে কিছু কিছু প্রকল্পের কথা ইতিমধ্যেই বাজারে ভাসতে শুরু করেছে। তাছাড়া সুদের হার নিয়মিতভাবে কমে যাচ্ছে বলে মধ্যবিত্তদের একটা অভিযোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার রাস্তাও খুঁজছে সরকার। কারণ কেন্দ্র ভালোমতোই জানে বহু মধ্যবিত্তের সংসার চলে পেনশন ও ফিক্সড থেকে উপার্জিত অর্থের ওপর। এবার সুদের হার যদি এভাবে পড়ে যেতে থাকে তবে তো তারা সমস্যায় পড়বেনই। এর বিকল্প হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার তথা ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রক একান্তভাবে চাইছে দেশের আম জনতা তাদের রোজগারের একটা অংশ শেয়ার বাজারে লগ্নি করুক।

দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০৩০ সালের মধ্যে ভারত জার্মানি এবং যুক্তরাজ্যকে ছাড়িয়ে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে, জাপানের পরিবর্তে এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে উঠবে। বর্তমানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, চিন, জাপান, জার্মানি এবং যুক্তরাজ্যের পরে ভারত হল বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম অর্থনীতি। আইএইচএস মার্কিট-এর একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২১ সালের ভারতের জিডিপি ২.৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে ৮.৪ ট্রিলিয়ন ডলার হবে। অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের গতির ফলে ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের জিডিপির আকার জাপানের জিডিপিকে ছাড়িয়ে যাবে, যা ভারতকে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে চিনের পরে দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশে পরিণত করবে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের অর্থনীতি জার্মানি, ফ্রান্স এবং যুক্তরাজ্যের অর্থনীতির তুলনায় আকারে বৃদ্ধি পাবে। আইএইচএস মার্কিট অনুযায়ী ২০২১-২২ আর্থিক বছরে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধি পেয়ে হবে ৮.২%, যা কোভিড চলাকালীন লকডাউনের সময় ৭.৩ শতাংশে নেমে গিয়েছিল। আইএইচএস মার্কিট হল বিশ্বব্যাপী অর্থনীতি চালিত প্রধান শিল্প এবং বাজারগুলির জন্য তথ্য, বিশ্লেষণ এবং সমাধানের একটি বিশ্বব্যাপী মঞ্চ।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১২ ফেব্রুয়ারি – ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২

মেষ রাশি ঃ কর্মে সাফল্য। চাকরীতে পদোন্নতি। ব্যবসায় উৎসাহ বৃদ্ধি, প্রসারতা ও উন্নতি। অর্থাগম হলেও খরচ বৃদ্ধি পাবে। সঞ্চিত অর্থ ব্যয় হবে। শিক্ষার্থীদের মনে চঞ্চলতা বৃদ্ধি পাবে। ডাক্তার, শিল্পী, মিলিটারী ও পুলিশের ক্ষেত্রে শুভ। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিন।

প্রতিকার ঃ বিষ্ণুর মন্ত্র পড়ুন এবং নিরামিষ আহার করুন।

বৃষ রাশি ঃ অকারণে মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি পাবে। ঋণ নেওয়ার অভিলাষ। ব্যবসার প্রসারতায় বাধা। দাম্পত্য কলহ। জলে ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন। কিন্তু হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আয়ের সম্ভাবনা। চাকরী ও কর্মে শুভ। ব্যবসায় বাধা এলেও সাফল্য পাবে। স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রয়োজন। সাবধানে চলাফেরা করা প্রয়োজন।

প্রতিকার ঃ সূর্যালোকে থাকলে স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী।

মিথুন রাশি ঃ কর্মে বাধা এলেও কাটিয়ে উঠবে। চাকরীতে শুভ। ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি। সাবধানে রাস্তা পারাপার। গবেষণা, উচ্চশিক্ষায় শুভ। চিকিৎসকদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাবে। প্রেম আরো নিবিড় হবে। ধর্মে আগ্রহ বাড়বে।

প্রতিকার ঃ সকালে সূর্য প্রণাম করুন।

কর্কট রাশি ঃ এই সপ্তাহে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। কর্মোন্নতিতে বাধা। চাকরীতে বাধা এলেও সাফল্য পাবে। ব্যবসায় বাধা। চাকরীতে বদলি বা দূরে যেতে হতে পারে। ঈশ্বরের আরাধনায় ব্রতী হবে।

প্রতিকার ঃ খাটের চারপায়াতে তামার পেরেক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে উত্তম।

সিংহরাশি ঃ কর্মস্থলে বাধা এলেও কর্মে সাফল্য, চাকরীতে শুভ ও ব্যবসায় অগ্রগতি। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্যে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে না। সন্তানের প্রতিভার প্রকাশে শুভ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় সাফল্য। ডাক্তারী, রসায়নবিদদের, মিলিটারীদের ক্ষেত্রে শুভ। তবে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিকার ঃ হনুমানের পুজো (১টা লাল লঙ্কা, ২৭টা মুসুর ডালের দানা, ৫টা লালফুল) দিয়ে করবে।

কন্যা রাশি ঃ পারিবারিক সুখ থাকবে। কর্মে বাধা থাকলেও বাধা কাটিয়ে উঠবে। বেকারদের চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় সাফল্য ও প্রসারতা। উচ্চশিক্ষায় সাফল্যে বাধা। আয়ভাব আগের তুলনায় শুভ।

প্রতিকার ঃ রান্নাঘরে একসাথে খাবার খাবেন দম্পতি।

তুলা রাশি ঃ শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় অমনোযোগীতা। দম্পতিদের মনোমালিন্য কোনো অঘটন না ঘটলেই হল। কর্মে সাফল্যে বিলম্ব। পারিবারিক অশান্তির সম্ভাবনা। সন্তানের উন্নতির যোগ রয়েছে। প্রতিভার বিকাশ। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় খুব শুভ ফল পাবে না।

প্রতিকারঃ 'ওম হুম হনুমতে নমঃ' ১১ বার পাঠ করুন।

বৃশ্চিক রাশি ঃ মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি পাবে। চাকরী ও ব্যবসায় সাফল্যে বিলম্ব। কর্মোন্নতিতে বাধা। দাম্পত্য মনোমালিন্য। তবে সরকারী চাকুরে ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের শুভ। দাম্পত্য মনোমালিন্য। ডায়াবিটিস, রক্তচাপ, মূত্রঘটিত রোগের প্রাদুর্ভাব।

প্রতিকার ঃ সাদা রঙের বস্ত্র বিতরণ শুভ।

ধনু রাশি ঃ আর্থিক উন্নতির ক্ষেত্রে এই সময়টা খুবই শুভ। বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে। কর্মোন্নতিতে বাধা এলেও সাফল্য আসবে। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্য। মানসিক উদ্বেগ থাকবে। শরীর-স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না। ভ্রমণের অভিলাষ।

প্রতিকার ঃ বিষ্ণু সহস্রনাম পাঠ করুন।

মকর রাশি ঃ শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার ব্যাপার রয়েছে। ধনভাব শুভ। কিন্তু চাকরীর সাফল্যে ও ব্যবসার ব্যপ্তিতে বাধা আসবে। কর্মোন্নতিতে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। ভ্রমণে বাধা, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় সাফল্যে বিলম্ব।

প্রতিকার ঃ নিজের ইষ্টদেবতাকে লাল সিঁদুর দিয়ে পুজো করুন।

কুম্ভ রাশি ঃ এই সময়টা খুবই শুভ সময়। বিশেষ করে সরকারী চাকুরীজীবী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ক্ষেত্রে। তবে বেসরকারি চাকুরীজীবীদের কর্মক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। তবে পারিবারিক অশান্তি থাকবে। চোখের সমস্যা, নার্ভের সমস্যা, পায়ে ব্যথা হওয়ার সম্ভাবনা। ভ্রমণের ক্ষেত্রে ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শুভ। কর্মোন্নতিতে বাধা। আয়ভাব শুভ। ব্যয় বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিকার ঃ গুরুজনদের সম্মান করুন।

মীন রাশি ঃ চাকরী ও ব্যবসায় শুভ। আয়ভাবও শুভ। কর্মোন্নতিতে সাফল্য। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্যে বিলম্ব। তবে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হবে।

প্রতিকার ঃ কমলা রঙের কাঁচের বোতলে জল ভরে পান করুন।

ভারত অন্যতম প্রধান দুগ্ধ উৎপাদনকারী দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সমগ্র বিশ্ব যখন কোভিডের আক্রমণে বিপর্যস্ত, ভারত তখন সেই প্রতিকূল পরিস্থিতিকে সুচিন্তা এবং পরিকল্পনার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সুযোগে রূপান্তরিত করেছিল। সরকার বেশ কয়েকটি নতুন উদ্যোগ ঘোষণা করেছে, যার লক্ষ্য হল মূলত কৃষি এবং ছোট ও মাঝারি আকারের ব্যবসায়কে সহায়তা করা। দুগ্ধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রচুর সম্ভাবনার কারণে, ডেয়ারি প্রসেসিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (ডিআইডিএফ) এর অধীনে এই খাতের উপর বিশেষ অভিনিবেশ করা হয়েছে। দেশের দুগ্ধ খাতের আধুনিকীকরণে সহায়তা করার জন্য সরকার কর্তৃক ডিআইডিএফ গঠন করা হয়েছিল। ফলস্বরূপ, ভারত বিশ্বের মধ্যে অন্যতম প্রধান দুগ্ধ উৎপাদনকারী হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে। ২০১৩-১৪ সালে ভারত ১৩৭.৬ মিলিয়ন টন দুধ উৎপাদন করেছিল, ২০১৯-২০ সালে উপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮.৪ মিলিয়ন টন দুধে পরিণত হয়েছিল। আশা করা হচ্ছে ২০২৪ সাল নাগাদ, দুধ উৎপাদন ৩৩০ মিলিয়ন টনে পৌঁছাবে। বর্তমানে মাত্র ২০-২৫ শতাংশ দুধ প্রক্রিয়াজাত করা হলেও সরকার তা বাড়িয়ে ৪০ শতাংশে উন্নীত করতে সচেষ্ট হয়েছে।

ইন্টারনেট ছাড়াই এখন ডিজিটাল টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালে ডিজিটাল অর্থনীতির কল্পনা করেছিলেন। ভীম ইউপিআই-এর মতো অ্যাপগুলি সেই স্বপ্নকে সাকার করেছে। কোভিড চলাকালীন সময়কালে ইউপিআইয়ের মাধ্যমে রেকর্ড লেনদেনও প্রমাণ করেছে যে এটি আজকের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই) এখন এক নতুন অধ্যায়েরসূচনা করেছে। ডিজিটাল লেনদেন পদ্ধতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আরবিআই একটি কাঠামো তৈরি করেছে, যেখানে মোট ২০০০ টাকার সাপেক্ষে প্রতি লেনদেনে ২০০ টাকা পর্যন্ত অফলাইন পেমেন্ট করা যাবে। অফলাইন ডিজিটাল পেমেন্ট মানে এমন একটি লেনদেন যার জন্য ইন্টারনেট বা টেলিকম সংযোগের প্রয়োজন নেই। অফলাইন মোডের অধীনে, কার্ড, ওয়ালেট এবং মোবাইলের মতো যেকোনো চ্যানেল বা উপকরণ ব্যবহার (প্রক্সিমিটি মোড) করা যেতে পারে।

বন্দে ভারত ট্রেনের আধুনিকীকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : উন্নত পরিকাঠামোর ফলে একটি দেশ সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে, দেশের উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি পায়, জনসাধারণের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। ফলস্বরূপ দেশেনতুন নৌপথ, এবং নতুন অঞ্চলে সামুদ্রিক বন্দরগুলিকে বিমান পথে সংযুক্ত করার কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। এবং নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে ভারতীয় রেলওয়ের আধুনিকীকরণ সম্ভব হয়েছে। সময় বাঁচানোর পাশাপাশি সহজ পরিবহন ব্যবস্থা কাজের সুযোগও তৈরি করছে। এই সমস্ত বিষয় বিচার করে ২০২১ সালের ১৫ অগাস্ট লালকেল্লার প্রাচীর থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছিলেন যে রেলের উন্নয়নের গতিকে আরও বৃদ্ধি করতে ৭৫টি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা করা হবে, যা দেশের প্রতিটি কোণকে সংযুক্ত করবে।

২০১৪ সালের পরে ভারতীয় রেলওয়ের গতি, ক্ষমতা এবং নেটওয়ার্ককে মজবুত করার লক্ষ্যে বহু সংস্কার সাধন করা হয়েছে, একাধিক কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনার অংশ হিসাবে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছিলেন যে 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব'-এর ৭৫তম সপ্তাহ উপলক্ষ্যে ২০২৩ সালের ১৫ আগস্টের মধ্যে ৭৫টি বন্দে ভারত ট্রেন চালানো হবে। দুটি বিদ্যমান বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের সঙ্গেই এই ট্রেনগুলি চলবে। প্রথম ট্রেনটি বারাণসী-দিল্লি রুটের জন্য এবং দ্বিতীয়টি কাটরা-দিল্লি রুটের জন্য চালু করা হয়েছিল। এখন ভারতীয় রেল হাওড়া-রাঁচি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চালানোর পরিকল্পনা করছে এবং রেলওয়ে বোর্ড এই রুটের অনুমোদন দিয়েছে। এটি হবে তৃতীয় বন্দে ভারত ট্রেন যা হাওড়ার (কলকাতা) সঙ্গে ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচিকে যুক্ত করবে।

বন্দে ভারত ট্রেনের বৈশিষ্ট্য

এটি প্রথম দেশীয় সেমি হাই-স্পিড ট্রেন। সম্প্রতি ভারত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় ভারতীয় রেলওয়ে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের মডেল প্রদর্শন করেছে, যা তার প্রগতিশীল যাত্রাকে তুলে ধরেছে। এটি ভারতের সবচেয়ে আধুনিক ট্রেন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। ইউরোপীয় কায়দায় ট্রেনগুলি তৈরি হয়েছে। রেল মন্ত্রকের ট্রেনের অফিস প্রাঙ্গণেও এই ট্রেনের একটি রেপ্লিকাও রাখা হয়েছে। বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর ব্রেকিং সিস্টেম। কারণ এটি দ্রুত এবং কম গতির উভয়ের জন্যই অনুমতি দেয়। এই ট্রেনে অত্যাধুনিক বিনোদনের পাশাপাশি ওয়াইফাইয়ের সুবিধাও পাওয়া যাবে। এগুলি চেন্নাইয়ের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি, রায়বরেলির মডার্ন কোচ ফ্যাক্টরি এবং কাপুরথালার রেল কোচ ফ্যাক্টরিতে তৈরি করা হবে। বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনটিগুলিতে স্বয়ংক্রিয় প্রবেশ, একটি মিনি প্যান্ট্রি, মডুলার বায়ো-ভ্যাকুয়াম শৌচাগার, সম্পূর্ণ সিল করা গ্যাংওয়ে এবং ধুলোমুক্ত পরিবেশের জন্য সেন্সরযুক্ত আন্তঃসংযোগ দরজার ব্যবস্থা থাকবে। ট্রেনে 'ফায়ার সার্ভাইভাল ক্যাবল ইনডোর' সার্কিটও পাওয়া যাবে। উন্নত শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও থাকবে। প্রতিটি কোচে চারটি 'ডিজাস্টার লাইট' থাকবে। এছাড়াও, জরুরি পুশবাটনের সংখ্যাও বাড়ানো হবে।

পাঠকের কলমে

ভাতার দাবি

আমার বাড়ি ১৪০/৩এ/১, সাউথ সিঁথি রোড, কলকাতা ৫০, থানা সিঁথি। নিজেদের পৈতৃক ৬৫ বছরের পুরানো ভগ্নদশা বাড়ি। পিতামাতা প্রয়াত। আমরা দুই ভাই ও দুই বোন এক দিদি বিবাহিতা। কোনও ভাড়াটে ও বাড়ি থেকে কোনও আর্থিক নেই। আমার বড় দাদা শ্রীহীরালাল চন্দ্র (বয়স ৭৬) কোনও সন্তান নেই। দাদার কর্মক্ষমতা ও কোনও আর্থিক আয় নেই। আগে দাদা খুব ছোট ব্যবসা করতেন। কিন্তু এই সেই ব্যবসা করোনার জন্য পুরোপুরি বন্ধ। দাদা সম্পূর্ণ বেকার। দাদা খুবই কষ্টের মধ্যে জীবন যাপন করছেন। আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক বছর আগে দৈনিক সংবাদপত্রে মাসিক বার্ধক্যভাতা ঘোষণা করেছিলেন। তাই আপনার কাছে আমার অনুরোধ যদি আপনি দয়া করে দাদাকে সেই মাসিক ভাতার সুবন্দোবস্ত করে দেন তাহলে দাদা বিশেষ ভাবে উপকৃত হবেন। সংবাদপত্রে সবিস্তারে জানালেন বিশেষ বাধিত হবে। দয়া করে অসহায় দাদাকে বঞ্চিত করবেন না। এই আশা রাখি।

অনিমা চন্দ্র, সাউথ সিঁথি রোড

স্কুলের দরজা খুলে দেওয়া

বিদ্যালয় শিক্ষা নিয়ে শিক্ষা দপ্তরের পরিকল্পনার স্পষ্ট অভাব আবার প্রমাণিত হলো। গত মাত্র কদিন আগেই প্রাক প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পাড়ায় শিক্ষালয় প্রকল্প চালু হলো। তার পরেই অষ্টম থেকে দ্বাদশের শ্রেণি শিখনের ঘোষণা হলো। সাথে সাথেই ঘোষণা হলো পঞ্চম থেকে সপ্তমের জন্যও পাড়ায় শিক্ষালয় কর্মসূচির। শ্রেণিকক্ষের সমস্ত পরিকাঠামোকে অগ্রাহ্য করে গাছের নিচে, প্রকৃতির মাঝে এই শিক্ষালয় শুনতে যতটা ভালো লাগে রূপায়ণ ততটাই জটিল। নতুন সূচি ঘোষণা হয়ে গেল সোম থেকে শনিবারের জন্য। আমরা অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেস এর পক্ষ থেকে তখনই আশঙ্কা করেছিলাম যে অষ্টম শ্রেণির বাচ্চাদের মিড ডে মিল কীভাবে হবে? আপত্তি জানিয়েছিলাম এইভাবে পঞ্চম থেকে সপ্তমের জন্য অন্য নিয়ম চালুর বিষয়ে। আজ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ঠিক সেই জায়গাগুলোকেই তুলে ধরলেন। বৃষ্টি, রোদ, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ক্লাস কিভাবে হবে, উনি সুন্দরভাবে বলেছেন। সব বাচ্চাদের জন্য মিড ডে মিল দেওয়ার কথা বলেছেন। মাত্র ২ ঘন্টার জন্য তারা আসুক, পড়ুক এবং মিড ডে মিল খেয়ে বাড়ি যাক এই বিষয়টা তিনি বলেছেন। শনিবার ছুটি থাকবে এই শিক্ষালয়। আজ মুখ্যমন্ত্রী যা যা বলেছেন তাতে এটা স্পষ্ট যে শিক্ষাদপ্তর আদৌ এত কিছুই ভাবেনি। তাই মুখ্যমন্ত্রীকে বারে বারে সব কিছু দেখতে হচ্ছে। আর এতে শিক্ষা ব্যবস্থা তো নষ্ট হচ্ছেই, সেই সাথে সাধারণ মানুষ প্রতি মুহূর্তে সরকারকে হেয় করার সুযোগ পাচ্ছে। সরকারের বদনাম হচ্ছে। কিন্তু এখনো বেশ কিছু সমস্যা রয়েই গেল। কোভিড বিধি মেনে সপ্তাহে ৫ দিন (এখন শনিবার ছুটি থাকবে) একটি করে ক্লাস এলে, সকলে না পাবে প্রতিদিন মিড ডে মিল, না পাবে সমান মিড ডে মিল। আবার পঞ্চম শ্রেণির জন্য বরাদ্দ এক রকমের, ষষ্ঠ থেকে অষ্টমের জন্য মিড ডে মিল বরাদ্দ পৃথক। এতে করেও সমস্যা হবে। ফলে গোটা ব্যবস্থায় পরিকল্পনা ও দূরদৃষ্টির অভাব স্পষ্ট। সংগঠনের পক্ষ থেকে অবিলম্বে যাবতীয় অসামঞ্জস্য দূর করে সহজ সঠিক ও বাস্তব নির্দেশিকা প্রকাশের দাবি জানাচ্ছি। সেই সাথে পাড়ায় শিক্ষালয় অবিলম্বে বন্ধ করে সকল ছাত্র- ছাত্রীদের জন্য স্কুলের দরজা খুলে দেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।

আসবে, পড়বে, খাবে, চলে যাবে – সিএম এর লেটেস্ট ভাষ্য অনুযায়ী শনিবার বাদ, দু ঘন্টা সময়।

এবার আসুন একটু বাস্তবস্থিতিটা দেখে নিই।

১) বোর্ডের পাঠানো নির্দেশিকায় রুটিনে শনিবার ছিল, সিএম সন্ধ্যেবেলায় স্টেজে বক্তব্য দিলেন শনিবার বন্ধ। ২) পাড়ায় শিক্ষাদান কেন্দ্রে আপনার বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ছাড়াও অন্য যেকোনো বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও আসতে পারে। কোন বিদ্যালয়ের কত ছাত্রছাত্রী উপস্থিত হবে, তা আপনি জানবেন না অথচ ক্লাস VI – VII এর রান্না করা মিড ডে মিল তাদের দিতে হবে। বাড়তি অন্য স্কুলের সংখ্যারা কভার করবার মত আপনার হাতে অ্যালটমেন্ট ঘোষিত হয় নি। এই বাড়তি অর্থ এবং সম্পূর্ণ অনুমান নির্ভর সংখ্যাটি আপনাকে আধিকারিকদের পরিভাষায় ম্যানেজ করতে হবে মাস্টারমশাই! ৩) রান্না কোথায় হবে ? ক্লাস এইট পড়ছে স্কুলে, বাকীরা আজ এ পাড়ায় কাল অন্যপাড়ায়। দূরত্ব গ্রামের দিকে হলে তিন চার কিলোমিটার ও হবে স্কুল ও পাড়ার দূরত্ব। এতদুর প্রতিদিন রান্না করা খাবার পৌঁছানোর জন্য বাড়তি পরিবহন ব্যয় ও ম্যানপাওয়ার কোথায় ? ৪) শিক্ষকদের অলরেডি দুভাগে ভাগ করে স্কুলে তিনটে ক্লাস আর বাইরে বাকী ক্লাসগুলো করানোর মত পর্যাপ্ত শিক্ষকসংখ্যা কি বিশেষত গ্রামের স্কুলগুলিতে আজকের দিনে আছে? উৎসশ্রী হওয়ার পর ? বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নির্বাচন করে ক্লাস অ্যালোকেশন করা সম্ভব হবে ? ৫) শিক্ষকদের মাঝে বৈরিতা ও হীনমন্যতাসহ বিভাজন সৃষ্টি হচ্ছে কারা বিদ্যালয়কে পরিষেবা দেবেন, কারাই বা বাইরে গিয়ে পড়াবেন !! রোটেশন সিস্টেমে যাবারও উপায় নেই, সেক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের ধারনা ও প্রয়োজনীয়তা কোনোটাই সাধিত হয় না। ৬) কিছু জেলায় গতকালই ফেব্রুয়ারি মাসের মিড ডে মিল বিতরন সম্পূর্ণ হয়েছে যেমন বীরভূম। সেখানে কি রান্না করা কুকড ফুড আবার সার্ভ করা হবে? একেক জেলায় একেক ধরনের কাজ চলছে, সেন্ট্রালি আবার সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করার পলিসিও চলছে – কিভাবে সম্ভব? ৭) স্কুলে রান্না করে দূরবর্তী স্থানে দু'ঘন্টায় কুকড ফুড পৌঁছে খাইয়ে দিয়ে আসা সম্ভব ? ৮) অন্য বিদ্যালয় থেকে আগত শিক্ষার্থীরা কি খাবার না পেয়ে চেয়ে চেয়ে দেখবে অন্য শিক্ষার্থীরা খাচ্ছে – আমরা বঞ্চিত। আপনি পারবেন সে অবস্থায় অন্ন বিতরন করতে? বিবেক বলে একটা বস্তু তো এখনও শিক্ষকদের আছে, এখনও তো তারা রাজনীতিবিদ বনে যান নি ! ডেইলি অ্যাটেন্ডেন্সের খাতা সহ অন্যান্য খাতাপত্র প্রতিদিন সেস্থানে বয়ে নিয়ে যাওয়ার ঝকমারি কে বহন করবে? ৯) পূর্ববর্তী অর্ডার অনুযায়ী কিছু স্কুলে মিড ডে মিল এর প্যাকেজিং শেষ। সে সব আইটেম কি বাতিল হবে নাকি রান্নায় কাজে লাগাতে হবে? ১০) সরস্বতীপুজোর আগে ছুটি ঘোষনা করায় স্কুলে আয়োজন ভিত্তিক কর্মকান্ডগুলি কারা পরিচালনা করবে?

এরকম প্রতিটা ক্ষেত্রেই চরম পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতিষ্ঠান প্রধানের পদটা চাকরবাকরের পদ অপেক্ষাও নিম্নমানের অবস্থায় পর্যবসিত হয়েছে। আরোও এক উপদ্রব – সব বাড়তি খরচই নাকি কম্পোজিট গ্রান্ট থেকে করতে হবে। এদিকে কম্পোজিট গ্রান্টে অর্থ যৎসামান্য দেওয়া হয়।

এত বেশী দূরদর্শী চিন্তাভাবনার সাথে নিজেকে সময়োপযোগী করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করার পর দেখছি হাতে রয়েছে একমাত্র পেন্সিলখানাই।

জনৈক হেড মাস্টার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

আপনারাও চিঠি পাঠান আমাদের দফতরে। পাঠাতে পারেন ইমেলে, ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

শব্দবার্তা ১৮৬

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। সংসারত্যাগী জীবনযাপন ৪। মুষ্ঠি, ঘুসি ৫। হ্রস্ব হওয়া ৭। দ্বিগুণ ৯। সুন্দরী নারী, রাধা ১০। অতি নিকট ১১। 'ওগো -- কিছু তো নাই' ১২। স্থূলবুদ্ধি, বোকা।

উপর-নীচ

১। এ দিবস পালিত হয় শিশুদের জন্য ২। সুখ্যাত, গুণকীর্তন ৩। বানের অভাব ৪। জনশ্রুতি, মুখে মুখে প্রচলিত কথা ৬। নির্লজ্জ, বেহায়া ৮। সদুপদেশ ১০। শিব, মহাদেব ১১। পেশাই করা গম।

সমাধান : ১৮৫

পাশাপাশি : ২। আসলনকল ৫। মগ ডাল ৭। প্রমোদ ৯। অগম্য ১০। উপাচার ১২। মকর কেতন।

উপর-নীচ : ১। বেদম ৩। সরলতা ৪। কলমের খোঁচা ৬। গতানুগতিক ৮। বউভাত ১১। রসনা।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন

এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

রেকর্ড পরিমাণ প্রার্থী এবার পুর ভোটের ময়দানে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বুধবার ছিল পুরভোটের মনোনয়ন জমা দেবার শেষ দিন। বুধবার পর্যন্ত বারুইপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরে জয়নগর মজিলপুর পুরসভার ১৪ টি ওয়ার্ডে ৪৭ জন প্রার্থী মনোনয়ন জমা দেন। যার মধ্যে তৃণমূল ১৪,বিজেপি ১৩, সিপিএম ২, কংগ্রেস ৭, নির্দল ২ ও এসইউসি-র ৯ জন মনোনয়ন জমা দেন। বৃহস্পতিবার মনোনয়ন পরীক্ষায় কোনও প্রার্থীর মনোনয়ন কংগ্রেস এর প্রার্থীর নাম বাতিল হয়। আবার রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ৩৫ টি ওয়ার্ডের জন্য বুধবার অবধি ১৩৬ জন মনোনয়ন জমা দেন। যার মধ্যে তৃণমূল ৩৫টি, বিজেপি ৩৫টি, সিপিআই ২ টি, সিপিএম ৩৩টি, কংগ্রেস ১৬টি, নির্দল ১৪টি ও অন্যান্য ৩টি মনোনয়ন জমা দেন। বৃহস্পতিবার মনোনয়ন পরীক্ষায় ১৮ নং ওয়ার্ডের কংগ্রেস ও ২৭ নং ওয়ার্ডের সিপিএমের প্রার্থীর

Municipality wise(Total Nomination Report from 03.02.2022 to 09.02.2022)

Sl No	Name of Municipality	Total Ward	AITC	BSP	BJP	CPI	CPI(M)	INC	NCP	NPP	AIFB	RSP	IND	Others	Total
1	Budge Budge	20	20	0	2	0	7	3	0	0	1	0	0	0	33
2	Baruipur	17	17	0	16	0	16	4	0	0	0	0	2	1	56
3	Jaynagar Mazilpur	14	14	0	13	0	2	7	0	0	0	0	2	9	47
4	Rajpur Sonarpur	35	35	0	35	2	33	16	0	0	0	0	14	3	138
5	Maheshtala	35	38	0	34	1	25	17	0	0	0	0	16	4	135
6	Diamond Harbour	16	16	0	16	0	16	11	0	0	0	0	31	1	91
	Total	137	140	0	116	3	99	58	0	0	1	0	65	18	500

বাতিল হয় নি। বারুইপুর পুরসভার ১৭ টি ওয়ার্ডে ৫৬ জন প্রার্থীর মনোনয়ন জমা পরে বুধবার। এর মধ্যে তৃণমূল ১৭ টি, বিজেপি১৬ টি, সিপিএম ১৬ টি, কংগ্রেস ৪ টি, নির্দল ২ টি ও অন্যান্য ১টি মনোনয়ন জমা দেন। তার মধ্যে বৃহস্পতিবার মনোনয়ন পরীক্ষায় ১৭ নং ওয়ার্ডের মনোনয়ন বাতিল হয় বলে বারুইপুর মহকুমা শাসকের নির্বাচনী দপ্তর সূত্রে জানা গেল। শনিবার এই মনোনয়ন জমা থেকে প্রার্থী পদ তুলে নেবার শেষ দিন। আর তার পরেই পরিস্কার হয়ে যাবে এই তিনটি পুরসভায় মোট কতজন প্রার্থী এবারের ভোট ময়দানে আছেন।

গৃহবধূ খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক গৃহবধূকে জোর করে মুখে বিষ ঢেলে মারার অভিযোগ উঠলো স্বামী,শ্বশুর,শাশুড়ি সহ শ্বশুর বাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে। মৃত গৃহবধূর নাম রমা সামন্ত(১৮)।ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহ টি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। পাশাপাশি ওই গৃহবধূর স্বামী রতন সামন্ত কে আটক করে তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে রমা সামন্ত(করণ) নামে ওই গৃহবধূর বাপের বাড়ি ন্যাজাট থানার অন্তর্গত নিত্যবেড়িয়া গ্রামে। ছোট থেকেই মামার বাড়ি মিনাখাঁ থানার অন্তর্গত মালঞ্চ তে থাকতেন। ওই গ্রামেই নিজের দিদি-জামাই বাবুর বাড়িতে যাতায়াত করতেন গোসাবা থানার কচুখালি গ্রামের রতন সামন্ত। গত প্রায় বছর দেড়েক আগে দুজনের সাথে ফোনে যোগাযোগ হয়। পরে দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হলে বাড়ির অমতেই আট মাস আগে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেন দুজন। দিব্যি চলছিল নবদম্পতির নতুন সংসার। ওই গৃহবধূর স্বামীর কথায় আচমকা রবিবার দুপুরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি শুরু হয়। এরপর বাড়ির লোকজনের অলক্ষ্যে রমা বিষ খায়। আমরা জানতে পেরে তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাই। অবস্থা সঙ্কটজনক হলে সোমবার সেখান থেকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় । বুধবার দুপুরে মারা যায়।'

অন্যদিকে ওই গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকেদের অভিযোগ আমরা কিছুই জানতাম না। জোর করে মেয়েকে তুলে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করছে। মেয়েকে ফোন করলে কিছু বলতো। চরম যন্ত্রণায় ছিল। ওর স্বামী রতন,শ্বশুর অধীর,শাশুড়ি সবিতা সামন্ত ও ননদ ননদাই মিলে জোর করে মুখে বিষ ঢেলে দিয়ে মেরেছে। ওদের সকলের চরম শাস্তি চাই।'

খাঁচা বন্দি বাঘিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : শেষ পর্যন্ত খাঁচা বন্দি হলো সুন্দরবনের বাঘিনী। সারাদিন লোকালয় লাগোয়া বাদাবনে ঘাপটি মেরে থাকার পর অবশেষে খাঁচাবন্দি হল সুন্দরবনের বাঘিনী। বৃহস্পতিবার ভোরে কুলতলি ব্লকের পেটকুলচাঁদ সেতু টোপ দিয়ে পাতা হয় খাঁচা। প্রথম দিকে এদিন রাতে জাল কেটে পালাবার চেষ্টা করে বিফল হয় বাঘটি। তারপরে খাবারের লোভে অবশেষে খাঁচায় ঢুকে পড়ে বন্দি হয় সে। উল্লেখ্য, গত কয়েক মাসে কুলতলির কৈখালির ডোঙাজোড়া,

নিকটবর্তী এলাকায় বাঘিনীটিকে খাঁচাবন্দি করা সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা বনবিভাগ। আর বাঘ ধরা পড়ার খবরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন স্থানীয় বাসিন্দারা । স্থানীয় ও বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার ভোরে মিন ধরতে গিতে মাতলা নদীর শাখার পাড়ে বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছিলেন স্থানীয় পেটকুলচাঁদ এলাকার কয়েকজন মহিলা। এরপরই গ্রামে ফিরে তাঁরা বন দফতরে খবর দেন। দ্রুত স্থানীয় চিতুড়ি বিট অফিস থেকে বনকর্মীরা জাল দিয়ে জঙ্গল ঘিরে ফেলেন। শুরু হয় বাঘকে তাাানোর চেষ্টা। কিন্তু দিনভর চেষ্টাতেও লোকালয় লাগোয়া জঙ্গল ছেড়ে বাঘটিকে বার করা সম্ভব হয়নি।এর পর বাঘটিকে খাঁচায় বন্দি করার সিদ্ধান্ত নেয় বন দফতর। রাতেই মোষের মাংসের কুলতলির ভুবনেশ্বরী, গোসাবার মথুরাখণ্ড-সহ সুন্দরবনের বিভিন্ন গ্রামে ঢুকে পড়া বাঘকে খাঁচাবন্দি করে জঙ্গলে ফিরিয়েছে বন দফতরের কর্মীরা। এ ব্যাপারে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভাগীয় বনাধিকারিক (ডিএফও) মিলন মণ্ডল বলেন, প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে মনে হচ্ছে এটি ৫-৬ বছর বয়সের একটি বাঘিনী। বৃহস্পতিবার ভোরেই তাকে খাঁচায় বন্দি করা হয়েছে। আপাতত রাখা হয়েছে চিতুড়ি বিট অফিসে। স্বাস্থ্য পরীক্ষার পরেই জঙ্গলে ছাড়া হবে। আগে জঙ্গল থেকে গ্রামে ঢুকে পড়া বাঘ খাঁচাবন্দি করতে 'ছাগলের টোপ' ব্যবহার করা হত। কিন্তু পশুপ্রেমী সংস্থার দায়ের করা মামলার জেলে এখন কাঁচা মাংস ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে একদিনের মধ্যে বাঘ মুক্ত হয়ে খুশি এলাকার মানুষ।

অসুবিধাকে সামনে রেখে চলছে পাড়ায় শিক্ষালয়

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়: দীর্ঘ দু বছর করোনা আবহ কালে স্কুল-কলেজ সব বন্ধ ছিল। বর্তমানে করোনা পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ায় ধীরে ধীরে স্কুল কলেজ খুললো রাজ্যে। সোমবার থেকে রাজ্যে চালু হলো পাড়ায় শিক্ষালয়। বর্তমান সময়ে ছোট পড়ুয়াদের খোলা মাঠে চালু করা পাড়ায় শিক্ষালয়ের ভূয়সী প্রশংসার পাশাপাশি অনেক অভিভাবক খোলা মাঠে এই ব্যবস্থা না করে স্কুল চত্বরে করার দাবি তুললো। বেশ কিছু স্কুলে ঠা-ঠা রোদের মধ্যে খোলা মাঠে পঠন পাঠন চালু হওয়ায় ছোট ছোট শিশুদের অভিভাবকেরা সন্তুষ্ট নয়। তবে অনেকেই নতুন ধরনের এই শিক্ষা পদ্ধতিকে স্যালুট জানিয়েছেন। মঙ্গলবার জয়নগর এলাকার কয়েকটি স্কুলে ঘুরে দেখা গেল খোলা মাঠে প্লাস্টিকের উপর বসে পড়াশুনা করছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। বহুদিন পর বন্ধু বান্ধবদের সাথে মিলিত হতে পেরে বেজায় আনন্দিত ছোট পড়ুয়ারা। পড়াশোনার পাশাপাশি মাঠে খেলাধুলা ও মিড ডে মিলের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে আর তাই নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে খোলা মাঠে মিড ডে মিলের এই খাবার কতখানি স্বাস্থ্য সম্মত। এ ব্যাপারে জয়নগর নিত্য কালী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হান্নান মোল্লা বলেন, স্কুল দপ্তরকে জানিয়েছিলাম আমরা যাতে স্কুল চত্বরে এই শিক্ষা প্রক্রিয়াটা চালাতে পারি।

কিন্তু শিক্ষা দপ্তর থেকে আমাদের প্রস্তাব মানা হয়নি। আমরা বুঝতে পারছি অভিভাবকদের অসুবিধার কথা। খোলা মাঠে প্রখর রোদে বৃষ্টিতে কেমন অসুবিধায় পড়তে হয়। আশাকরি সমস্যা শীঘ্রই মিটে যাবে। জয়নগর শ্রীকৃষ্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা দুর্গা পাল দত্ত সরকারের এই কাজের ভুয়সী প্রশংসা করে বলেন, বহুদিন পর পড়ুয়ারা মিলিত হতে পেরে আনন্দিত উচ্ছ্বসিত। ছোট ছোট পড়ুয়ারা দীর্ঘ দিন বাদে বন্ধুদের সাথে মিলিত হয়ে পড়াশোনার মাঝেই চুটিয়ে আনন্দ উপভোগ করলো। তবে এ ব্যাপারে জয়নগর পূর্ব চক্রের অবর স্কুল পরিদর্শক অরূপ তরফদার বলেন, জেলা শিক্ষা দপ্তরের সাথে আমাদের কথা হয়েছে। আমি নিজে এদিন জয়নগরের বেশ কয়েকটি স্কুল পরিদর্শন করেছি। সমস্যা কি আছে দেখেছি। এবং সেই রিপোর্ট অনুযায়ী আগামী দিনে কীভাবে ব্যবস্থা নেওয়া যায় দেখা হচ্ছে। আর মিড-ডে-মিল যদি স্কুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় সেটা আলোচনা করা হচ্ছে। তবে দীর্ঘ দু-বছর পঠন পাঠন বন্ধ থাকার ফলে মিড ডে মিলের রান্নাঘর ঠিক মতন পরিস্কার হয়ে ওঠেনি, তাই স্কুলেই আবার যাতে মিড ডে মিলের ব্যবস্থা করা যায় এবং মাথা ঘেরা জায়গায় পঠন-পাঠন শুরু করা যায় সেটা দেখা হচ্ছে। তবে সরকারের এই নতুন উদ্যোগে দেরিতে হলেও পড়ুয়ারা খুশি।

স্কুলেই পঠনপাঠনের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৭ ফেব্রুয়ারি সোমবার থেকে রাজ্যজুড়ে শিশু-কিশোর পড়ুয়াদের জন্য পাড়ায় শিক্ষালয় চালু হয়েছে। করোনা আবহে পড়ুয়াদের মানসিক স্বাস্থ্য সহ পড়াশোনার উন্নতির কথা ভেবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। কিন্তু, দু'দিন যেতে না যেতেই পাড়ায় শিক্ষালয়ের বিরুদ্ধে দিকে দিকে সরব হতে শুরু করেছেন পড়ুয়াদের অভিভাবক সহ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একাংশ। এমনকি, সর্বভারতীয় ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও পাড়ায় শিক্ষালয় বাতিলের দাবিতে মঙ্গলবার কলকাতার রাজপথে মিছিল করেছে। তারা একইসাথে রাজ্যজুড়ে স্কুলেই পঠনপাঠন চালু করার জোরালো দাবি জানিয়েছে। এদিনের ওই মিছিলে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার অসংখ্য পড়ুয়া সহ শত শত কর্মী-সমর্থক শামিল হয়েছিলেন। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, ধীরে ধীরে যেভাবে রাজ্যজুড়ে শিশু-কিশোরদের জন্য স্কুলেই পঠনপাঠনের দাবি তীব্র হচ্ছে তাতে নিঃসন্দেহে অচিরেই রাজ্য সরকারকে নতুন কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে হাঁটতে হবে।

এদেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ অতিমারির রূপ নেওয়ার পর দেশজুড়ে সরকারি সিদ্ধান্তে দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষালয়গুলিতে বসে পড়ুয়াদের পঠনপাঠন বন্ধ ছিল। পঠনপাঠনের কাজটা কার্যত অনলাইনেই সম্পন্ন হয়েছে এবং এখনও অনেকাংশেই চলছে। তবে, করোনার সেকেন্ড ওয়েভ এবং থার্ড ওয়েভ চলাকালীন সরকারি নির্দেশে দেশের কোথাও কোথাও সরকারি কিছু কিছু শিক্ষালয় চালু করার চেষ্টা হলেও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা কার্যত বজায় রাখা যায়নি। আর এরাজ্যে

তো প্রায় দু'বছর ধরে শিশু-কিশোর পড়ুয়াদের জন্য স্কুলে বসে পঠনপাঠন বন্ধ। যা নিয়ে প্রধান বিরোধী দল বিজেপি সহ কংগ্রেস, বামফ্রন্ট রাজ্য সরকারের সমালোচনায় মুখর। এবিষয়ে বিরোধী দলগুলি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের একাধিক সিদ্ধান্তের লাগাতার বিরোধিতা করে চলেছে। পাশাপাশি পড়ুয়াদের অভিভাবক সহ বিভিন্ন শিক্ষক ও ছাত্র সংগঠনের একাংশ সমস্ত ধরনের স্কুলে পঠনপাঠন চালু করার দাবিতে রাজ্যজুড়ে সরব হয়েছে।

পাড়ায় পাঠশালায় রোটেশনে সপ্তাহে দু'দিন করে শিশু-কিশোরদের ক্লাস শুরু হয়েছে। স্কুলের কাছাকাছি কোনও মাঠে কিংবা খোলা জায়গায় পরিস্থিতি অনুযায়ী দুই থেকে তিনটি ক্লাসের পড়ুয়াদের জন্য পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে রোটেশনে সমস্ত পড়ুয়াদের জন্য পঠনপাঠনের কাজ চলবে বলে রাজ্য সরকারের কড়া নির্দেশ। এদিকে এই নির্দেশ পালনের ধাক্কায় স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তো কার্যত দিশেহারা অবস্থা। প্রথমত স্কুল বিল্ডিং ছেড়ে কাছাকাছি খোলা ময়দানে বসে শিশু-কিশোর পড়ুয়াদের সামলে পঠনপাঠনের কাজ চালানো রীতিমতো চ্যালেঞ্জিং। কারণ, এক্ষেত্রে পড়ুয়াদের নিরাপত্তার অনেকটাই ঘাটতি থেকে যায়। একইসাথে খোলা জায়গায় তাদের শৌচাগার ব্যবহার সহ মিড-ডে-মিল খাওয়ার ক্ষেত্রে বিস্তর সমস্যাও রয়েছে। দ্বিতীয়ত অনেক জায়গাতেই খোলা জায়গায় পড়ুয়াদের মাথার ওপর আচ্ছাদনের ব্যবস্থাটাই নেই। ফলে অনেকেই দুপুরের রোদের তাপ সহ্য করতে পারছে না। বিশেষ করে ক্ষুদে পড়ুয়াদের তো রীতিমতো কষ্ট হচ্ছে। যেকারণে বিভিন্ন জায়গায় পঠনপাঠনের কাজটাই ঠিকমতো হচ্ছে না বলে পড়ুয়াদের অভিভাবকদের অনেকেরই অভিযোগ। অভিভাবকদের দাবি, স্কুল বিল্ডিংগুলিতে অনেক ঘর রয়েছে। যেখানে যাবতীয় স্বাস্থ্য বিধি মেনে ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে রোটেশন পদ্ধতিতে ক্লাস করানোর নির্দেশই রয়েছে সেখানে স্কুল বিল্ডিংয়ের রুমগুলিই তো যথেষ্ট। যথাযথভাবে স্যানিটাইজ করা একাধিক রুমেই পড়ুয়াদের বসিয়ে অনায়াসে ও নিরাপদে পঠনপাঠনের কাজ চালাতে সমস্যা হওয়ার কোনও কথা নয়। পাশাপাশি স্কুলে শৌচাগার সহ পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকায় পড়ুয়াদের অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হবে না। এতে পড়ুয়াদের পঠপাঠনের মান উন্নত হওয়ার পাশাপাশি দীর্ঘদিন পর শিক্ষার পরিবেশ ফিরে পেয়ে সকলেরই মানসিক স্বাস্থ্য পুনরায় সুগঠিত হবে। অভিভাবকদের আরও দাবি, অবিলম্বে স্কুলেই পঠনপাঠনের কাজ শুরু করার নির্দেশ দিতে হবে সরকারকে। স্কুলে পঠনপাঠন চালুর এই দাবির প্রতি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেশিরভাগই সহমত পোষণ করলেও সরকারের রোষের মুখে পড়ার ভয়ে কেউই প্রকাশ্যে মুখ খুলতে নারাজ। তবে, ওইসব শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ অভিভাবকের দৃঢ় বিশ্বাস, উদ্ভুত পরিস্থিতিতে পড়ুয়াদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভেবে অবিলম্বে স্কুলে পঠনপাঠন চালু করার নির্দেশ দিতেই হবে রাজ্য সরকারকে।

বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার চালানোর বার্তা তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের পুর ভোট আগামী ২৭ শে ফেব্রুয়ারি। ভোট ঘোষণা হয়ে গেছে। প্রার্থী ঘোষণাও হয়ে গেছে। চলছে মনোনয়ন জমা দেবার কাজ। আর রাজ্যের একমাত্র বিরোধী মোল্লা,ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকত মোল্লা, ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস,জেলা যুব সভাপতি বাপি হালদার, জেলা শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি তথা মন্দিরবাজারের বিধায়ক জয়দেব

কংগ্রেসের হাতে থাকা একটি মাত্র পুরসভা হলো জয়নগর মজিলপুর পুরসভা। আর শাসক দল তৃণমূল এই পুরসভা জিতে নিতে মরিয়া। এই পুরসভা ১৪ টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত। এই পুরসভা জিতে নিয়ে কী কী উন্নয়ন করতে চায় তা সামনে এনে সোমবার জয়নগর টাউন হলে তৃণমূলের সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলার তরফে ১৪ জন দলীয় প্রার্থীদের পরিচয় পর্বের পাশাপাশি, কর্মী বৈঠক এবং সবশেষে সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। এদিনের এই বৈঠক পর্বে উপস্থিত ছিলেন এই সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তথা কুলপির বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার, সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী তথা সাগরের বিধায়ক বঙ্কিম হাজরা, পাথরপ্রতিমার বিধায়ক সমীর কুমার জানা,প্রাক্তন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী তথা কাকদ্বীপের বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা, রায়দীঘির বিধায়ক ডাঃ অলোক জলদাতা, মগরাহাট পূর্বের বিধায়ক নমিতা সাহা, মগরাহাট পশ্চিমের বিধায়ক তথা প্রাক্তন সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন হালদার ও জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস। এদিন সুন্দরবন তৃণমূল সাংগঠনিক জেলার সভাপতি যোগরঞ্জন হালদার জয়নগর মজিলপুর পুরসভা নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এই পুরসভা নিয়ে তাদের আগামী পরিকল্পনা তুলে ধরেন। তিনি এও বলেন, ১৪ টি ওয়ার্ডে ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের কাছে সরকারের কাজ তুলে ধরবেন। প্রতিটা ওয়ার্ডে একজন করে বিধায়কে দায়িত্ব দেওয়া হয় । এছাড়া যোগরঞ্জন হালদার ও সওকত মোল্লাকে মনিটরিং কমিটির মাথায় রেখে নির্বাচনী কমিটি গঠন করা হয়। এদিন জয়নগরে ১৪ জন দলীয় প্রার্থীকে পাশে নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন সুন্দরবন সাংগঠনিক তৃণমূল জেলা নেতৃত্ব। এর আগে রবিবার ডায়মন্ড হারবারে ও জয়নগর মজিলপুর পুরসভা নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিল ঘাসফুল নেতৃত্ব। আর সব কিছু মিলিয়ে জমে উঠেছে পুরভোট ২০২২।

মডেল ওয়ার্ড গড়ার অঙ্গীকার

রাজপুর-সোনারপুর পুরসভা

বিবেকানন্দ মিত্র : দক্ষিণ ২৪ পরগনার মোট ৬টি পুরসভার রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার মধ্যে ৩০ নম্বর ওয়ার্ডটি উন্নয়নের নিরিখে নাগরিকদের কাছে প্রথম স্থান হিসাবে জায়গা করে নিয়েছে। এর কারণ কাউন্সিলরের প্রবল কাজ করার ইচ্ছা আর বিধায়ক ফিরদৌসী বেগমের একান্ত আন্তরিক কাজ করার মানসিকতা। ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের টিকিট পাওয়া নিয়ে সামান্য কিছু লোকের মধ্যে সংশয় ছিল। নীচু তলার কিছু কর্মী শত বিরোধিতা করেও প্রার্থীপদ আটকাতে পারলেন না। প্রার্থী বাদ ঘোষণা হতেই রঞ্জিত চ্যাটার্জির বাড়িতে ও পার্টি অফিসে বহু মানুষের ভিড় জমতে শুরু হয়ে যায়। এই ভিড় ঠেকাতে তিনি তড়িঘড়ি পাশেই একটা পার্কে নাগরিক কনভেনশন ডেকে দেন। সভায় নাগরিকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রথমেই তিনি নাগরিকদের কথা বলতে বলেন, বিদ্যুৎ, আলো, জল, রাস্তাঘাট আর জলাশয়ের বিউটিফিকেশন করে ফেলেছেন গত ৫ বছরে।

সবশেষে নিজে মাইক হাতে নিয়ে ঘোষণা করলেন, এবারে তার ইচ্ছা এই ওয়ার্ডটি পুরসভার 'মডেল ওয়ার্ড' হিসাবে স্বীকৃতি পাবার সর্বশেষ চেষ্টা। তিনি এও বলেন, আসার-বিরুদ্ধে কোনও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ আছে বলে আমি ভাবি না। আমি নিজেই আমার প্রতিদ্বন্দ্বী। গোটা কনভেনশনে তিনি নিজে ভোট পাবার জন্য একটি কথাও উচ্চারণ করলেন না, আমফানে কয়েকটি পরিবারের দুর্দশার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন। সভা থেকে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে ভেসে আসল উনি পুরসভার সমস্ত ওয়ার্ডের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোটে জিতবেন।''

রাস্তা, নিকাশি, জল জমা নিয়ে অসন্তোষ, উড়ালপুলে আঁধার

মলয় সুর : চন্দননগর পুরনির্বাচনে বিজেপির রঞ্জু সিংয়ের নতুন স্লোগান ঘরের মেয়ে জিততে মরিয়া। সম্পূর্ণ মহিলা সংরক্ষিত ৯ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপির প্রথমবার প্রার্থী হয়েছেন রঞ্জু সিং। তিনি স্লোগান তুলেছেন উন্নয়নের লক্ষ্যে নিজের ঘরের মেয়েকেই চায়। বিজেপি প্রার্থীর এই স্লোগান নিয়েই চন্দননগরে বাড়ি বাড়ি জোর কদমে প্রচার করছেন ২৯ বছরের গৃহবধূ রঞ্জু দেবী। এখানে ভোটার ৫,৬০০ জন ৬টি বুথ রয়েছে। প্রাথমিক নাগরিক পরিষেবা নিয়েই নানা প্রশ্ন রয়েছে এলাকায়। তার স্বামী দেব সিং জানালেন, আপনজন পার্কের কাছে অল্প বৃষ্টিতেই জল দাঁড়িয়ে যায়। রাস্তাঘাটে নিকাশি ও আবর্জনা সাফাইয়ের হালও তথৈবচ। প্রধানমন্ত্রীর গৃহনির্মাণ যোজনার টাকা অনেকেই পায়নি, সিন্ডিকেট রাজ চলছে। তাঁর ওয়ার্ডের পরিধি চন্দননগর স্টেশনের মোড় থেকে মধ্যাঞ্চল, আবার ভাগার মোড় হয়ে ঝাপানতলা পর্যন্ত। পশ্চিমপ্রান্তে খালিসানি বাজার প্রভৃতি এলাকা নিয়ে গঠিত এই ওয়ার্ড। এই ওয়ার্ডে বিজেপির প্রেসিডেন্ট বিশ্বজিৎ দাস

অভিযোগ করেন, সম্প্রতি ডেঙ্গু ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত ৩৬ জনকে চন্দননগর হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। তাদের অনেকেরই অবস্থা আশঙ্কাজনক ছিল। ২০১০ সাল থেকে এই ওয়ার্ডের ক্ষমতায় রয়েছে তৃণমূল। ওয়ার্ডে টানা দুবারের তৃণমূলের জনপ্রতিনিধি ছিলেন স্নিগ্ধা রায়। এলাকাবাসীর ক্ষোভ পুরবোর্ড ভেঙে যাওয়ার পরে প্রাথমিক পুর পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। ওয়ার্ডে বিজেপি প্রার্থী রঞ্জু

সিং জয়ী হলে, প্রথমেই স্থানীয় নাগরিকদের জরুরি পরিষেবার বিভিন্ন প্যাকেজ চালু করবেন। ১) হুগলির সাংসদ লকেট চ্যাটার্জীর তহবিল কোটায় অ্যাম্বুলেন্স ব্যবস্থা। ২) নদিয়ার কল্যাণী গয়েশপুরে এমস হাসপাতালে কঠিন রোগের অস্ত্রোপচার করা হবে। ৩) বেকার যুবক-যুবতীদের ভোকেশনাল ট্রেনিং দিয়ে স্বনির্ভর করার চেষ্টা হবে। ওয়ার্ডে তৃণমূলের বিদায়ী মেয়র পরিষদ তথা পুর প্রশাসক

মণ্ডলীর সদস্যা স্নিগ্ধ রায় দু'বারের বিজয়ী জন প্রতিনিধি। তিনি ২০১০ সালে সিপিএমের সাথী ব্যানার্জীকে ৬৪০ ভোটে পরাজিত করেন। আর ২০১৫-তে ৯৪০ ভোটে সিপিএমের ইরা ভট্টাচার্যকে হারিয়ে জয়ী হন। তিনি বলেন, পুরবোর্ড না থাকলেও পরিষেবায় খামতি ছিল না। এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থা যথেষ্ট ভাল। ৬০০ জন লক্ষ্মী ভাণ্ডার পেয়েছে। কন্যাশ্রী, বার্ধক্যভাতা আমরা দিয়েছি। কিছু মানুষ সরকারি প্রকল্পের আওতায় রয়েছে। তাদেরও সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা হবে। যদিও তিনি ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। এবারল তিনি ৯ নম্বর থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তিনি বলেন, কারও কাছে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে না। মানুষ আশ্বস্ত এবং খুশি। আর মাত্র হাতে গোনা কয়েকদিন বাকি চন্দননগর পুর নিগমের নির্বাচন। এই আবহের পাশাপাশি জনসংযোগ সেরে নিচ্ছেন চন্দনগর পুর নিগমের বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা। অন্যদিকে সিপিএমের সুচন্দা দত্তের অভিযোগ, রাস্তার দশা বেহাল, রাস্তার পিচের আস্তরণ কবেই উঠে গিয়েছে। শহরের এই ওয়ার্ডে নির্বাচনের দিনক্ষণ ঠিক হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও রাস্তাঘাট এখন মেরামত হচ্ছে। এদিকে শহরের উড়ালপুলের অনেক আলো জ্বলে না। অন্ধকার থাকে। অসামাজিক কাজ হয়। পুরবোর্ড তো তৃণমূলের দুর্নীতির জন্যই ভেঙেছে। রাস্তা, আলোর জন্য যা টাকা এসেছে অনেকাংশই ওদের পকেটে ঢুকেছে। সুচন্দা বলেন, তিনি জিতলে প্রথমেই খালিসানি ব্রাহ্মণ পাড়ায় দিশারী হাসপাতালটি চালু করবেন। চন্দননগর পশ্চিম প্রান্তে মানুষের একমাত্র ভরসা ছিল। ওয়ার্ডে বেশ কয়েকটি পুকুর ভরাট বন্ধ করা সহ একাধিক কাজ। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, ভার্মি কম্পোস্ট প্লান্টের মাধ্যমে আবর্জনা থেকে সার তৈরি করে বিক্রির ব্যবস্থা হুগলিতে প্রথম হয়েছিল চন্দননগরেই। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর বাম আমলের ওই প্রকল্প বন্ধ। যন্ত্র পড়ে নষ্ট হয়। বামেদের কৃতিত্ব খাটো করতে প্রকল্প বন্ধ করে নোংরা রাজনীতি করেছে শাসকদল। কলু পুকুরের ভার্মি কম্পোস্ট প্রকল্প চালু করব। ৯০-এর দশকে সুচন্দা দেবীর বাবা হেমন্ত নিয়োগী সিপিএম থেকে জয়ী হন। ওয়ার্ডে ত্রিমুখী লড়াই জমে উঠেছে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৬ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা, ১২ ফেব্রুয়ারি – ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২

ডিএনএ টেস্টের আজব দাবি

আবার সেই অর্থহীন বিতর্ককে নতুন করে তুলে ধরা হচ্ছে। জনৈক বসু পরিবারের সদস্য এবং রাজনৈতিক পরিচয়ে তিনি এখনও বিজেপির সদস্য সেই চন্দ্র বসু মাঝে মধ্যেই দাবি তোলেন নেতাজির তথাকথিত চিতাভস্মের ডিএনএ টেস্টের জন্য। তৃণমূল সাংসদ জহর সরকার সেই মর্মেই দাবি তুললেন বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। হাস্যকর ব্যাপার হলো এঁনারা কেউই নেতাজি তদন্তে নিযুক্ত মুখার্জী কমিশনের রিপোর্ট পড়েই দেখেন নি।

বহু চর্চিত চিতাভস্মের গল্প নিয়ে বিতর্ক তোলা বর্তমান সময়ে একেবারেই অর্থহীন কারণ তাইওয়ান সরকার সরকারিভাবে একাধিকবার জানিয়েছেন ১৮ আগস্ট ১৯৪৫ সালে কোনও বিমান আদৌ ভেঙে পড়েনি। ব্রিটিশ এবং মার্কিন শক্তির চোখে ধুলো দিতেই স্বয়ং নেতাজি এই বিমান দুর্ঘটনার গল্প কৌশলে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে মিত্র শক্তির ব্রিটিশ ও মার্কিনরা সুভাষচন্দ্র বোসের কাছে ঠকে যাওয়ার ঘটনা বুঝতে পারেন নি। সারা বিশ্ব জুড়েই প্রায় এক ডজন নেতাজি তদন্ত কমিটি কমিশন এবং অনুসন্ধান হয়েছিল। বেশি ভাগ ক্ষেত্রেই বিমান দুর্ঘটনাকে মান্যতা দেওয়া হয়নি। চার রকমের ডেথ সার্টিফিকেট যা বিভিন্ন সময়ে লেখা হয়েছিল, বিমান দুর্ঘটনার সময়ে, বিমান দুর্ঘটনার স্থল এই সব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে অজস্র অসংগতি রয়েছে প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীদের মধ্যে। তথাকথিত চিতাভস্ম তাইওয়ান থেকে প্রায় একমাস পরে নিয়ে আসা হয়েছিল টোকিও-র রেনকোজি মন্দিরে। কাঠের তৈরি শতাব্দী সুপ্রাচীন রেনকোজি বৌদ্ধ মন্দিরটি ১৯৮৯ সালের ৪ সেপ্টেম্বর বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হয়ে যায়। এরপর ওই মন্দির পুনর্গঠনের পর কেউ বা কারা কারোর আধ পোড়া হাড়গোড় কাঠের বাক্সের মধ্যে ওখানে রেখে দিয়ে আসে। এমনকি ওই কাঠের বাক্সে চকচকে ব্রাউন পেপারে মুড়ে রাখা হয় কারোর ছাই। ভস্ম থেকে পরিবর্তিত এই হাড়গোড়ের ডিএনএ টেস্টের জন্য হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন দাবিদার পরিবারের একাংশ। নেতাজি তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি মনোজ মুখোপাধ্যায় তাইওয়ানে গিয়ে কোনও নথিপত্রে ওই দিন বিমান দুর্ঘটনার কোনও তথ্য খুঁজে পাননি। এমনকি নেতাজি তদন্ত কমিশনে ফরেনসিক এক্সপার্ট ডঃ বিজয় কাশ্যপ জানিয়েছিলেন চিতাভস্মের ডিএনএ টেস্ট হয় না। খুব স্বাভাবিক ভাবেই বিচারপতি এই মিথ্যা চিতাভস্মকে গুরুত্ব দেননি। কারণ যেখানে কোনও বিমান দুর্ঘটনাই ঘটেনি সেখানে ডিএনএ টেস্টের অবৈজ্ঞানিক ভাবনাকে গুরুত্ব দেননি। তবুও মিথ্যা হইচই আজও চলছে। এই প্রহসন বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। দিনের পর দিন সত্য জেনেও পরিবারের একাংশ যে মিথ্যাচার করে যাচ্ছেন তা অমার্জনীয় অপরাধ। জাতির কাছে তাদের ক্ষমা চাওয়া প্রয়োজন। কেন কি উদ্দেশ্যে কার চিতাভস্ম পুনর্গঠিত রেনকোজি মন্দিরে রেখে এসেছিলেন তার জবাব ভারতবাসীর কাছে পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। যতদিন না দাবিদারদের চিতাভস্ম রহস্য উন্মোচিত না হচ্ছে ততদিন ওই কাঠের হাড়গোড় সম্বলিত বাক্সটি সংরক্ষণ করা হোক। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া হয় ওই হাড়গোড়ের সঙ্গে বসু বাড়ির ডিএনএ মিলে যাচ্ছে তখনও প্রমাণিত হবে না ওই গুলি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর কারণ নেতাজির ডিএনএ ম্যাপ কিংবা কোনও জৈবিক বস্তু সংরক্ষিত নেই। বসু বাড়ির বহু সদস্য প্রয়াত হয়েছেন তাদের হাড়গোড় সংগ্রহ করা আদৌ কষ্টসাধ্য নয়। সুতরাং দাবিদার একাংশের মুখ ও মুখোশ উন্মোচনের জন্য চিতাভস্ম নিয়ে তদন্ত শুরু করা উচিত।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র ষোল

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য
ব্যূহ রশ্মীন সমূহ তেজো।
যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি ।।১৬।।

অনুবাদ

হে প্রভু, হে আদি কবি ও বিশ্বপালক, হে যম, শুদ্ধ ভক্তদের পরমগতি এবং প্রজাপতিদের সুহৃদ– কৃপা করে আপনার অপ্রাকৃত রশ্মির জ্যোতি অপসারণ করুন যাতে আপনার আনন্দময় রূপ আমি দর্শন করতে পারি। আপনি সনাতন পুরুষোত্তম ভগবান। সূর্য ও সূর্যকিরণের সম্বন্ধের মতো আপনার সাথে আমি সম্বন্ধযুক্ত।

তাৎপর্য

প্রতিপালক ও সুহৃদরূপে অভিহিত হন, তাই পরমতত্ত্ব নির্বিশেষরূপে গণ্য হতে পারে না। এটিই হচ্ছে শ্রীঈশোপনিষদের নির্দেশ। এই মন্ত্রে পূষণ শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পূষন্ প্রতিপালক কথাটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কেন না যদিও ভগবান সকল প্রাণীদের প্রতিপালন করেন, তবুও– তিনি বিশেষভাবে তাঁর ভক্তদেরকে প্রতিপালন করেন। নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি অতিক্রম করবার পর এবং ভগবানের সবিশেষ সর্বমঙ্গলময় রূপ দর্শন করে, ভক্ত পরমতত্ত্বকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেন। ভগবৎ–সন্দর্ভে শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন– 'পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে পরমতত্ত্বের পূর্ণ ধারণা উপলব্ধি করা যায়, কারণ তিনি হচ্ছেন সর্বশক্তিমান এবং সমস্ত অপ্রাকৃত ক্ষমতার অধিকারী। ব্রহ্মজ্যোতির মধ্যে পরমতত্ত্বের পূর্ণ শক্তি উপলব্ধি করা যায় না; তাই ব্রহ্ম–উপলব্ধি হচ্ছে পুরুষোত্তম ভগবানের কেবলমাত্র আংশিক উপলব্ধি। হে জ্ঞানবান ঋষিগণ, ভগবান শব্দের প্রথম অক্ষরটি দুটি কারণে তাৎপর্যপূর্ণ– প্রথমতঃ 'যিনি সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করেন' এই অর্থে এবং দ্বিতীয়তঃ 'অভিভাবক' অর্থে। দ্বিতীয় অক্ষর (গ) অর্থ পথ প্রদর্শক, পরিচালক বা স্রষ্টা। ব শব্দটি ইঙ্গিত করছে যে, সমস্ত জীবেরা তাঁর মধ্যে বাস করে এবং তিনিও সমস্ত জীবের মধ্যে

ফেসবুক বার্তা

১৯৮৩ বিশ্বকাপ জেতার পর বিসিসিআই এর কাছে যথেষ্ট অর্থ ছিল না খেলোয়াড়দের উপহার দেওয়ার মতো, সেই মুহূর্তে লতা মঙ্গেশকর নিজে এগিয়ে আসেন এবং একটি অনুষ্ঠান করে ২০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে বিসিসিআই কে দেন, খেলোয়াড়দের উপহার দেওয়ার জন্য। তবে তিনি এর জন্য একটা টাকাও নেননি।

অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু : বাজেট

অমিতাভ সেন

চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু, সাহস বিস্তৃত বক্ষপট–এবার ফিরাও মোরে কবিতায় এই রকম কয়েকটি ছত্র রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন। আবার বিবেচনায় প্রথম পংক্তিটি নরেন্দ্রজীর সমগ্র অর্থনৈতিক যাত্রা পথের (শুধু কোনো বার্ষিক বাজেট নয়) এক লাইট হাউস। স্বাধীনতার ৭৫ বছর অমৃত মহোৎসব বৎসরে নির্মলাজীর বাজেটে দিগদর্শন রয়েছে–স্বাধীনতার শত বৎসরে ভারতের সার্বিক পরিস্থিতি (আর্থিক, সামাজিক, বৈশ্বিক সকল ক্ষেত্রে) কিরকম হবে তারই রূপরেখা এই বাজেটে।

আমেরিকা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। ১৯১৩ সাল থেকে গোটা দেশে তারা রাস্তার জাল বেছাচ্ছিল, তার সঙ্গে উন্নত বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। আটশো বছরের পরাধীনতা ভারতবর্ষের স্বাভিমানে ভয়ংকর আঘাত করেছে। যার ফলে শিল্প বিপ্লবের তিনটি পর্যায় কেটে গেলেও আমরা তার সুযোগ নিতে পারিনি। ভারতবর্ষ নদীমাতৃক, তিনদিকে সমুদ্র ঘেরা দেশ। এই বিস্তৃর্ণ জলপথের কোনও ব্যবহারই করা হয়নি। স্বর্গত অরুণ জেটলি পার্লামেন্টে আইআইটি মুম্বাইয়ের সার্ভে রিপোর্ট উল্লেখ করে বলেছিলেন, উৎপাদনের খরচ যতো, কনজ্যুমারের কাছে পণ্য পরিবহনের খরচও ততো। মুম্বাই থেকে লন্ডন জলপথে কোনো পণ্য পরিবহনের খরচ এক টাকা হলে, স্থলপথে দিল্লি পাঠাতে খরচ হয় ছয় টাকা। তার ওপর আছে এয়ার পলুসন। পূণ্যশ্লোক অটলজী স্বর্ণিল চতুর্ভূজ প্রজেক্টের পর নদীগুলি জুড়ে দেবার কল্পনা করেছিলেন– উদ্দেশ্য ছিল সৌরশক্তি ব্যবহার করে জাহাজ চালানো। যাতে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন উভয়ই হয়। রাহুল গান্ধীর মতো অর্বাচীনের উপদেশ মতো ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন সেই পরিকল্পনা ঠাণ্ডা ঘরে পাঠিয়ে দেয়। আর সেই কংগ্রেস মহগাই এর প্রশ্ন তুলছে।

পিএম গতিশক্তি সংকল্প উত্তরাধিকার সূত্রে অটলজীর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার একটি প্রয়াস। নির্মলাজী এই প্রোজেক্টএর সেভেন ইঞ্জিন বলতে : হাইওয়ে, রেলওয়ে, এয়ারপোর্ট, সীপোর্ট, গণপরিবহন, জলপথ, লজিস্টিকস– এই গুলিকে চিহ্নিত করেছেন। একটু সাধারণ বুদ্ধি প্রয়োগ করলে এই সেভেন ইনজিনসএর কার্যকারিতা বোঝা যাবে। আমরা গ্রামে দেখেছি এক আনায় দুগণ্ডা (অর্থাৎ ৮টি) ডিম (হাঁসের) কিনে দালাল ফড়েরা শহর বাজারে তিন আনায় বিক্রি করত। গ্রামে উপজাত সকল বস্তু দুধ, মাছ, শসা সকলের ক্ষেত্রেই এই বঞ্চনাটা চরম সত্য। কারণ তখন গ্রাম সড়ক যোজনা ছিল না। যে কোনো রকম কৃষি কাজে লাভজনক ছিল না। সক্ষম চাষি গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে অদক্ষ মজুরে পরিণত হতো। এতে কৃষিরও ক্ষতি ইন্ডাস্ট্রিরও যথেষ্ট উপযোগী নয়। আজ কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও টেকনলজির অনেক প্রয়োগ হচ্ছে। ড্রোনের মাধ্যমে কৃষি জমির ম্যাপিং ও মালিকানা নিধারিত হচ্ছে। যাতে প্রান্তিক চাষিরাও পঞ্জাব, হরিয়ানার কুলাক জোতদারদের মতো ব্যাঙ্ক ঋণের সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হয়। আইসিএআর গবেষণার মাধ্যমে কৃষিকাজ ও তৎ সম্বন্ধীয় সমস্যার সমাধান মোবাইলে কৃষকদের অবগত করছে। সোলার প্যানেলের (জমির বর্ডারে স্থাপন করে) সস্তায় বিদ্যুৎ লাভ এবং উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ ন্যাশন্যাল গ্রিডে বিক্রি করে উপার্জনের সুযোগ রয়েছে। আখের ছিবড়ে এবং পরালি থেকে ইথানল প্রস্তুত করে জ্বালানির সঙ্গে ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অন্যথায় লেভি ধার্য করা হয়েছে। এই বাজেটে প্রস্তাব এসেছে গঙ্গানদীর দুই ধারে ৫ কিমি জমি অর্গানিক কৃষিক্ষেত্র হিসেবে পরিগণিত হবে। ড্রেজিং করে গঙ্গার পলিমাটি এই জমিতে সার হিসেবে ব্যবহার করা হবে। পলিমাটির থেকে উত্তম জৈব সার পাওয়াই যায় না। সিকিম স্ব–উৎপাদিত জৈব সার ব্যবহার করে রপ্তানি বাড়িয়েছে প্রায় চার গুণ। কৃষক এবং কৃষিশ্রমিকের উপার্জনও সেই অনুপাতে বেড়েছে। তাহলে উপার্জন বাড়ার আরেকটি পথ হচ্ছে রপ্তানি। উন্নত দেশ মাত্র জৈব কৃষি উৎপাদন কেনে। কেমিক্যাল ফার্টিলাইজারের প্রোডাক্ট নয়। উৎপাদন তো হলো, কিন্তু কনজিউমারের ঘরে যদি না পৌঁছায় তাহলে কী হবে? চোখের নজর কম হলে আর কাজল দিয়ে কী হবে?

ওই জন্যই পিএম গতিশক্তি–র

উন্মীলন। বর্তমানে ১.৪ লাখ কিমি হাইওয়ের সঙ্গে ২৫০০০ কিমি রাস্তা ২২–২৩ ভিত্তিবর্ষে তৈরি হবে। খরচ হবে ১.৯১ লাখ কোটি টাকা। এর সঙ্গে রেলওয়ে খাতে ১.৪ লাখ কোটি টাকা খরচ হবে। একই লাইনে দুটি ট্রেনের কলিসন রোখার জন্য স্বদেশে উৎপন্ন কবচ টেকনোলজি ২০০০ কিমি রাস্তায় বসানো হবে। এর সঙ্গে রয়েছে ৪০০টি বন্দে ভারত ট্রেন (৩ বছরে) এবং ১০০টি কার্বোটার্মিনালের কেন্দ্র। করোনা কালে রেলওয়ের কাজ বন্ধ ছিল না। 'ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোর'–এর কাজ অনেকাংশে সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। ২৪ ঘন্টার মধ্যে মুম্বাই থেকে সাত্রাগাছি পর্যন্ত এসি কন্টেনার কৃষি জাত ফসল পৌঁছে দিচ্ছে। ৫০ কেজি বেগুন পর্যন্ত ফিরতি গাড়িতে মহারাষ্ট্র পৌঁছে যাবে। এ সকলই করা হচ্ছে কৃষিকে লাভজনক করার জন্য। ১২০টি প্রত্যাশী জেলা নির্বাচন করা হয়েছে, যেগুলি অন্য জেলা থেকে পেছিয়ে আছে। কেন্দ্র ও রাজ্য যৌথভাবে এই গ্রামীন জেলাগুলিকে এক লাইনে আনা হবে। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া সকল রাজ্যে এই যজ্ঞে উৎসাহ দেখিয়েছে। ই–নাম–এর মাধ্যমে কৃষক তার পণ্য মার্কেটিং করতে পারবে। কৃষি বেকারত্ব দূরীকরণের একটা বড়ো উপায়। ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি থেকে কেউই পলায়ন করতে চায় না। কৃষি কাজে লক্ষ্মীলাভ করতে হবে এবং গ্রামীণ জীবনে আধুনিকতার ছোঁওয়া লাগাতে হবে।

এই কারণে ইন্টারনেট কেবিল স্থাপন করা হবে ১০০ দিনের কাজের মাধ্যমে। গ্রামে ইন্টারনেট সার্ভিস সুলভ হবে। ডিজিট্যাল ইউনির্ভার্সিটি স্থাপন করা হচ্ছে। এতে কৃষক সন্তান অনেক স্ট্রিমে পড়াশুনো করতে পারবে– 'গোমুখ্যু চাষা' এই অপবাদ সইতে হবে না। শুধু সমতল বাসী, বনবাসীদের জন্য নয় গিরিজনদের জন্যই মোদীজির পরিকল্পনা আছে। দূর সীমান্তবর্তী পাহাড়ি গ্রামে ট্যুরিজমের সম্ভাবনা প্রবল। বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন এগুলিকে রাস্তার মাধ্যমে যোগ করা হচ্ছে। এর সঙ্গে থাকছে রোপওয়ে, নীতিন গডকরীজি বলেছেন এবছর পিপিপি মডেলে ৬০ কিমি রোপওয়ে তৈরি হবে। হসপিটালিটি ২.৭ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। হোম স্টে পদ্ধতির মাধ্যমে গিরিজন পরিবার সমতল বাসীর সঙ্গে একাত্ম হবে। করোনাকালে ট্যুরিজম ব্যবসা ভীষণ মার খেয়েছে। এই সেক্টরে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট–এর সম্ভাবনা আছে।

এই বাজেটের কার্ডিনাল প্রপোজাল হলো ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবছর ক্যাপিটাল এক্সপেনডিচার ৭.৫ লাখ কোটি টাকা (২১–২২এ ৫.৫ লাখ কোটি।) এর সঙ্গে রাজ্যগুলিকে দেওয়া হবে ৪ লাখ কোটি, অর্থাৎ মোট ক্যাপেক্স ১১.৫ লাখ কোটি টাকা। যেখানে ঘাটতি নির্ধারণ করা হয়েছে জিডিপি–র ৬.৮%–এর মতো। গোটা বাজেটের ডাইমেনশন ৩৯.৪ লাখ কোটি টাকা। এই বাজেট কোনও পপ্যুলিস্ট ইনস্ট্রুমেন্ট নয় যদিও পাঁচটি প্রদেশে নির্বাচন চলছে। এই ক্যাপেক্সএর একটা বড়ো 'সানরাইজ এরিয়া অফ গ্রোথ'–এ অর্থাৎ এমএসএমই সেকটরে বিনিয়োগ করা হবে। ১৩০ লক্ষ এমএসএমই ইউনিটের প্রভূত উপকার হবে এই একটা বড়ো সিদ্ধান্ত থেকে। ডিফেন্স বাজেটের ৬৪% এমএসএমই গুলি থেকে ক্রয় করা হবে। ২০০ কোটি টাকা পর্যন্ত সব টেন্ডার ন্যাশনাল লেভেলে বিড করা হবে, অর্থাৎ গ্লোবাল বিডিং হবে না ২০১৪–এর আগে স্টার্টআপ–এর সংখ্যা ছিল ৫০০ টি আজকে ৭০০০ সংখ্যা। আগে মোবাইল উৎপাদক–এর সংখ্যা ছিল দুইটি আজকে দুইশত। ইউনি কর্ন–এর সংখ্যা শতাধিক। এগুলি এমএনসি হবার (মাল্টিন্যাশনাল কাম্পানী) সম্ভাবনা রাখে। ২০১৪ আগে রপ্তানি হতো ২.৮৫ লাখ কোটি টাকার। আজকে ৪৭০০০ লাখ কোটি টাকার। ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ ছিল ২৭৫ বিলিয়ন ডলার, আজকে ৬৩০ বিলিয়ন ডলার। এই সম্পদ আহরণে এমএসএমইর এবং কৃষি উৎপাদনে যে বিশাল প্রগতি হয়েছে, তার একটা সুস্পষ্ট অবদান আছে।

আমরা সুভাষচন্দ্রের রচনাবলী পড়লে দেখব গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নয়নে তাঁর বিশ্লেষণ কতো বাস্তব। স্বাধীনতা লাভের পঞ্চাশ বছর পর পর্যন্ত প্রান্তিক চাষিদের 'জরু–গরু' কুসীদজীবির কাছে বন্ধক রাখতে হতো। ব্যাঙ্কের দুয়োর পর্যন্ত পৌঁছানোর ক্ষমতা তাদের ছিল না। মোদীজী জন–ধন যোজনার মাধ্যমে তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট হয়েছে, কিষাণ ক্রেডিট কার্ড এক চরম বাস্তব ঘটনা। বীজ বপন সময়ে দুই হাজার টাকা কিরে তিন কিস্তিতে ছয় হাজার টাকার অনুদান প্রান্তিক চাষিদের অনেক স্বাবলম্বী করেছে অখণ্ড ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী বর্তমান প্রধান সেবককে অবশ্যই আশীর্বাদ করবেন। কিন্তু বহু গ্রামে তো ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ নেই। রেলওয়ে মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন দেড় লাখ পোস্ট অফিস ও আট হাজার রেল স্টেশনকে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কিং সিস্টেম–এর সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে। এই প্রচেষ্টাকে তিনি 'গেম চেঞ্জার' বলেছেন।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যে খেলা বামাচারীরা শুরু করেছিল। সেই খেলার মূল ফরোয়াড প্লেয়ার আজকের সিএম (এখন উত্তর প্রদেশে খেলা হবে বলছেন)। ৭৭–৭৮–এর ভূমি সংস্কার, পরবর্তীকালে অপারেশন বর্গা কৃষি উৎপাদনের ভয়ংকর ক্ষতি করেছে। আজকে পশ্চিমবঙ্গে এক লপ্তে পাঁচ বিঘা জমির দেখা পাওয়া যায় না, পঞ্জাব–হরিয়ানাতে যা অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। এক বিঘা, ১০ কাঠা জমিতে ট্রাক্টর বা উন্নত যন্ত্র সম্যক ক্রিয়াশীল নয়। তাই এই হাড় জিজিরে বলদ, নড়বড়ে হাল–এর আগে উৎপাদন আমরা বাড়াতে পারলাম না। আমিরুল মোল্লার একুশ বিঘের বাকুড়ি ছিল। তার ৩টি বিবি, সাতটি পোলাপান। তার এন্তেকালের পর আল তুলে একলপ্তের বাকুড়ি (জমি) ভাগ হলো। এতে উৎপাদনশীলতা বাড়লো না কমলো? এর ওপর রয়েছে অপারেশন বর্গার উপদ্রব। জমির ২৫%–এর মালিক ভাগচাষি। এত ধাক্কা সামনে যেটুকু ফসল ঘরে উঠলো তার ওপর খবরদারি চালাবে তৃণমূলী নামক অদ্ভুত প্রাণী। এ ঠিক করে দেবে চাষির ফসলের কুইন্টাল প্রতি মূল্য কত। যার ধন তার নয় নেপোয় মারে দই। আজকে এমএসপি ২.৩৭ লাখ কোটি টাকার। কিন্তু সারা ভারতে কৃষিজাত পণ্যের মোট মূল্য ২৩ লক্ষ কোটি টাকার। সরকার তো সব পণ্য কিনবে না। কৃষককে খোলা বাজারে পণ্য সাপ্লাই করতেই হবে। কিন্তু 'জড়ায়ে আছে বাধা'...।

লেখক কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট

গোপাল শ্রীমহেশপণ্ডিত

নির্মল গোস্বামী

পর্ব–৫

নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ির কাছে দুই ব্রাহ্মণের বাস ছিল একজনের নাম হিরণ্য ভাগবত ও অন্যজন জগদীশ পণ্ডিত। আমরা জানি শিশু বয়স থেকেই নিমাই তার দেবমহিমার নিদর্শন দেখাত নানান সময়ে। শিশু নিমাইকে পাড়া প্রতিবেশি সকলেই অত্যন্ত স্নেহ করতেন। এবং তার শিশু সুলভ দৌরাত্ম্য খুশী মনে মেনে নিত। নিমাইয়ের বয়োক্রম তখন বড় জোর চার হবে। একদিন সকালে নিমাই কান্না জুড়ে দিল। কেউ চুপ করাতে পারছে না। শিশু নিমাই যখন কাঁদত তখন তার চোখ দিয়ে এতো জল ঝরত তা দেখে পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হত। নিমাইয়ের কান্না থামাবার জন্য শচী দেবী ও জগন্নাথ বহু চেষ্টা করতে লাগলেন। কী হয়েছে বাবা তোমার কী চাই বল? তখন নিমাই বলল আজ হিরণ্য ভাগবত ও জগদীশ পণ্ডিতের ঘরে গোপালের জন্য যে একাদশীর নৈবেদ্য আছে তাই সে খাবে। এই শুনে শচীদেবী বলল ও কী কথা বাবা, ও যে দেবতার ভোগ তুমি কেমন করে খাবে বাবা! এখনও দেবতার পুজো হয়নি। তার পরিবর্তে নৈবেদ্য যা যা আছে তাই তোমাকে বাজার থেকে এনে দেওয়া হবে। কিন্তু নিমাই না ছোড় ব্রাহ্মণদের পুজোর নৈবেদ্যই তার চাই। ক্রমে ক্রমে শচী অঙ্গনে প্রতিবেশি ভিড় বাড়ল। ওই ব্রাহ্মণদ্বয়ও কৌতুহলবশত এসে হাজির হল। তাঁর সবশুনে ভাবলেন এ ছেলে সাধারণত ছেলে নয়। আর অতটুকু বাচ্ছা কেমন করে জানল যে আজ একাদশী! তাদের মনে

হল তাদের সিংহাসনের ঠাকুরই যেন নিমাইরূপে তাদের নৈবেদ্য খেতে চাইছে। তাঁরা ভাবলেন নিমাই খেলেই গোপালের খাওয়া হবে। তখন তারা তাদের ঠাকুরের নৈবেদ্য এনে নিমাইয়ের সামনে দিল। নিমাই কান্না থামিয়ে কতক খেলো, কতক ছড়াল, কতক গায়ে মাখল। এই ঘটনা যখন ঘটে তখন জগদীশের সঙ্গে জগদীশের ভাই মহেশ পন্ডিতও উপস্থিত ছিলেন। তিনিও শিশু নিমাইয়ের মহিমায় বিস্মিত হয়েছিলেন। তার বয়োক্রম তখন আনুমানিক ২০ হবে।

বৃন্দাবনে কৃষ্ণের অনুচরদের চার ভাগে ভাগ করেছেন বৈষ্ণব আধিকারিকগণ। এই চার শ্রেণির মধ্যে সবচেয়ে কাছের লোক ছিলেন প্রিয় নর্ম সখাগণ। মহাবাহু ছিলেন তেমনি কৃষ্ণের প্রিয় নর্ম সখা। তিনিই নদিয়া লীলায় এলেন শ্রীমহেশ পণ্ডিত রূপে। মহেশ পণ্ডিতের বিস্তৃত জীবনের ইতিহাসের আকাল থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সূত্র মারফত যতটুকু জানা যাচ্ছে তা হল অধুনা বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলার গৌঘাটে বাস করতেন শ্রীকমলাক্ষ বন্দোপাধ্যায়। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল ভাগাবতী দেবী। ভাগাবতী দেবীর কোল আলো করে পরপর দুই পুত্র সন্তান এলো। বড় জগদীশ আর ছোট মহেশ। যথা নিয়মে সময় বয়ে চলে। জগদীশ উপযুক্ত হলে কমলাক্ষ অনেক খোঁজ খবর করে এক সৎ ব্রাহ্মণ কন্যার সঙ্গে জগদীশের বিবাহ দিলেন। এই কন্যার নাম হল দুঃখিনী। কিছুদিন পর হঠাৎই একদিন কমলাক্ষ ইহ জগতের মায়া কাটিয়ে পরমধামে গমন করলেন। এবং এর অনতিকাল পরেই ভাগ্যবতী দেবীও স্বামীর অনুগামীনী হল। দুঃখিনীর কাছে সংসার শূন্য মনে হতে লাগল। এই দেশ, ঘরবাড়ি সবকিছুই তার কাছে অর্থহীন মনে হল। তিনি এক দিন স্বামী জগদীশকে বললেন তর মনের কথা। দুঃখীনীর ইচ্ছা হল গঙ্গাতীরে বসবাস করার।

জগদীশও স্ত্রীর মনোবেদনা বুঝে ভাই মহেশকে দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্তের কথা জানালেন। মহেশও রাজী হলে এক শুভ দিনে তাঁরা গৌঘাট ত্যাগ করে গঙ্গাবাসের বাসনায় নবদ্বীপে এসে হাজির হলেন। জগদীশের পরিবার শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের বাড়ির পাশেই নতুন করে সংসার পাতলেন। সেই জন্যই তাঁরা নিমাইয়ের বাল্যলীলার সাক্ষী হতে পেরেছিলেন। শুধু বাল্য লীলাই বলব কেন। নিমাইয়ের বেড়ে ওঠা ও তার সন্ন্যাস গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যে পরিণতির প্রত্যেকটা পর্বকে এই দুইভাই সামনে থেকে অনুভব করেছেন। নিমাইয়ের নবদ্বীপ ত্যাগে অনেকের মতো জগদীশও মুহ্যমান হয়ে পড়েন। নিমাইহীন নবদ্বীপ জগদীশের কাছে কাঁটার মতো বিঁধতে থাকল। তিনি ভাই মহেশকে স্ত্রী দুঃখিনীর জিম্মায় রেখে শ্রীক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করেন। নীলাচলে মহাপ্রভুর কৃপা পেয়ে তিনি যশোড়ায় এলেন। এখানে জগন্নাথ বিগ্রহ স্থাপন করে পূর্জা অর্চনা শুরু করেন। কিছুকালের মধ্যেই স্ত্রী ও ভ্রাতাকে যশোড়ায় এনে বসবাস করতে লাগলেন। এবার দাদা বৌদির একান্ত ইচ্ছায় বিয়ে হল মহেশের। অপুত্রক শ্বশুর মশাই মহেশকে নিজ গৃহে এনে রাখলেন। কিন্তু কীর্তন প্রসঙ্গ বিহীন শ্বশুর ঘরে মন টিকল না মহেশের। অগ্রজের সাহচর্যের জন্য প্রাণ আকুলি বিকুলি করতে লাগল।

ওদিকে একদিন মহাপ্রভু সহ নিত্যানন্দ যশোড়ায় এলেন এবং রাত্রিবাস করলেন। বিধির বিয়োগে পরদিন মহেশপণ্ডিত যশোড়ায় এলেন প্রাণের টানে। কথিত আছে এই সময় মহাপ্রভুর আদেশে মহেশকে দীক্ষা দিলেন নিত্যানন্দ প্রভু। এই ভাবে মহেশের উত্তরণ ঘটল নিত্যানন্দগণের। গৌর নিতাই দুই ভায়ের সেবায় প্রীত হয়ে নীলাচলের পথে গমন করলেন। এরপর জগদীশ মহেশ দুইভাই নীলাচলে গিয়ে গৌর–নিতাই সান্নিধ্যে বসবাস করলেন। অনুমান করা যায় যে গৌরাঙ্গ যখন নিত্যানন্দকে গৌড়বঙ্গে নাম প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন, তখন নীলাচল থেকে নিত্যানন্দের সঙ্গেই জগদীশ ও মহেশও গঙ্গাতীরবর্তী সমৃদ্ধনগর পণ্যহট্ট বা পানিহাটিতে এসে ছিলেন। কারণ দণ্ড মহোৎসবের সময় নিত্যানন্দের পাশে আমরা মহেশ পণ্ডিতকে দেখতে পাই।

শ্রীমান নিত্যানন্দের মানব সেবার মাধ্যমে আত্মোপলব্ধি তত্ত্বকে রূপদান করার জন্য যশোড়ার অদূরে নসিপুরে এসে বাস করতে থাকলেন। এখানে তিনি গঙ্গাতীরে মন্দির নির্মাণ করে নিতাই গৌর বিগ্রহের সাথে সাথে রাধা–মদনগোপাল ও শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠা করে সেবা–পূজার্চনাদি শুরু করেন। এই সময় থেকেই দাদার এবং নিজের সংসারের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। নিত্যানন্দ প্রভুর অদর্শনের পর মহেশ পণ্ডিত একবার গুরুপীট ও গুরু সেবিত শ্রীঅনন্ত দেবের মূর্তি দর্শনের জন্য খড়দহে এসেছিলেন। নিতাই চাঁদের পরিজনদের সঙ্গে কিছুদিন কাটিয়ে ফিরে যান নিজের আশ্রয়ে।

একসময় গঙ্গার ভাঙন ভয়াল রূপ ধরলে তিনি মসীপুর থেকে বিগ্রহসহ পীঠ স্থানান্তরিত করেন সুখ সাগরে। এই সুখ সাগরেই তিনি মর্ত্য লীলা সংবরণ করেন। রাজশাহী জেলা খেতুরীতে যে বৈষ্ণব সঙ্গীতি সাম্মেলন হয়েছিল সেখানে মহেশ পণ্ডিতের অনুপস্থিতি জানান দেয় আগেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। নিরন্তর গঙ্গার ভাঙনের ফলে তাঁর একান্ত সেবক ও সেবাইতরা বিগ্রহ সহ পীঠ বেলডাঙায় আনেন তারপর বেলডাঙা থেকে নদিয়ার পালপাড়ায় স্থায়ী পীঠ নির্মাণ করে সেবাইতরা। এখানে মহেশ পণ্ডিতের অস্থি কলস বিভিন্ন সময়ে বিগ্রহ সহ স্থানান্তরিত হয়। মহেশ পণ্ডিতের তিরোভাব তিথিতে সেবাইত পরম্পরা উৎসব উদ্‌যাপন করে আসছেন। আজও অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে তাঁর স্মৃতি মহোৎসব আয়োজিত হয়। বহু বৈষ্ণব ভক্ত এতে অংশ নেন।

অভিযোগে বিদ্ধ মনোনয়ন

অভীক মিত্র : বুধবার বোলপুরে বিজেপি প্রার্থীদের দোকানে আটকে রেখে মনোনয়ন জমা দিতে বাধার অভিযোগ উঠলো তৃণমূলের বিরুদ্ধে। প্রার্থীদের এসে উদ্ধার করেন বিজেপি রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। বিজেপি আইনজীবী পার্থসারথি ভট্টাচার্যকে তুলে নিয়ে গিয়ে সবুজ আবীর মাখিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো তৃণমূলের বিরুদ্ধে। সিউড়ি পুরসভার ৪ নং ওয়ার্ডে তৃণমূলের ব্যানার ছেঁড়ার অভিযোগ উঠল। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বোলপুর-এর ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাম প্রার্থী সোমনাথ সৌ-র ফ্লেক্স ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ উঠেছে। ৬ ফেব্রুয়ারি রাত এগারোটা নাগাদ সাঁইথিয়া একনম্বর ওয়ার্ডে জেলা বিজেপি কোষাধ্যক্ষ উদয়শঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের বাড়ির দরজা,জানলার কাঁচ,উঠোনের বেসিন ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠলো তৃণমূলের বিরুদ্ধে। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল।

পুরসভা দখল তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাঁইথিয়া পুরসভার ষোলোটি ওয়ার্ডের মধ্যে তেরোটি ওয়ার্ডে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়ে সাঁইথিয়া পুরসভা দখল করল তৃণমূল। বোলপুর পুরসভার বাইশটি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৩ ও ১৯ নং ওয়ার্ড এবং সিউড়ি পুরসভার একুশটি ওয়ার্ডের মধ্যে আট নং ওয়ার্ডে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয় তৃণমূল। সাঁইথিয়া পুরসভার এক,চার ও বারো নং ওয়ার্ডে মনোনয়ন জমা দিয়েছে সিপিএম প্রার্থীরা। প্রার্থী দিতে না পারার জন্য তৃণমূলের সন্ত্রাসকে দায়ী করেছে বিজেপি ও বামেরা। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল।

গৃহযুদ্ধ কী শুরু

প্রথম পাতার পর

ইতিমধ্যেই বজবজ, সাঁইথিয়া, দিনহাটা তিনটি পুরসভা দখল করেছে তৃণমূল। তবে বিরোধীরা অভিযোগ করছে নির্বাচনের নামে প্রহসন হচ্ছে। কারণ বিরোধীদের মনোনয়ন জমা করতেই দেওয়া হয়নি। বিরোধীদের দাবি কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করতে হবে। তৃণমূলের যুব নেতা সম্প্রতি তাঁর ফেসবুকে একটি পোস্ট করেছেন, যা ইতিমধ্যেই আলোড়ন তুলেছে। তিনি লিখেছেন, ব্যক্তিগত স্বার্থে কিছু মানুষ ভোটে অশান্তি করেন। পুলিশকে ১০০ শতাংশ ফ্রিহ্যান্ড দিতে হবে। প্রয়োজনে বিধানসভার দ্বিগুণ সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট হোক। এরই সঙ্গে ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত ভোটের কথা মনে করিয়ে তিনি লিখেছেন, 'আরেক বার ২০১৮ হলে আরেকটা ২০১৯ কিন্তু সময়ের অপেক্ষা।'

অন্য একটি সূত্রের খবর গোয়ায় এখন তৃণমূলের হয়ে ভোটে ব্যস্ত আছেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী। তিনিও নাকি যথেষ্ট বিরক্ত সম্প্রতি ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করে। তিনি নাকি অত্যন্ত ব্যথিত এবং অভিমানী হয়েছেন। খুব শীঘ্রই তাঁর মতামত জানিয়ে তিনি নাকি নিজেকে গুটিয়ে নিতে চান। তবে অভিষেক কী করবেন বা বলবেন সেটা আগামী দিনে দেখা যাবেন। কিন্তু অনেকেই বলছেন পিসি ভাইপোর মধ্যে যে একটা দূরত্ব বা মতানৈক্য চলছে এটা এখন সকলেই অনুভব করছেন। আবার বিরোধীরা বলছে এ সবই নাটক তৃণমূলের সন্ত্রাসের বিষয়টিকে চাপা দিতে এসব ইচ্ছাকৃত ভাবে করা হচ্ছে।

তৃণমূলের দখলে

প্রথম পাতার পর

প্রসঙ্গত মমতা ব্যানার্জী নির্দেশিত তৃণমূল প্রার্থী তালিকায় যে নাম ছিল, তারাও কয়েকজন বাদ পড়েছেন। মনোনয়ন দিতে গিয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। ৯ ফেব্রুয়ারি বিকালে বজবজের পর্যবেক্ষক জাহাঙ্গীর খান ও অশোক দেব এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন। জাহাঙ্গীর খান বলেন মমতা ব্যানার্জী ও অভিষেক ব্যানার্জীর উন্নয়ন দেখে ১২টি ওয়ার্ডে বিরোধীরা প্রার্থী হতে চাননি। বজবজ পুরসভা তৃণমূল জয়লাভ করল, সেজন্য তিনি বজবজবাসীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আরও বলেন, আশা করা যায় ৮টি ওয়ার্ডের বিরোধী প্রার্থীরাও হয়তো সরে যেতে পারেন। সন্ত্রাস প্রসঙ্গে বলেন, যদি আমরা তাই করতাম তাহলে ৮টি ওয়ার্ডে বিরোধীরা প্রার্থী দিল কীভাবে। অশোক দেব বলেন, বিরোধীরা যদি প্রার্থী দিতে না পারে তার জন্য আমরা কী করব?

৩৫টি ওয়ার্ডে ৩৮টি মনোনয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহেশতলা পুরসভার ৩৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে মোট ৩৮ জন তৃণমূল কংগ্রেসে মনোনয়ন করেছিলেন গত ৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও সুব্রত বক্সীর স্বাক্ষর করা তৃণমূল প্রার্থী তালিকা অনুযায়ী ২০, ২২, ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে মনোনয়ন দেন শুভ্রা চক্রবর্তী, সঞ্জয় বেজ এবং জগন্ময় পাল। আবার অভিষেক ব্যানার্জীর মনোনীত তিন প্রার্থীও ওই একই ওয়ার্ডে তৃণমূলে মনোনয়ন জমা দেন। তারা হলেন রাজিয়া খাতুন, বিকাশ বন্দোপাধ্যায় এবং গোপাল সাহা। সমান্তরাল ভাবে দেওয়াল লিখনও চলতে থাকে। মহেশতলার বিধায়ক দুলাল দাস কারা আসল তৃণমূল প্রার্থী তা জানতে আলিপুরে এসডিও দফতরে ধর্নাতেও বসেন। এরই মধ্যে গত ১০ ফেব্রুয়ারি তৃণমূল নেতা পূর্ণেন্দু বসু দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক ডঃ পি উলগানাথনকে একটি চিঠি দিয়ে জানান, রাজিয়া খাতুন, বিকাশ বন্দোপাধ্যায় এবং গোপাল সাহা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী নয়। অর্থাৎ পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও সুব্রত বক্সীর নির্ণয় করা প্রার্থীকেই মান্যতা দিলেন পূর্ণেন্দু বসু। এখন দেখার সরকারিভাবে কোন প্রার্থীদের মান্যতা দেওয়া হয়। তবে এই প্রসঙ্গে মহেশতলার বিধায়ক দুলাল দাস বলেন, জেলাশাসক ও মহকুমা শাসক সরকারিভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন। আর দলের শীর্ষ নেতৃত্ব যা বলবেন, আমরা তাই করব।

দুলাল বাবু যাই বলুন মনোনয়ন নিয়ে তৃনমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জেরবার প্রশাসন।

নাম পরিবর্তন

আলিপুর ফার্স্টক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখের এফিডেভিট বলে আমি GOBINDA CH. MONDAL ঘোষণা করছি যে, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে (WB2019950006891) উল্লিখিত আমার ভুল নাম MANTU MONDAL–র পরিবর্তে আমার ভোটার কার্ডে (LFB0446211) উল্লিখিত সঠিক নাম GOBINDA CH. MONDAL নামে পরিচিত হইলাম। MANTU MONDAL ও GOBINDA CH. MONDAL এক এবং অদ্বিতীয় ব্যক্তি।

ভাগীরথীর পাড় বাঁধাই শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতি বছর বর্ষা এলেই ভয়াবহ নদী ভাঙনের আতঙ্কে রাতের ঘুম ছুটে যায় এলাকাবাসীর। উথালিপাথালি ভাগীরথী নদীর পাগলপারা স্রোতের হুঙ্কার প্রতি মুহূর্তে ধ্বংস আর মৃত্যুর হাতছানি স্বরণ করিয়ে দেয় পূর্বস্থলী ১ ব্লকের নসরৎপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অসংখ্য মানুষকে। এবার বোধ হয় সেই ভয়াবহ দিনগুলির অবসান হতে চলেছে। সাড়ে দশ কোটির বেশি অর্থ ব্যয়ে আগামী বর্ষার অনেক আগেই এই শীতের ভরা মরসুমে নদী ভাঙন রোধে ভাগীরথীর পাড় বাঁধাইয়ের কাজ শুরু হয়ে গেল। গত ৩০ জানুয়ারি রবিবার ওই ভাঙন বিধ্বস্ত এলাকায় একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নদীর পাড় বাঁধাইয়ের কাজের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দফতরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগে এলাকায় ভুক্তভোগী কয়েক হাজার মানুষ সাময়িকভাবে কিছুটা স্বস্তি ফিরে পেলেও প্রবল বর্ষায় ভাগীরথী নদীর প্রলংকর রোষের মুখে পড়ে এই কোটি টাকার ভাঙন রোধের কাজ কতটা সহায়ক হবে তা নিয়েও স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই যথেষ্টই সংশয়ে রয়েছেন।

পূর্ব বর্ধমান জেলায় ভাগীরথী তীরবর্তী নদী ভাঙন কবলিত এলাকাগুলির মধ্যে অন্যতম পূর্বস্থলী ১ এবং ২ ব্লকের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। তবে, পূর্বস্থলী ১ ব্লকের নসরৎপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পরিস্থিতি সবচেয়ে ভয়ংকর। এই এলাকার মধ্য দিয়ে চলে গেছে উত্তরবঙ্গ তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ। পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনের হাওড়া-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ রেলপথের পাশেই নসরৎপুর এবং জালুইডাঙার সুবিশাল এলাকা। জালুইডাঙায় ডানদিকে কার্যত রেলপথের কোল ঘেঁষে বয়ে

পূর্ব বর্ধমান

চলেছে ভাগীরথী নদী। ভরা বর্ষায় এখানেই নদীর এমনই প্রলয়ংকর রূপ ফুটে ওঠে যা দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা তো বটেই রেলযাত্রীরাও ইষ্টনাম জপতে থাকেন। দিন যায়, মাস যায়, বছর ঘুরে আসে তবুও নসরৎপুর, জালুইডাঙার কয়েক হাজার বাসিন্দার দুঃখের বারোমাস্যা কাটে না। অথচ এলাকাবাসীর এই দুর্দশাসহ গুরুত্বপূর্ণ রেলপথের বিপজ্জনক পরিস্থিতির কথা কেন্দ্র-রাজ্য সরকার দীর্ঘদিন ধরেই জানে। তা সত্ত্বেও এই পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হয়নি। এখানকার নদী ভাঙন রোধের স্থায়ী সমাধান চেয়ে এলাকায় বাসিন্দারা একাধিকবার রেল অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছেন। এলাকাবাসীরা নানাভাবে রেল দফতর সহ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণও করেছেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা থেকে বিধায়ক নির্বাচিত। নসরৎপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চলটি তাঁর নির্বাচন ক্ষেত্রের মধ্যেই পড়ে এবং তিনি এই এলাকার দীর্ঘদিনের জনপ্রতিনিধিই শুধু নন, জননেতা রূপেও তাঁর জনপ্রিয়তা সর্বজনবিদিত। বাম আমলেও স্বপন দেবনাথ এখানকার নদী ভাঙন রোধ নিয়ে আন্দোলন করেছেন। এবার সেই তাঁরই হাত ধরে নদী ভাঙন রোধের কাজ শুরু হল। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, নসরৎপুর জনপদে ১০২০ মিটার এবং জালুইডাঙায় ১০০ মিটার অর্থাৎ সবমিলিয়ে মোট ১৯২০ মিটার ভাগীরথী নদীর পাড় বাঁধাইয়ের কাজ হবে। এই কাজের জন্য আর আইডিএফ-এর ফান্ড থেকে খরচ ধরা হয়েছে ১০ কোটি ৬ লক্ষ ৬৩ হাজার ৯৯৭ টাকা। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ এদিন নদীর পাড় বাঁধাই কাজের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এলাকাবাসীর দুর্দশাকে কথা আরও একবার তুলে ধরেন। এই কাজের মধ্য দিয়ে এবার নদী ভাঙন রোধ করা যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। তবে বর্ষায় ভাগীরথী নদীর প্রলংকর রোষের কবল থেকে জনপদকে রক্ষা করতে এই পাড় বাঁধাইয়ের কাজ কতটা সহায়ক হয় এখন এটাই দেখার অপেক্ষায় এলাকার বাসিন্দারা।

সাজছে কুলতলি

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দরবনের পর্যটনের দিকে বিশেষ নজর দিয়েছে। আর তাই প্রায় ১ কোটি টাকা ব্যয়ে কুলতলির কৈখালি জেটিঘাট সংস্কার সহ সাজানোর কাজ শুরু হয়েছে জোরকদমে। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে অবহেলিত সুন্দরবনের কুলতলির কৈখালি পর্যটন কেন্দ্র। কুলতলির বিধায়ক একদিকে যেমন সুন্দরবনের ঝড়খালি, বনি ক্যাম্প, কলস ক্যাম্পে যান, তেমনই সজনেখালি, দোবাঁকি, সুধন্যখালিতেও যাওয়া যায়। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভরা মরশুমে পর্যটকদের ভিড় বেশি হয় এই জায়গায়। আমফান ও ইয়াস সহ একাধিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর থেকে কৈখালি জেটিঘাট ভেঙে দফারফা হয়ে গিয়েছিল।

গনেশচন্দ্র মণ্ডল ও কুলতলির বিডিও বীরেন্দ্র অধিকারি এই পর্যটনকেন্দ্রের উন্নয়নের জন্য সহায়তার জন্য এগিয়ে এসেছেন। কৈখালি জেটিঘাট সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে জোরকদমে। পাশাপাশি, চারদিকে সাজিয়ে তোলার কাজও শুরু হতে চলেছে। এ ব্যাপারে নিজে দাঁড়িয়ে তদারকির কাজ করছেন কুলতলির বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল। তিনি এ ব্যাপারে বলেন, প্রায় ১ কোটি টাকা ব্যয়ে কৈখালির উন্নয়ন হবে। জেলা পরিষদ, কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতি, বিধায়ক তহবিলের বরাদ্দ অর্থেই এই কাজ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই অনেকখানি কাজ হয়ে গিয়েছে। এই পর্যটন কেন্দ্র মানুষের বেড়ানোর সেরা জায়গা হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশে এই কাজ চলছে। কুলতলি ব্লকের গোপালগঞ্জ পঞ্চায়েতের অধীন এই কৈখালি। সুন্দরবনের কুলতলির প্রাণকেন্দ্র জামতলা থেকে ১৪ কিমি দূরে এই পর্যটনকেন্দ্রটি। মাতলা নদীর ধারে প্রাকৃতিক পরিবেশ পর্যটকদের মুগ্ধ করে। সারা বছর বহু মানুষ এখানে বেড়াতে আসেন। কৈখালি থেকে লঞ্চ বা বোটে চেপে পর্যটকরা নিমপীঠ রামকৃষ্ণ মিশনের লজ ছাড়া পর্যটকদের জন্য আর কোনও থাকার জায়গা নেই। ছিল না নদীর পাড়ে বসার জায়গা, আলোর ব্যবস্থা।আর জেটিঘাটটি ভগ্ন থাকায় অনেক পর্যটক লঞ্চ বা বোটে উঠতে গিয়ে পড়ে গিয়ে চোটও পেয়েছেন। সন্ধ্যার পর জেটিঘাট ধরে লঞ্চ বা বোটে উঠতে গেলে নাকানিচোবানি খেতে হয় পর্যটকদের। এই পর্যটন কেন্দ্র উন্নয়নের জন্য বিধায়ক নিজে যেমন একাধিক জায়গায় দরবার করেছেন। তেমনই বিডিও বারে বারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর, জেটিঘাট যেমন মেরামত করা হচ্ছে, পুরোটাই কংক্রিটের হবে। তেমনই কমিউনিটি শৌচালয় নির্মাণ করা হয়েছে এখানে। খুলে দেওয়া হয়েছে পর্যটকদের জন্য। জেটি ঘাট ও লজের কাছে দু'টি হাইমাস্ট আলো বসানো হবে। পানীয় জলের কলের ব্যবস্থা যেমন থাকবে তেমন নদীর পাড়ে পর্যটকদের বসার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। বিধায়ক এও বলেন, পর্যটকদের রাতে থাকার জন্য কিছু ছোট কটেজ করারও পরিকল্পনাও আছে। সবমিলিয়ে সাজ সাজ রব সারা কুলতলি জুড়ে।

কোটি টাকা জিতলেন ক্ষেতমজুর

নিজস্ব প্রতিনিধি : লটারি কেটে কোটিপতি হলেন এক ক্ষেত মজুর। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার অন্তর্গত তালদি গ্রাম পঞ্চায়েতের বয়ার সিং এলাকায়। কোটিপতি ক্ষেতমজুরের নাম রফিক আলি গাজী।

রাতারাতি কোটিপতি হওয়ায় নিরাপত্তার জন্য ওই ক্ষেতমজুর রাতেই ক্যানিং থানার দ্বারস্থ হয়। পুলিশের তরফে তাদের নিরাপত্তার বিষয়ে আশ্বস্ত করা হয়। কোটিপতি ওই যুবক জানিয়েছে লকডাউনে অনেক টাকা দেনা হয়েছে। কাজ ছিল না। বাড়িতে চাষবাসের কাজ

করে সংসার চালানোর চেষ্টা করি। কী করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। গত জানুয়ারি মাসের ১৫ তারিখ থেকে লটারির টিকিট মাঝে মধ্যে কাটতাম। যদি ভাগ্য পরিবর্তন হয় সেই আশায়। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তালদির একটি লটারির কাউন্টার থেকে ৩৫০ টাকার লটারির টিকিট কিনেছিলাম। এরপর সন্ধ্যা ৬ টা বেজে ২০ মিনিট নাগাদ জানতে পারি আমার কাটা লটারি টিকিটে ১ কোটি টাকা উঠেছে। ঝুঁকি না নিয়ে নিরাপত্তার জন্য থানার দ্বারস্থ হই।

রফিক জানিয়েছেন, খুব কষ্ট করে সংসার চালাতাম। লকডাউনে আয় কম হওয়ায় অনেক টাকা দেনায় জড়িয়ে যাই। লটারির টাকা নিয়ে দেনা শোধ করবো এবং বাড়ি ঘর তৈরি করবো। পরিবারের সকলের জন্য কিছু করবো।'

উল্লেখ্য, ক্যানিং মহকুমা এলাকায় লকডাউনের শুরু থেকে এযাব লটারির টিকিট কেটে কোটিপতি হয়েছেন চারজন।বাসন্তী থানার চড়াবিদ্যার এক মৎস্যজীবী ১ কোটি জিতে কোটিপতি হয়েছেন,সাম্প্রতিক কালে ক্যানিংয়ের হেড়োভাঙা গ্রামের দুই বন্ধু অটোচালক ভরত সিংহ ও বিশ্বজিত সুঁই লটারির টিকিট কেটে যৌথভাবে কোটিপতি হয়েছেন। এবার তালদির ক্ষেত মজুর লটারি টিকিট কিনে জিতলেন কোটি টাকা।

পাচার বন্ধে সক্রিয় বিএসএফ

কল্যাণ রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগনার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে চোরাচালান ও পাচার প্রক্রিয়া যে অব্যাহত, বিএসএফের নজরদারিতে আবার তা প্রমাণিত হল। সম্প্রতি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বাগদা সীমান্তের বিএসএফের ১০৭ নম্বর ব্যাটেলিয়নের জওয়ানদের পক্ষ থেকে বয়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের কুতুলিয়া গ্রামে এক বিশেষ অভিযান চালানো হয়। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, ১০৭ নং ব্যাটেলিয়নের গোয়েন্দা শাখার নির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে চালানো এই অভিযানে ৩৩৭৫ বোতল ফেন্সিডিল, ৬ কেজি গাজা ও ২টি গাড়ি উদ্ধারের পাশাপাশি এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। বিএসএফের জনৈক উর্দ্ধতন কর্মকর্তা জানান, নির্দিষ্ট

খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে উদ্ধারকৃত মালামাল বাজেয়াপ্ত করে সেগুলি মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরো, কলকাতার হাতে তুলে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে তুলে দেওয়া হয় আটক ব্যক্তিকেও। সূত্র জানায়, আটক ব্যক্তির নাম কৃষ্ণপদ পাল (৩১), তার বাবার নাম রাজকুমার পাল। বাগদহের বাসিন্দা সে। জেরায় কৃষ্ণপদ স্বীকার করে যে সে ৯ মাস যাবত চোরা চালানের সঙ্গে যুক্ত। সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর জনসংযোগ আধিকারিক জানান, সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে চোরাচালান বন্ধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তিনি বলেন, 'আমরা কোনও অবস্থাতেই সীমান্ত দিয়ে চোরাচালান হতে দেব না।'

অভিনব ভাবনা রেলর

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক অভিনব ভাবনা রেল দফতরের। এখন শিয়ালদহগামী লোকাল ট্রেনের কামরায় রবীন্দ্রসঙ্গীত থামতেই শুরু হচ্ছে যান্ত্রিক গলায় ঘোষণা। বক্তব্য, যাত্রীরা যেন বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ট্রেনে যাত্রা না—করেন। নিতান্তই যেতে হলে করোনা—বিধি কঠোর ভাবে অনুসরণ করে তবেই যেন স্টেশন চত্বরে আসেন। ট্রেনেও মাস্ক পরা ও দূরত্ব বিধি বজায় রাখা বাধ্যতামূলক। ঘোষণা শেষ হওয়ার পর ফের গান বেজে উঠছে কামরায়। যাত্রীদের মন—মেজাজ ভালো রাখতে এখন লোকাল ট্রেনে উঠলেই প্রতি কামরায় রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং নানা যন্ত্রসঙ্গীত শোনানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর সেই মিউজিক সিস্টেমই এখন পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম হয়ে শোনাচ্ছে

করোনা সংক্রান্ত সচেতনতা। স্টেশন চত্বরেও একই ঘোষণা চলছে নিয়মিত। পূর্বরেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক একলব্য চক্রবর্তী বলেন, 'আমরা এই কঠিন অবস্থার মধ্যেও পরিষেবা যথাযথ রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।' দক্ষিণ—পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সঞ্জয় ঘোষ বলছেন, 'প্রতি স্টেশনে ও প্ল্যাটফর্মে যথাযথ করোনা বিধি মেনে চলার জন্য যাত্রীও রেলকর্মী উভয়ের উদ্দেশেই ঘোষণা চলছে।আর রেলের তরফে এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছেন রেল যাত্রীরা।

চালু টুরিস্ট লঞ্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর অবশেষে চালু হল টুরিস্ট বহনকারী লঞ্চ পরিষেবা। সোমবার থেকে নামখানার ফ্রেজারগঞ্জের মৎস্য বন্দর থেকে পুনরায় যাত্রা শুরু করলো সাতটি টুরিস্ট বহনকারী লঞ্চ। দীর্ঘ প্রায় দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে দুই থেকে তিনটি লঞ্চ নিয়ে ফ্রেজারগঞ্জ বন্দরে চালু হয়েছিল পর্যটক বহনকারী লঞ্চ পরিষেবা। মূলত সুন্দরবনের এড়ুয়ার ক্রিকের মোহনা, জম্বুদ্বীপ, এবং মৌসুনি আইল্যান্ড এর মতো পর্যটন কেন্দ্রে পর্যটকদের ঘোরানোর জন্য বেসরকারিভাবে এই লঞ্চ গুলি চালু হয়েছিল। সময় যত গড়িয়েছে, লঞ্চের সংখ্যা ধীরে ধীরে বেড়েছে। দীর্ঘ বছর তিনেক ধরে এগারোটি টুরিস্ট বহনকারী লঞ্চ ফ্রেজারগঞ্জ মৎস্য বন্দর থেকে পর্যটকদের বঙ্গোপসাগরের মোহনা থেকে শুরু করে জম্বুদ্বীপের সৌন্দর্যের পাশাপাশি মৌসুনি দ্বীপেও ঘুরতে নিয়ে যেত। কিন্তু গত ইংরেজি বছরের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই টুরিস্ট বহনকারী লঞ্চ গুলি বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। কারণ এই লঞ্চ গুলির মধ্যে অধিকাংশ লঞ্চের কোন ফিটনেস সার্টিফিকেট ছিল না। অবশেষে দীর্ঘ প্রায় দুমাস এর কাছাকাছি বন্ধ থাকার পর সোমবার থেকে আবারও চালু হল টুরিস্ট বহনকারী লঞ্চ পরিষেবা। আপাতত সাতটি লঞ্চ তাদের ফিটনেস সার্টিফিকেট জমা দিতে পেরেছে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে। সেই কারণে সোমবার থেকে এই সাতটি টুরিস্ট বহনকারী লঞ্চ আবারও পুনরায় যাত্রা শুরু করল ফ্রেজারগঞ্জ মৎস্য বন্দর থেকে। ভরা মরসুমের সময় লঞ্চ পরিষেবা বন্ধ হওয়ায় যথেষ্টভাবে ক্ষতির মুখে পড়েছিলেন লঞ্চ মালিক থেকে শুরু করে কর্মচারীরা।অবশেষে সোমবার থেকে আবারো এই সমস্ত পর্যটক বহনকারী লঞ্চগুলি চালু হওয়ায় খুশি লঞ্চ মালিক থেকে শুরু করে ভ্রমণপিপাসু পর্যটকরা।

এবারও সন্ত্রাসের আশঙ্কায় ভুগছে দাঁইহাটবাসী

প্রথম পাতার পর

একাধিক জায়গায় সংঘর্ষ, গুলি চলল, বোমা পড়ল। চারিদিকে আতঙ্কিত মানুষের চিৎকার আর প্রাণ হাতে নিয়ে ছুটোছুটির মধ্যেই কাটোয়া শহরে আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিতে খুন হয়ে গেলেন এক তরতাজা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী ইন্দ্রজিত সিনহা। তারপরই শুরু হয়ে গেল তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে একে অপরের দিকে দোষারোপের পালা। সেসময় কাটোয়ার দুই যুযুধান নেতা ছিলেন কংগ্রেসের বিধায়ক তথা দীর্ঘদিনের পুরচেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন পুরচেয়ারম্যান অমর রাম। ওই মর্মান্তিক ঘটনার পর তৃণমূল কংগ্রেসের নিহত কর্মীর পরিবারকে সান্ত্বনা দেওয়ার পাশাপাশি রাজনীতির জল মাপতে কাটোয়া শহরে এসেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের ভাইপো তথা ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। পার্শ্ববর্তী শহর দাঁইহাটে সেসময় সিপিএম, কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির বেশ প্রভাব ছিল। কিন্তু, পুরভোটের ফলপ্রকাশের পর দেখা গেল মোট ২০টি ওয়ার্ডের কাটোয়া পুরসভায় কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস সমান সংখ্যক অর্থাৎ ১০টি করে আসনে জিতেছে এবং ১৪টি ওয়ার্ডের দাঁইহাট পুরসভায় সিপিএম ৯টি, তৃণমূল কংগ্রেস ৩টি, কংগ্রেস ১টি এবং বিজেপি ১টি আসনে জিতেছে। পরবর্তীতে কাটোয়ায় তৃণমূল কংগ্রেস এবং দাঁইহাটে সিপিএম পুরবোর্ড গঠন করেছিল। তবে, এই দুই শহরের কোল ঘেঁষে প্রবহমান অজয়-ভাগীরথী নদীর বুক দিয়ে সময়ের সঙ্গে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। দাঁইহাটে মাঝপথেই সিপিএমের হাত থেকে পুরবোর্ড ছিনিয়ে নিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা হাতে তুলে নিয়েছেন। একদা তৃণমূল কংগ্রেসের দাপুটে নেতা অমর রাম বর্তমানে বিজেপির পতাকাতলে শামিল।

এবারও আসন্ন পুর নির্বাচনকে ঘিরে কাটোয়া ও দাঁইহাট শহরের রাজনৈতিক পারদ একটু একটু করে চড়তে শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা এই দুই শহরের মোট ৩৪টি ওয়ার্ডেই কার্যত বিরোধী শূন্য করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ময়দানে নেমে পড়েছেন। ভোটের এই লড়াইয়ের তাপ উত্তাপের মধ্যে শুরু হয়েছে ব্যক্তিগত আক্রমণ ও প্রার্থীদের চরিত্র হননের পালা। দাঁইহাটের প্রাক্তন পুরচেয়ারপার্সন তথা ১৩ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শিশির কুমার মণ্ডলের গতবছরের একটি ভিডিয়ো সহ সংবাদ প্রতিবেদন এই মুহূর্তে সোশ্যাল মিডিয়ায় দৌলতে শহরবাসীর মোবাইলে ঘুরছে। ওই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে তিনি অস্বাভাবিক অবস্থায় রাতের বেলায় শহরের ৭ নং ওয়ার্ডের বকুলতলায় একটা বেহাল রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে এলাকাবাসীর উদ্দেশ্যে চিৎকার করে অশালীন মন্তব্য করছেন এবং হুমকি দিচ্ছেন। অন্যদিকে, এই শহরের দুই বিজেপি প্রার্থী ৪ নং সিদ্ধার্থ বড়াল এবং ৫ নং ওয়ার্ডের বিনীতা বড়ালের (তাঁরা সম্পর্কে দম্পতি) কোনও একসময়ে ভ্রমণে ব্যক্তিগত সময় কাটানোর ছবি প্রকাশ করার মাধ্যমে নোংরা রাজনীতিকে টেনে আনা হয়েছে। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন শহরবাসীরা পুর নির্বাচনে স্বচ্ছ ভাবমূর্তির প্রার্থীদের পাশে দাঁড়ানোর পক্ষেই মত প্রকাশ করলেও শেষপর্যন্ত কতটা কার্যকরী হবে তা নিয়ে যথেষ্টই সন্দিহান রয়েছেন।

পূর্ব বর্ধমান জেলা সিপিএমের সম্পাদক সৈয়দ হোসেন বলেন, রাজ্যের অন্যান্য জায়গার মতো এই জেলাতেও বিশেষ করে দাঁইহাট এবং কাটোয়া শহরে তৃণমূল কংগ্রেস পুলিশ প্রশাসনের সামনেই দুষ্কৃতীদের সঙ্গে নিয়ে ভোট বানচাল করতে চাইবে। তবে, আমরাও মানুষকে সঙ্গে নিয়ে গণতন্ত্র রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাব। সাংগঠনিক জেলা বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি কৃষ্ণ ঘোষ বলেন, নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী দল হল তৃণমূল কংগ্রেস। তারা মানুষের রায়কে মর্যাদা দিতে জানে না। দাঁইহাট ও কাটোয়াতেও মানুষ যাতে সুষ্ঠুভাবে ভোট দিতে না পারে সেজন্য তৃণমূল কংগ্রেস অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইবে বলে চারিদিকে শুনতে পাচ্ছি। তবে, আমরাও সমস্তরকম অপচেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে প্রস্তুত। তবে, রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম মুখপাত্র তথা পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি দেবু টুডু এবারের পুর নির্বাচনে সিপিএম, বিজেপি সহ বিরোধীদের কোনওভাবেই গুরুত্ব দিতে নারাজ। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের রাজত্বে এই জেলার মানুষ সর্বত্রই শুধু উন্নয়ন দেখতে পাচ্ছে। কোথাও বিরোধীদের আর কোনও জায়গা নেই। তাই তারা মানুষকে নানাভাবে ভুল বোঝানোর চেষ্টা করছে। তৃণমূল কংগ্রেস শান্তি এবং উন্নয়নের কথা বলে। এমন পরিস্থিতিতে এবারের পুরসভা নির্বাচন পর্ব কতটা শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সেটাই দেখার অপেক্ষায় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষজন।

Alipur Barta: 56 year : Vol No.: 56, Issue No.16, 12 February - 18 February, 2022

মহানগরে

বেহাল : দীর্ঘদিন যাবৎ মশা পোকামাকড় কচুরিপানায় ভরেছে ১৮ – ২০ বিঘার ২ ও ৩ নম্বর ঝিল। বেহালা 'মৎস্য সমবায় সমিতি' দায়িত্বে থাকা বেহালার ১২৭ নম্বর ওয়ার্ডের শকুন্তলা পার্কের নিকটস্থ সরসুনা সরকারি আবাসনে। ছবি : অরুণ লোধ

পুরুষ এবং মহিলাদের সুন্দর বলা যায় তখনই যেখানে বুদ্ধিমত্তা এবং কর্মক্ষমতা মিলেমিশে এক হয়ে যায়। এই কারণেই আরআর এন্টারটেনমেন্ট এবং ডি কুইন দুই সংস্থা হাতে হাত মিলিয়ে মিস্টার এবং মিসেস সুন্দর–সুন্দরী খুঁজে নিতে চলেছে। বিভিন্ন রুপোলী জগতের লোকেরা থাকবে বেছে নেওয়ার জন্য। খুব শীঘ্রই শুরু হবে এই প্রতিযোগিতা এবং এর মাধ্যমে নতুন নতুন ছেলে মেয়েরা পা দিতে পারবে এই জগতে। ছবি : উৎপল কুমার রায়

শুরু চেতলা বোট ক্যানালের সংস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মাঝেরহাট রেলওয়ে ওভার ব্রিজ (জয়হিন্দ সেতু) বা নিউ আলিপুর রেলওয়ে 'ওভার ব্রিজে'র (ডিরোজিও সেতু) নিচ দিয়ে বয়ে যাওয়া ২.৮ কিলোমিটারের চেতলা 'বোট ক্যানালে'র ডি–সিল্টিং কাজ শুরু হল। এই কাজ শেষ হতে হতে সময় লাগবে ৩০ মাস। উল্লেখ্য, খিদিরপুরে ভূকৈলাস নিকাশি পাম্পিং স্টেশন, কবিতীর্থ নিকাশি পাম্পিং স্টেশন, কাঁটাপুকুর লিফটিং স্টেশন, মাঝেরহাট লিফটিং স্টেশন বা আগামী দিনের খিদিরপুরের নবাব আলী পার্কে নিকাশি পাম্পিং স্টেশনের স্টর্ম

ওয়েদার ফ্লো' (এস ডব্লু এফ) ও ড্রাই ওয়েদার ফ্লো' (ডি ডব্লু এফ) দু'টোই এই বোট ক্যানাল দিয়ে বয়ে গিয়ে মজে যাওয়া টালি নালায় পড়ে। কিন্তু দীর্ঘ দিন যাবৎ এই বোট ক্যানালটি ডিসিল্টিং না হওয়ায় সেই বিশাল পরিমাণ জলের ধারণ ক্ষমতা এই ক্যানালের না থাকায় জলের প্রবাহ রুদ্ধ হয়। ফলস্বরূপ, বর্ষার জমা জলে খিদিরপুর, একবালপুর, মোমিনপুর, মাঝেরহাট, তারাতলা এলাকা দীর্ঘক্ষণ ভেসে থাকে। গত ৭ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় ৯ নম্বর বরো কমিটির অধ্যক্ষা দেবলীনা বিশ্বাস, স্থানীয় ৭৯ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি মেয়র পারিষদ রাম পেয়ারী রাম ও স্থানীয় খিদিরপুর এলাকার ৭৫ নম্বর ওয়ার্ড পুর প্রতিনিধি নিজামুদ্দিন শামসের উপস্থিতিতে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জেসিবি মেশিন দিয়ে বোট ক্যানালের ডি–সিল্টিং – এর সূচনা করে বলেন, বৃষ্টি হলেই টালিগঞ্জ–চেতলা–খিদিরপুর অঞ্চলের সাধারণ মানুষকে বর্ষার জমা জলের কষ্ট দীর্ঘ দিন ভোগ করতে হয়। সামান্য বৃষ্টি হলেই এইসব অঞ্চলে জল দাঁড়িয়ে যায়। এজন্যই চেতলা বোর্ড ক্যানালের ডি–সিল্টিং – এর কাজের সূচনা হল। আশেপাশের যতো গুলি নিকাশি পাম্পিং স্টেশন আছে, তারা এস ডব্লিউ এফ এবং ডি ডব্লিউ এফ দুই মরসুমেই তাদের নিকাশি জলের সমস্তটাই এই চেতলা বোট ক্যানালে ফেলে। কিন্তু সেই ক্যানেলেই পলিতে বোঝাই হয়ে থাকায় জল বের হতেই দীর্ঘ সময় লেগে যাচ্ছে। ভূকৈলাস পাম্পিং স্টেশন, ৭৬ নম্বর কবিতীর্থ পাম্পিং স্টেশন, রিমাউন্ড রোডের কাঁটাপুকুর পাম্পিং স্টেশন, মাঝেরহাট পাম্পিং স্টেশনের জল এই বোট ক্যানাল দিয়ে টালি নালায় গিয়ে পড়ে। তিনি আরও বলেন, আপনারা অনেকদিন ধরেই শুনছিলেন ডি–সিল্টিং করতে হবে কলকাতার আশেপাশের ক্যানাল গুলিতে। যেগুলি রাজ্যের সেচ দফতরের ক্যানাল আমরা তাদের বলেছি, তাদের ক্যানাল গুলি এই শুখা মরসুমে ডি–সিল্টিং করতে। আর এই চেতলা বোট ক্যানালটার ডি–সিল্টিং – এর দায়িত্ব কলকাতা পুরসংস্থা নিয়েছে। এই ক্যানাল দিয়ে প্রধানত খিদিরপুর এলাকার জল, মাঝেরহাট এলাকার জল, কিছুটা বেহালা এলাকার জল এমনকি তারাতলা এলাকার বর্ষার জল এই চেতলা বোট ক্যানাল দিয়ে যায়। সেজন্যই এই ক্যানালটির ডি–সিল্টিং–এর প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। যাতে এই অঞ্চলের বর্ষার জমা জল সহজেই এই ক্যানাল দিয়ে টালি নালায় চলে যেতে পারে। এইজন্যই রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের আর্থিক সহায়তায় ৫,১৯,২২,২১২ টাকা ব্যয়ে এই কাজ করবে কলকাতা পুরসংস্থার নগর–পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দফতর। কন্ট্রাকটরের প্রতি মেয়রের নির্দেশ আজ ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত বা আগামী বর্ষা আসার আগে পর্যন্ত আপনারা কাজটা করুন। বর্ষায় ডি–সিল্টিং – এর কাজ বন্ধ রেখে বাকি কাজটা আগামী শীতে আবার শুরু করুন। ৩০ মাসের কাজটা পাঁচ থেকে ছ'টি ভাগে ভাগ করে কাজটি করলে কাজটি ঠিক মতো হবে। আর বর্ষায় ডি–সিল্টিং – এর কাজটা অবশ্যই বন্ধ রাখবেন।

আর মজে যাওয়া আদি গঙ্গার ডি–সিল্টিং – জন্য টেন্ডার করা হয়েছে। আশা করছি এই কাজটাও তাড়াতাড়ি হবে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের টাকায় ওই কাজটি হবে। এই যে টাকাটা আটকে রয়েছে সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যাপ্রুভালের প্রয়োজন রয়েছে। ওই অ্যাপ্রুভালটা প্রায় ৬ মাস হয়ে গেলো, কেন্দ্রীয় সরকার দিল না। ওই অ্যাপ্রুভালটার জন্য কলকাতা পুরসংস্থা অপেক্ষায় আছে। ওটা হয়ে গেলে টালি নালার ডি–সিল্টিং – এর কাজটা শুরু হবে। টেন্ডার প্রসেস করে জমা দেওয়া আছে।

লেন্স বার্তা

সচল ও অচল বাস–এর সারি, গড়িয়া বাইপাস–এ।

খুলেছে স্কুল, ছুটির পর দীর্ঘ অটোর লাইন।

সরস্বতী পুজোয় হাউসফুল রবীন্দ্র সরোবর।

'মেরি আওয়াজ হি পেহেচান হ্যায়'।

কমেছে জলাশয়, রাস্তার জমা জলেই ওদের স্নান সেরে নেওয়া।
ছবি : অভিজিৎ কর

স্টুডেন্টদের কো–ভ্যাকসিন

বরুণ মণ্ডল : ছাত্রছাত্রীদের যে কো–ভ্যাকসিন কোভিড নাইন্টিন টিকা দেওয়ার কর্মসূচি গত জানুয়ারি মাসের ৩ তারিখ থেকে কলকাতা পুর এলাকায় শুরু হয়েছিল, বর্তমানে তা কী অবস্থায় রয়েছে? এ বিষয়ে কলকাতা পুরসংস্থার উপ মহানাগরিক তথা স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ বলেন, ১৫ – ১৮ বছর বয়সের ছাত্রছাত্রীদের আজ ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কলকাতা পুরসংস্থার ব্যবস্থাপনায় ফার্স্ট ডোজ দেওয়া হয়েছে ১,২৩,২৯৫ ডোজ কো–ভ্যাকসিন টিকা দেওয়া হয়েছে। অতীনবাবু বলেন, জানুয়ারি মাসের ৩ তারিখ থেকে ছাত্রছাত্রীদের কোভিড টিকা দেওয়ার কর্মসূচির সূচনা হয়। ফলস্বরূপ, এদের মধ্যে যাদের কোভিড টিকার ফার্স্ট ডোজ দেওয়ার পর ২৮ দিনের সময়সূচি সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে,

তাদের সেকেন্ড ডোজ দেওয়ার কর্মসূচি শুরুও হয়ে গিয়েছে। তিনি আরও বলেন, জানুয়ারির ৩ তারিখ থেকে ১৫ – ১৮ বছর বয়সের ছাত্রছাত্রীদের এই কোভিড টিকা দেওয়ার কাজ শুরু হয়। স্বভাবতই যারা ৩ জানুয়ারি ফার্স্ট ডোজ নিয়েছে, তারা জানুয়ারির ৩১ জানুয়ারি থেকে কোভিড টিকার সেকেন্ড ডোজ নিতে পেরেছে। আর যারা ৩ জানুয়ারির পর পর নিয়েছে তাদেরও ২৮ দিনের সময়সূচি সম্পূর্ণ হওয়ার পর তারা সেকেন্ড ডোজ নিতে পারছে। ১২ – ১৫ বছর বয়সের ছাত্রছাত্রীদের কোভিড টিকা দেওয়ার কোনও নির্দেশিকা কী কলকাতা পুরসংস্থার কাছে আজ পর্যন্ত এসেছে? এ প্রশ্নের উত্তরে অতীন বাবু বলেন, এরকম কোনও নির্দেশিকা কলকাতা পুরসংস্থার কাছে আজ পর্যন্ত আসেনি। তবে আমরা এ বিষয়ে তৈরি আছি। এমন নির্দেশিকা আসার সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুততার সঙ্গে ওদের কোভিড টিকা দেওয়ার কাজ কলকাতা পুরসংস্থা শুরু করে দেবে। তিনি আরও জানান, কলকাতা পুরসভার ব্যবস্থাপনায় যতোগুলি সেফ হোম কলকাতায় চলছিল, সেগুলি বর্তমানে সব ক'টি বন্ধ রয়েছে। কোনও কোভিড রোগী আসায়।

সরস্বতীর আসন ছুঁল হাঁদা–ভোদা বাঁটুলেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : না পাওয়ার মাঝে যেন হঠাৎ করে ধরা দিলো এক মুঠো আনন্দ। সত্যি কথা বলতে একরাশ মেঘলা আকাশ সরে গিয়ে চারদিকে আলোয় রাঙিয়ে দিতে আলো মাখা নীল আকাশকে যেন এগিয়ে দিল।

এমনই এবারের শুক্ল পক্ষের রঙিন বসন্ত পঞ্চমীর সকালে বেহালা পূর্বের হরিদেবপুর থানার অন্তর্গত 'সোদপুর বালিকা বিদ্যালয়ে'র (উচ্চ মাধ্যমিক) সরস্বতী পুজো প্রাঙ্গণে পৌঁছতেই, সদ্যপ্রয়াত কার্টুনিস্ট 'নারায়ণ দেবনাথে'র অমর সৃষ্টি সকলের প্রিয় হাঁদা–ভোদা থেকে নন্টে–ফন্টেরা যেন এক অদ্ভুত শৈশবের রি–ইউনিয়নে মনের অন্দরে হাজির হল।

স্কুলের ছাত্রীদের সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের মিলিত প্রয়াসে ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে কমিকস লেখক নারায়ণ বাবুর কমিকস পরিবারকে সাধারণের কাছে প্রদর্শন করার উদ্যোগ বিশেষ প্রশংসার

দাবি রাখে। যদিও সমগ্র ভাবনাটির নেপথ্যে ছাত্রীদের পাশাপাশি শিক্ষিকা বিউটি সেনগুপ্ত, শ্রাবণী বড়ুয়া চৌধুরীদের বিশেষ ভূমিকা থাকলেও দেবযানী মণ্ডল, বৈশাখী গঙ্গোপাধ্যায়, পর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমা দাস, আভা কয়ালসহ অন্যান্য ছাত্রীদের অংশগ্রহণ অলংকরণটিকে আরও প্রাণবন্ত করতে চেষ্টা করেছে বলে মনে করেন ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সোনালী মুখোপাধ্যায়। এছাড়াও তিনি বলেন, কোভিড নাইন্টিনের অস্থির পরিবেশে ছাত্রীদের মনে যখন ভীষণ রকম অনিশ্চয়তা ভিড় করেছে, ঠিক সে সময় এইভাবে তাদের শৈশবের প্রিয় বিষয় গুলোকে ফিরিয়ে আনতে পারলে তাদের মনের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া সম্ভব হবে।

ইন্টারনেটের দুনিয়ায় বেহালার সোদপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে নারায়ণ দেবনাথ বিষয়ক এই বাগদেবীর আরাধনার থিম যেন ফিরিয়ে নিয়ে আনলো এক চেনা শৈশবকে।

কোলাঘাটের দেওয়ালে সাহিত্যের 'প্রত্যাশা'

উজ্জ্বল সরদার

'দেওয়াল পত্রিকা' একটা সময় এই বাঙলার বহু রেলস্টেশনে, বিদ্যালয়ে, পাড়ার জনবহুল মোড়ে, বাজারের নির্দিষ্টস্থানে, ক্লাব সংগঠনের দেওয়ালে দেওয়ালে দেখা যেত। এমনকি অনেক বনেদি বাড়ির বারান্দায় ও ছিল দেওয়াল পত্রিকা। সাধারণের হাতের নাগালে সাহিত্য চর্চার এমন উদ্যোগ সত্যই ছিল সংস্কৃতির এক বড় আঙিনা। ছোট থেকে বড় সকলের স্বতস্ফূর্ত যোগদানে এইসব অনন্য দেওয়াল পত্রিকাগুলি হয়ে উঠেছিল সাহিত্য চর্চার একেকটি আকর আশ্রয়স্থল। আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা আমাদের সেই দেওয়াল পত্রিকার সংস্কৃতি আজ অনেকাংশেই হারিয়েছি বা ভুলতে বসেছি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাটের কোলা ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের 'দেওয়াল পত্রিকা প্রত্যাশা' যেভাবে সকলের নজর কেড়েছে তা সত্যই প্রশংসার দাবি রাখে। কোলাঘাটের কোলা ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ে এই দেওয়াল পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালে। পত্রিকার নামকরণ করেন ১৯৬৮ সালে ওই বিদ্যালয়ে যোগদানকারী শিক্ষক তাপসকান্তি রাজপণ্ডিত। মূলত এই দেওয়াল পত্রিকাটি সরস্বতী পূজা কে কেন্দ্র করেই প্রকাশিত হয়। বিগত দুই বছর করোনা অতিমারীর প্রভাবে বন্ধ ছিল এই পত্রিকা প্রকাশ। এবারের পত্রিকার ৫২ তম সংকলন প্রকাশিত হল গত ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখে। ২০২২ সালের এই দেওয়াল পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা সুজাতা অধিকারী ও শিক্ষক সুজন বেরা। পত্রিকার উদ্বোধন করেন বিদ্যালয়ের সভাপতি মাননীয় সন্দীপ রায়চৌধুরী ও প্রধান শিক্ষক মাননীয় বিপ্লব ভট্টাচার্য। ওই দিন তাদের বক্তব্যে এই পত্রিকার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা বারবার উচ্চারিত হয়। 'প্রত্যাশা' নামের এই দেওয়াল পত্রিকাটি–র এবারের পরিকল্পনা ও উপস্থাপনা চমৎকার বললেও কিছু কম বলা হয়।

কাগজ, রঙ, থার্মোকল, কাঠের চামচ কাঠি এসব সাধারণ উপাদান দিয়ে দৃষ্টিনন্দনযোগ্য করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে দেওয়াল পত্রিকাটি। উল্লেখ্য এই দেওয়াল পত্রিকা বাস্তব রূপায়ণে জড়িয়ে থাকা শিক্ষক সুজন বেরা মহাশয় নিজের হাতের লেখা ও বর্ণময় উপস্থাপনার জন্য স্বনামধন্য এক শিল্পী মানুষও। তার প্রাণ উজাড় করা নিপুণ হাতের চমকপ্রদ কৌশলে দেওয়াল পত্রিকাটির দিকে বারেবারে ফিরে ফিরে তাকাতে হচ্ছেই। এবছরই ২০২২ সালের ২৩ এপ্রিল কোলা ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের শততম প্রতিষ্ঠা দিবস। তাই বিদ্যালয়ের শত বর্ষের প্রাক্কালে নতুন লেখার পাশাপাশি পুরানো কিছু লেখাকেও পুনরায় প্রকাশ করা হয়েছে এখানে। ছোট গল্প, কবিতা, ছবি এসবের বিশেষ সমাহারে পরিপূর্ণ এটি। উল্লেখ্য সব লেখার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা এখানে প্রকাশ পেয়েছে তা হল ১৯৭৩ সালে বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষতে বিজ্ঞানী সত্যেন বসুর শুভেচ্ছাবার্তার একটি অংশ। এপ্রসঙ্গে বলতেই হয় এই বিদ্যালয়ের ছাপা পত্রিকা রূপায়ণ' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে। পত্রিকাটি তিন বছর অন্তর প্রকাশিত হয়। এটিও এই ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বললেও কিছুটা কম বলা হয়। জেলার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া চর্চা ও প্রসারে এই কোলা ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়টি অন্যতম শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আজ সর্বত্র শিক্ষাকেন্দ্রগুলির ছবি যখন নেতিবাচক দৃষ্টিকোন থেকে সামনে আসে তখন কোলাঘাটের কোলা ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের 'প্রত্যাশা' দেওয়াল পত্রিকা ছাত্রছাত্রীদের বহু প্রত্যাশা সত্যই মিটিয়ে দেয়।

মাঙ্গলিকী

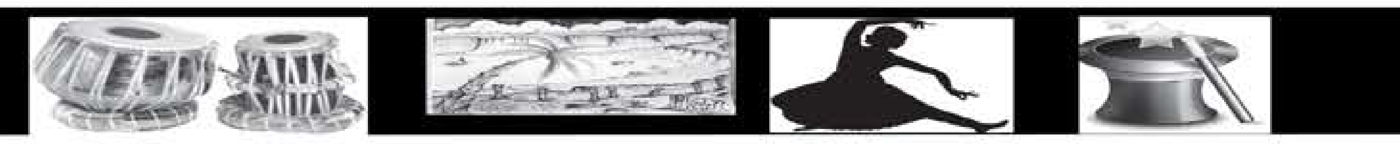

ভারতীয় সঙ্গীতের মা সরস্বতী লতা মঙ্গেশকর

অভিমুন্য দাস

সরস্বতী পুজোর বিসর্জনের দিনই ভারতীয় সঙ্গীতের সুর সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর চিরকালের জন্য চলে গেলেন না ফেরার দেশে। ৯২ বছর বয়সে থেমে গেল তাঁর গানের স্রোত। করোনার তৃতীয় ঢেউ নিয়ে নেয় ভারতীয় সঙ্গীতের মা সরস্বতীর কণ্ঠ। রেখে গেলেন মায়াভরা এক গানের ভুবন। আর শেষ হয়ে গেল ভারতীয় সঙ্গীতের একটি বর্ণময় যুগ। শোকস্তব্ধ গোটা বিশ্ব।

মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে জন্ম। বাবা পণ্ডিত দীননাথ মঙ্গেশকর মারাঠি, বংশ পরম্পরা গোয়ার মদেশি গ্রামের পূজারি ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শিক্ষণে এক নাট্য ব্যক্তিত্ব। মা শিবলী, জন্মের সময় বাবা মা নাম রেখেছিলেন হেমা। পরে নাম বদলে রাখা হয় লতা। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে লতাই বড়। বাবার কাছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তালিম শুরু, মাত্র পাঁচ বছর বয়সে বাবা দীননাথের পরিচালিত নাটকে অভিনয় করেছিলেন। ছোটবেলায় বাড়িতে হিন্দি গান শোনার অনুমতি ছিল না। কেবলমাত্র সায়গলের গান শোনার অনুমতি ছিল। ফলে ছোট থেকেই সায়গলের অন্ধ ভক্ত ছিলেন। জীবনে মাত্র ১ দিনের জন্য স্কুলে গিয়েছিলেন লতা। শোনা যায়, সেখানে বোন আশাকে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি না মেলায় নাকি আর স্কুল মুখো হন নি জীবনে। বাড়িতেই পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছিলেন। ১৩ বছর তাঁর পরিবারে দুর্যোগ নেমে এসেছিল। পিতৃহারা হয়েছিলেন লতা। সেই সময় থেকেই বড় দিদির মতো পরিবারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে নেন লতা। পাশে পেয়েছিলেন পারিবারিক বন্ধু এবং নব যুগ চিত্রপট সিনেমা কোম্পানির মালিক বিনায়ক দামোদরকে। তাঁর সাহায্যেই পেশাগত ভাবে গান ও অভিনয়ে যোগ দিয়েছিলেন লতা। ১৯৪২ সালে মারাঠি ছবি পিতিহাসান-এ প্রথম প্লেব্যাক। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত গানটি শেষপর্যন্ত ছবি থেকে বাদ চলে যায়। ১৯৪৫ সালে বিনায়কজীর হাত ধরে তৎকালীন বোম্বাই শহরে চলে আসেন। শুরু হয় এক নতুন জীবন। একদিকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ঘরানার সঙ্গীতকার উস্তাদ আমানত আলি খানের কাছে হিন্দু শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তালিম নেওয়া শুরু এবং পাশাপাশি মারাঠি ও হিন্দী ছবিতে প্লেব্যাক করে পরিবারের জন্য অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করার লড়াই। দেশভাগের পর উস্তাদ আমানত আলি চলে যান পাকিস্তানে। এর পর লতা কিছু দিন তালিম নেন পণ্ডিত তুলসীদাস শর্মার কাছে। ১৯৪৮ সালে বিনায়কজীর মৃত্যু লতাকে আরও একবার অভিভাবকহীন করে দেয়। যদিও ততদিনে লতা হিন্দী ছবির জগতে পা রেখে দিয়েছিলেন। সেই সময় তার জীবনে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন সঙ্গীত পরিচালক গুলাম হায়দার। ১৯৪৮ সালে তাঁর সুরে ''দিল মেরা তোড়া'' মজবুর ছবির এই গানটি লতাকে বলিউডে প্রথম পরিচয় দেয়। এরপর ১৯৪৯ সালে কর্মচন্দ প্রকাশের 'মহল' ছবিতে লতার গাওয়া 'আয়েগা আনেওয়ালা' গানে ভাসলো গোটা উপমহাদেশ। তারপর তো বাকিটা ইতিহাস। আট দশক ধরে সুনিপুণ সুরেলা কোকিলকণ্ঠে গোটা বিশ্বকে গানর ভুবনে মাতিয়ে রেখে চলে গেলেন লতা মঙ্গেশকার। সেই সঙ্গে শেষ হল একটি বিশাল সঙ্গীতময় জীবন। পঞ্চাশের দশকে অনিল বিশ্বাস, শঙ্কর জয়কিশান, শচীন দেববর্মন, নৌশাদ আলি, সি. রামচন্দ্র, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন, কল্যাণজি-আনন্দজি, সলিল চৌধুরীর মতো বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালকদের কালজয়ী যুগান্তকারী সব গান গেয়েছিলেন। সেই ধারা ষাটের দশকেও অব্যাহত ছিল।

১৯৬৩ সালে 'মুঘল-এ-আজম' সিনেমায় মধুবালার ঠোঁটে লতার অসাধারণ সুরেলা কণ্ঠে 'প্যায়ার কিয়া তো ডরনা ক্যায়া' এক নয়া ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল।

'৭০-এর দশকে যে সব গানকে লতার সুরেলা কণ্ঠ স্মরণীয় করে গিয়েছে তার অধিকাংশ হল লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল ও রাহুল দেব বর্মনের সুরে। রাহুল দেববর্মনের জীবনের প্রথম ও শেষ ছবি মানেই রয়েছে লতার মেলোডিয়াস ভয়েস।

আশি ও নব্বইয়ের দশকেও লতা পূর্ণ প্রভায় উপস্থিত। কাজ করেছেন আনন্দ-মিলিন্দ, যতীন-ললিত, আনু মালিক, উত্তম সিং থেকে এ আর রহমানের মতো সুরকারের সঙ্গে।

গ্রামাফোন ডিস্ক, সিডি, ক্যাসেট সব মিলে ৩৮টি ভাষায় লতা মঙ্গেশকরের সাত হাজার মতো গানের রেকর্ড আছে। যার মধ্যে হিন্দি ছায়াছবির গান একক, দ্বৈত, কোরাস ভাবে ছয় হাজার মতো নন ফিল্মি গান ২০০ থেকে ২৫০। বাংলা গান ২২৫টি, এছাড়া ৩৬টি অন্য ভাষায় বাকি গান গেয়েছেন।

বাঙালি ছিলেন না কিন্তু বাংলার সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক ছিল। তাঁর কণ্ঠে ২২৫টি বাংলা ভাষায় গান রয়েছে। যার ৮৪টি বেসিক বাংলা গান, দুটি ভার্সন গান এবং ১৩৯টি বাংলা ছায়াছবির গান, যে গানগুলি কালজয়ী হয়ে উঠেছে সুর সম্রাজ্ঞীর কণ্ঠে। বাংলা ভাষাটা শেখার জন্য বাড়িতে পরিচালক বাসু ভট্টাচার্যের কাছে নিয়মিত বাংলা ভাষা চর্চা করতেন। হিন্দী গানে উর্দু শব্দের ব্যবহারের প্রচলন ছিল। কিন্তু তিনি উর্দু ভাষায় ততটা স্বাভাবিক ছিলেন না। তাই সেই ভাষারও চর্চা বাড়িতে করতেন। বাংলা ভাষাকে নিজের দখলে নেওয়ার জন্য সলিল চৌধুরী তাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। শরৎচন্দ্রের কাহিনী তাঁর প্রিয় ছিল। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের গানে পদার্পণ।

কিংবদন্তী সুরকার সলিল চৌধুরীকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করতেন লতা মঙ্গেশকর। তাঁর কথা ও সুরে প্রচুর বাংলা ও হিন্দি গান গেয়েছে। উভয়ের মধ্যে একটা অসম্ভব পারস্পরিক বোঝাপড়া ছিল। উভয়ই উভয়কে প্রচণ্ড শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। সলিল চৌধুরীকে তিনি 'সলিলদা' বলে ডাকতেন। লতার কণ্ঠে সলিল চৌধুরীর বহু গান কালজয়ী হয়েছে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর দাদা বোনের সম্পর্ক ছিল। ১৯৫৬ সালে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে গৌরী প্রসন্ন মজুমদারের কথায় 'প্রেম একবার এসেছিল জীবনে' গানটি নিয়ে বাংলা গানের স্রোতে পদার্পণ করেছিলেন লতা। হেমন্ত লতার জুটির বহু গান বাংলার সময়ে জুড়ে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। 'আনন্দমঠ' ছবিতে 'বন্দেমাতরম' গানটি হেমন্তবাবুর অনুরোধে সম্পূর্ণ বিনা পারিশ্রমিকেই গেয়েছিলেন সুর সম্রাজ্ঞী। রবীন্দ্রনাথের গান হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরেই গেয়েছিলেন কোকিল কণ্ঠী লতা।

ক্রিকেটের প্রতি তাঁর অসম্ভব টান ছিল, বহুবার তাঁকে ভারতীয় দলের খেলা দেখতে ক্রিকেটের ময়দানে দেখা গিয়েছে। শচীন ছিল তাঁর খুবই প্রিয় খেলোয়ার। রাজ সিং দুঙ্গাপুর ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পতৌদি ছিলেন তাঁর খুব প্রিয় একজন ঘনিষ্ঠ পারিবারিক বন্ধু। সেই লতা মঙ্গেশকর কিন্তু ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের একজন আজীবন সদস্য ছিলেন। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্ল্যাটিনাম জুবিলি। ক্লাব সেই সময় প্রচণ্ড আর্থিক সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। তৎকালীন ক্লাবের ফুটবল সচিব ছিলেন সুপ্রকাশ গড়গড়ি। যিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত ফাংশন অর্গানাইজার। লতাজির সঙ্গে তাঁর খুবই সুসম্পর্ক ছিল। মূলত তাঁরই উদ্যোগে সেইসময় ইস্টবেঙ্গল মাঠে লতা মঙ্গেশকর নাইট অনুষ্ঠিত হয়েছিল। খুবই সামান্য অর্থে সেই জলসায় ২৫ হাজার দর্শককে গানের ভুবনে মাতিয়ে দিয়েছিলেন লতা। এই অনুষ্ঠান কলকাতা ময়দানে ইতিহাস হয়ে আছে। সেই অনুষ্ঠানই ক্লাবের তরফ থেকে তাকে আজীবন সদস্যপদ দেওয়া হয়েছিল। দেনামুক্ত হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সলিল চৌধুরী ছাড়াও তাঁর জন্য বাংলা বেসিক গানে সুর করেছেন ভূপেন হাজারিকা, কিশোরকুমার, হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর, মানস মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, রাহুল দেববর্মন প্রমুখ। বেসিক বাংলা গানের পাশাপাশি বাংলা ছায়াছবির গানেও হেমন্ত সলিল জুটির প্রিয় গায়িকা ছিলেন লতা। এছাড়াও বাংলা ছবিতে তাঁর গানে সুর করেছেন মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অপরেশ লাহিড়ী, বাপি লাহিড়ী, রাহুল দেববর্মন, বীরেশ্বর সরকার, শচীন দেববর্মন, মান্না দে, সুধীন দাশগুপ্ত, নচিকেতা ঘোষ, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। বাংলা ছায়াছবির জন্য লতা মঙ্গেশকরের শেষ বাংলা গান ২০০৯তে। 'আমার ভাললাগা আমার ভালবাসা' ছবিতে মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় সুরে গান 'আমার ভাল লাগায় আমার ভালবাসায়'। শেষ বাংলা আধুনিক গান রেকর্ড করেন ২০১৪তে নিজের কোম্পানি এলএম মিউজিক থেকে সলিল চৌধুরীর কথায়। পূর্বজন্মে বিশ্বাসী লতা একবার এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'এই যে সকলের এত ভালোবাসা, শ্রদ্ধা পেয়েছি, এ পূর্বজন্মের পুণ্যলাভ ছাড়া আর কী? ধর্ম, জাতি, বর্ণ মুছে এই ভালোবাসায় ভুলব কি করে।''

জীবনে বহু সম্মানে ভূষিত হয়েছে লতা মঙ্গেশকর। পেয়েছেন 'ভারতরত্ন' 'দাদাসাহেব ফালকে' সম্মান, ফ্রান্সের সর্বোচ্চ সম্মান লেজিয়ঁ দ্য নর পুরস্কার। ১৯৯৭ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ব বিদ্যালয় তার সর্বোচ্চ সম্মান 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত করে লতা মঙ্গেশকরকে। এই পুরস্কার পেয়ে বলেছিলেন, 'দেশ বিদেশ থেকে বহু স্বীকৃতি ঈশ্বরের আশীর্বাদে পেয়েছি। শান্তিনিকেতন থেকে এই দেশিকোত্তম সম্মাননা যেন রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ।' এছাড়া রয়েছে শ্রেষ্ঠ গায়িকা হিসাবে তিন তিন বার জাতীয় পুরস্কার। ১৯৯৯ সালে তিনি রাজ্যসভার সদস্য মনোনীত হন। তিনিই দীর্ঘ সময় ধরে গিনেস বুক অফ রেকর্ডসের সর্বোচ্চ স্থানে ছিলেন। পেয়েছেন আরো অসংখ্য সম্মান।

বিয়ে করেননি লতা। বলেছিলেন, 'বিয়ের সুযোগ পাইনি, আর এই নিয়ে কখনও চিন্তাও করিনি।' সত্যিই তো সুর ছিল তাঁর ধ্যান, জ্ঞান, পরিচয়। সাধনাই একজন শিল্পী কে তৈরি করে। এই একনিষ্ঠ সাধনার নাম লতা মঙ্গেশকর। নাম, খ্যাতি কোনও কিছুই তাঁকে সাধনা থেকে সরাতে পারেনি। বড়ে গুলাম আলি সাব লতা প্রসঙ্গে বলতেন, 'কমবখত কভি বেসুরি হি নেহি হোতি'। নিজের পছন্দের গান ছিল 'নাম গুম যায়ে গা।' বিশ্বাস করতেন 'নাম থাকবে না, থাকবে কাজ' 'মেরি আওয়াজ হি পেহচান হ্যায়'... থাকবেন লতা মঙ্গেশকর। গানে-সুরে।

স্কেচ : মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল

সুরসম্রাজ্ঞী স্মরণ রাজ্যজুড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের প্রয়াণে সঙ্গীত জগতে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। গত ৬ ফেব্রুয়ারি রবিবার সকালে মুম্বইতে একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ভারতের কোকিলকণ্ঠী লতা মঙ্গেশকরের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর।

তাঁর শোকে মূহ্যমান সমগ্র সঙ্গীত জগৎ। লতাজির প্রতি সম্মান জানিয়ে দেশব্যাপী দু'দিনের রাষ্ট্রীক শোক পালন করা হল। একইসাথে রাজ্যজুড়েও নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভারতরত্ন লতা মঙ্গেশকরকে স্মরণ করা হয়। উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে শত শত মানুষ ব্যানার সহ লতাজির ছবি নিয়ে মিছিল করেন। পূর্ব বর্ধমান জেলার নাদঘাট থানা এলাকায় রবিবার শ্রীরামপুর-পূর্বস্থলী ইতিহাস পরিমণ্ডলের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত সুরসম্রাজ্ঞী স্মরণ অনুষ্ঠানে লতা মঙ্গেশকরের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ সহ এলাকার অসংখ্য সঙ্গীত অনুরাগী। এই অনুষ্ঠানে একাধিক ব্যক্তি লতাজির গান গেয়ে ও তাঁর দীর্ঘ সঙ্গীতময় জীবনের নানান কথা তুলে ধরে সুরসম্রাজ্ঞীকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

লতাজির ছবিটা দেওয়া হল না আক্ষেপ রইল কোলাজ শিল্পীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : বছর পাঁচেক আগে সুর সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের রং ছাড়া রঙিন ছবি তৈরি করেছিলেন কোলাজ সম্রাট তথা ব্যান্ডেল গান্ধিনগরের বাসিন্দা তপন সাহা। সেই ছবিতে প্রাণ দিতে শিল্পীর সময় লেগেছিল টানা দুমাস। তপনবাবুর ইচ্ছা ছিল ছবিটা নিজ হাতে লতাজিকে তুলে দেবেন। তাঁর হাতে তৈরি কোলাজ আর পৌঁছনো হল না। আপশোস রয়ে গেল জীবনভোর শিল্পীর। কাগজ ছিঁড়ে বিশিষ্ট মানুষ, ঋষি, মনীষী, শিল্পীদের পোট্রেট তৈরি করেন কোলাজ সম্রাট। তপন সাহা সুচিত্রা সেন, উত্তমকুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, মান্না দে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, সচিন তেণ্ডুলকর, হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়া, পণ্ডিত রবিশংকর, বিসমিল্লা খান, ভীম সেন যোশির মতো দিকপাল শিল্পীদের পোট্রেট কোলাজ করেছেন। রংয়ের ব্যবহার না করে শুধু কাগজ ছিঁড়ে নির্খুত অবয়ব ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। সুর সম্রাজ্ঞীর একটি অল্প বয়সের ছবি কোলাজে ধরেছেন তপনবাবু। ইচ্ছে ছিল মুম্বইতে গিয়ে তাঁর হাতে তুলে দেবেন এই ছবি। মুম্বই নিবাসী এক বন্ধুর মাধ্যমে তাঁর ভাই হৃদয়নাথ মঙ্গেশকরের সঙ্গে কথাও হয়েছিল। এরমধ্যে করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের প্রভাবে আর মুম্বই যাওয়া হয়নি। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে নিজে তাঁর হাতে কোলাজটি দিয়ে আসবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু সেই ইচ্ছা আর পূরণ হল না। তপনের আপশোস যাঁর কোলাজ তাঁর হাতে পৌঁছনো হল না। আক্ষেপটা তাই আজীবন থেকেই যাবে।

কামদুঘা পত্রিকার সাহিত্য সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পূর্ব বর্ধমানের গুসকরায় রটন্তী মেলা উৎসবে কামদুঘা পত্রিকা আয়োজিত সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। গুসকরা পুরসভা পরিচালিত সাতদিন ধরে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করল। শুক্রবার ৪ ফেব্রুয়ারি নিম্নচাপের বৃষ্টির মধ্যেই সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত ছিল ঠাসা অনুষ্ঠান। এদিন ছিল নানা বিষয়ের আলোচনা, ছোট গল্প পাঠ, কবিতা, অনুগল্প পাঠ। এতে প্রায় ৬৭ জন কবি সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। 'লাল পাহাড়ির দেশে যা, রাঙামাটির দেশে যা হেথা তুকে মানাইছে না রে'-গানের কবি অরুণ চক্রবর্তীকে গুসকরা কামদুঘা পত্রিকার পক্ষ থেকে মানীশ্রী সাথক কবি কমলাকান্ত সম্মানে সংবর্ধিত করেন পত্রিকার সম্পাদক ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানটি পত্রিকার সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে এক অন্য মাত্রা পেয়েছিল। এতে স্থানীয়রা ছাড়াও বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু সাহিত্যিক শুধু কবিতা, গল্পকে ভালোবেসেই গুসকরায় ছুটে আসেন। এদিনের কবিতা উৎসবে অসংখ্য মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

অতিমারিতে 'সময়ের সাথে থিয়েটার'

নাটক

কৃষ্ণচন্দ্র দে : আমাদের নাটকে অনেক দিকপাল ঈর্ষণীয় ব্যক্তিত্বরা এসেছেন। তাঁরা অনেক ভাল ভাল কাজ করেছেন, আবার অনেক কাজ করতে গিয়ে করতে পারেন নি। কেন চাঁদ বণিকের পালা লিখেও শম্ভুবাবু তা করতে পারলেন না সেগুলো খোঁজা দরকার। একটা রাজনৈতিক দল হঠাৎ করে নাটকের দুর্দশা দেখে কাঁদছে। কিন্তু তারা মাত্র ৬০০০ টাকা স্যালারি গ্রান্ট দেয়।

আসলে আমাদের কোনও সংগঠন নেই। থিয়েটার এখন অত্যন্ত ব্যয় বহুল মাধ্যম। সংগঠন থাকলে হয়ত বা কিছু একটা করা সম্ভব হতে পারতো। ইন্ডিভিজুয়াল রবকে কেউ পাত্তাই দেয় না। থিয়েটার প্রত্যেক দিনই নতুন করে করতে হয়। কালচারের প্রতি যে দৃষ্টি দেওয়া দরকার তা একেবারেই নেই। থিয়েটার ভাবিকালের কাছে কোনও স্বীকৃতিও নেই। অনেকেই শর্টকাট নিয়ে চলছে, ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। সমাজে দাগ রেখে যাওয়ার মতো কিছু ঘটছে না। সবাই যেন একটা আপোস করে চলছে। আর একটা কথা জানা দরকার সব দেশেই থিয়েটার সব সিভিতেই চলে।

এর পরে আসে নাট্যচর্চা। চর্চা আমরা কেউ করি না। করার প্রয়োজনও সেভাবে বোধ করি না, যেন আমাদের সব শেখা হয়ে গিয়েছে, সুতরাং কী দরকার? অতিমারি থিয়েটারের বুকে বল্লম দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে। করোনা ভাইরাস বা কোভিড-১৯ প্রমাণ করে দিয়েছে আমাদের ভেতরটা কত আলগা কত ফাঁপা। আমাদের অবক্ষয় দেখে কোথায় একটা যন্ত্রণা হয়। আমরা যা যা বলি তা কেউ করি না। নিজের চোখে দেখেছি সমর মিত্রকে সামনা সামনি পিঠ চাপড়িয়ে দিয়ে বহু নাট্য ব্যক্তিত্বই পরক্ষণেই গালিগালাজ করতে এতোটুকুও দ্বিধা করেন নি। তার নাট্যোৎসবে কেন তিনি বা তার দল বাদ পড়লো তার জন্য সমর মিত্রের মুণ্ডুপাত করতেও কেউ দ্বিধা করেন নি। তবে একথা ঠিক মিত্রবাবু সব সময়ে তেলা মাথায় তেল দিয়ে গিয়েছেন, টাকা ছড়িয়েছেন, কিন্তু ভাল কাজ করা ছোট দল বা মাঝারি দলকে সেভাবে প্রাধান্য দেননি। আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রভাব খাটিয়ে কিছু কিছু দলকে নিভা আর্টস-এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে জায়গা করে দিয়েছি, এবং এর জন্য সমালোচিতও হয়েছি।

বড় দুঃখ হয় এই কথা ভেবে আমরা সম্মিলিত ভাবে থিয়েটারকে যে জায়গায় দাঁড় করাতে পারতাম তা করতে পারিনি। সময়ের সংকট বেশ ভয়ংকর। আমরা যে দর্শনের কথা বলি তা দেখেও কিছু শিখি না, সততই চোখ কান বন্ধ করে চলেছি। আমরা যা জানি না তার থেকে অনেক বেশি জানি, যা খাই না তার থেকে অনেক বেশি খাই, যা দেখি না তার থেকে অনেক বেশি দেখি, এটা আমাদের মজ্জাগত। আমার এক অতি প্রিয় এবং অতি বিতর্কিত মন্ত্রীর পরিভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় 'এ আমাদের পরম্পরা'।

আক্ষেপের সুরে বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমাদের থিয়েটার ভিতু থিয়েটার। প্রায় ৬০ এর দশক থেকে আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি, সাহিত্য, নাটক সব কিছু অন্যরকম ছিল, কিন্তু যখন সুবিধাবাদ জিততে শুরু করলো তখন সব কিছু যেন পাল্টিয়ে গেল। প্রায় সাতাত্তর (৭৭) এর পর থেকেই আমরা সিপিএমের থিয়েটার, তৃণমূলের থিয়েটার করেছি, এবার বিজেপির থিয়েটার হয়ত করবো, সেদিন আসছে। যখন শ্রমজীবী মানুষের উপর বিশ্বাস ভরসা হারালাম তখনই থিয়েটারের প্যাটার্নটাই পাল্টিয়ে গেল। আমরাই সেই জমি তৈরি করে দিয়েছি। যার ফলে অমর্ত্য সেনকে জমি চোর বলতে লজ্জা বোধ হয়নি। তোমরা কিছু কর, কিছু করে দেখাও আমরা পেছনে আছি- এই তত্ত্বকে এমনভাবে আপন করে নিয়েছি যে শুধুমাত্র গ্রান্টকে ধ্রুব সত্য বলে ধরে নিয়ে বুক বেঁধে পড়ে আছি। যে লড়াইটা আমাদের মধ্যে ছিল সেটাই হারিয়ে বসে আছি। ফলে যে থিয়েটার আমাদের করা উচিত ছিল আমরা তা করিনি, এখনও করছি না। আবার বলছি চর্চার কোনও বিকল্প নেই। 'শিখল ছেঁড়া হাতের বাঁধন' আমাদের চরম শিক্ষাটা দিয়ে দিয়েছে।

আর একটা কথা বিশেষভাবে বলার দাবি রাখে যে আমাদের মধ্যে একটা মৌলবাদ সুপ্তভাবে আছে। ফলে আমরা সুযোগ মতো নিজেদের বিকিয়ে দিয়ে ফেলি জ্ঞানত বা অজ্ঞানত। যে থিয়েটার আমরা বিগত দুদশক ধরে করছি, তা কী সত্যিই থিয়েটার? এর থেকে মুক্তির পথ আদৌ আছে কী? এবারে ইতিহাসকে সাক্ষী টেনে আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাই। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৩) এবং মানুষের সৃষ্ট মন্বন্তরে, বাংলা থিয়েটার প্রায় বন্ধ হবার মুখে। গিরিশ বাবুরা বেকার, ঠিক তখন গণনাট্য সংঘ আমাদের পথ দেখিয়েছিল। ১৯৪৮-এ বামপন্থী দলগুলো নিষিদ্ধ হওয়ায় গণনাট্যও অন্তরালে চলে যায়। পরবর্তীকালে এই গণনাট্য সংঘের হাত ধরে বহু ভাল কাজ 'নবান্ন'-র হাত ধরে মঞ্চায়িত হয়, এ বার্তা আজ অনেকটা ইতিহাস। তারপর হঠাৎ করে এই গণনাট্য সংঘ কমিউনিস্ট পার্টির শাখা সংগঠন হয়ে যায়। ফলত কফিনে প্রথম পেরেকটা পোঁতা হয়ে গেল। ১৯৪৮ এরপর প্রথমে অশোক মজুমদার ও সম্প্রদায় নামে পরে 'বহুরূপী' দলের সূচনা হয়। নবনাট্য আন্দোলনের মূল পুরোধা শম্ভুবাবুর সৃষ্টি টার্গেট অডিয়েন্স মধ্যবিত্ত। ১৯৬০-এ নবনাট্যও শেষ। বেনোজল ঢুকে সব নষ্ট করে দিল। তখন অসংখ্য গ্রুপ থিয়েটারকে ব্যঙ্গ করে বেনো জল বলে দেগে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৬৪ সালে অন্ধকারে নাটক 'রাজা', অয়দিপাউস মঞ্চায়িত হল। বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটার (অঙ্গন মঞ্চ) এলো। কারণ থিয়েটারে অনেক আপোস এসে গেছে ফলে থিয়েটার হচ্ছে না, তাই এখন অঙ্গন মঞ্চে থিয়েটারকে আনতে হবে। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন থিয়েটার হেজিয়ে গেছে। থার্ড থিয়েটার নিয়ে বাদলবাবুকে নিয়ে একটু ভাবতে হবে। ব্যস শুরু হল আক্রমণ শমীক বাবুর উপর, উনি আমাদের অপমান করছেন।

বিষ্ণু দে, মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেছিলেন বিদেশি মডেল আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে বরং খারাপ হয়েছে। বাস্তবিক আমাদের নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা ভরত মুনি আমাদের যতটা কাছের ততটা আর কেউ নন। তাই আমাদের থিয়েটার আমাদের যাত্রা থেকে উঠে এলে অনেক ভাল হতো। যেটা মনে প্রাণে স্বদেশি হতো। মানুষের সাথে মানুষের নাড়ির টান থাকতো। বাদল বাবুর স্পেস থিয়েটার নিয়ে ভাবার সময় এসে গেছে। প্রসঙ্গত বলে রাখি 'রাজা' এবং অয়দিপাউস করার পর শম্ভুবাবু বহুরূপী বন্ধ করার কথা সদর্পে ঘোষণা করেছিলেন।

থিয়েটারেও শোষণ হয়। শিল্পী শিল্পীকে, নির্দেশক শিল্পীকে কিংবা শিল্পী নির্দেশককে, নির্দেশক প্রযোজককে বা নাট্যকারকে এসব নাটকে চলছেই।

থিয়েটারে শোষণের স্ট্রাকচারটাই মূল সমেত উপড়ে ফেলতে হবে। পরিশেষে বলতে কোনও দ্বিধা না রেখেই বলতে বাধ্য হচ্ছি যেভাবে নাটকে দলগুলো চলছে বা যেভাবে চালানো হচ্ছে সেটা একেবারেই কাম্য নয়। একেবারে খোল নলচে পাল্টে ফেলতে হবে। সবাইকে নিয়ে সহমত বা সর্ব সম্মতভাবে সকল সদস্যবৃন্দকে নিয়ে চলতে হবে। দলে একনায়কতন্ত্র বন্ধ করতে হবে।

ফেট্টির রং শুধু পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে। একসময় লাল ফেট্টির জোয়ার দেখেছি, পরে এসেছে সবুজ ফেট্টি, এখন আবার আসরে নেমেছে গেরুয়া। অর্থাৎ ফেট্টিটা আছে, শুধু রংটাই বদলে গিয়েছে। আমরা সবাই রেজিমেন্টেড। সুতরাং আরএসএসকে দোষ দিয়ে লাভ কি?

আমাদের নাটকে দর্শনগত চর্চা দরকার। থিয়েটারকে নিজের পায়ে দাঁড়াতেই হবে। বৈভব দিয়ে দর্শক ভোলাবার চালাকি বন্ধ করতে হবে। পরিশ্রম সংগঠন সমন্বয় এর কোনও বিকল্প হয় না।

উভয় সরকারের কাছে আবেদন করছি, কী ছোট সরকার কী বড় সরকার সকলের জ্ঞাতার্থে জানাই অনুদান কোনও ভিক্ষা নয়, এটা দায়বদ্ধতা। এই চলন্ত জীবন চর্চা বাঙালির এই সাংস্কৃতিক চিন্তন, রূপের মধ্যে অরূপকে অন্বেষণ সীমার মাঝে অসীমকে ধরা যেন কোনও দিন বন্ধ না হয়। বাঙালির এই জীবন্ত দলিল বহু মানুষের মনের খোরাক দেয়। মানুষের মননশীলতা ধারে ভারে অনেক পরিশীলিত হয়ে ওঠে। মানসিক দিক দিয়ে মানুষ শুদ্ধ হয়। নাটক করছি বলেই হয়তো এখনও বেঁচে বর্তে আছি। বাঙালির জীবন থেকে যদি কখনও সঙ্গীত নাটক এই সুকুমার কলা হারিয়ে যায়, বাঙালির জীবন শুষ্ক মরুভূমি হয়ে যাবে। মানুষ এক যন্ত্রদানবে পরিণত হয়ে যাবে। আমরা অচিরেই বড় কাঙাল হয়ে যাব। ভাবি প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না।

তাই বন্ধু! একা লড়াই করার দিন শেষ। লড়াই সমবেতভাবেই করতে হবে। নাটকে সমাজমুক্তি সম্ভব কি অসম্ভব জানি না, কিন্তু একথা ভাবতে ভাল লাগে, বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়। সমস্যা আছে, থাকবেও, তার মধ্য থেকেই খুঁজতে হবে মুক্তির পথ। এ পথ একলা চলার নয়। সহস্র বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ। চরৈ বেতি চরৈ বেতি চরৈ বেতি।

ব্যাড নয় ব্যাডমিন্টন

যুধিষ্ঠির নস্কর : কিছুদিন আগেও অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়ে বেজায় মাতামাতি হত। বলাবাহুল্য, অভিজ্ঞ মানুষেরাও যেন এক লহমায় ফিরে যেতেন প্রায় তিন যুগ আগে। তখন মোবাইল ফোন হল রূপকথার মতো ব্যাপার, আর টিভির সঙ্গে সবেমাত্র সড়গড় হচ্ছে তৎকালীন সমাজ। এর মাঝেই খেলার দুনিয়া থেকে বেশ কিছু খবর দেশের নাম আন্তর্জাতিক গণ্ডি পার করে দিয়েছিল। কপিল দেবের নেতৃত্বে ভারতের প্রথমবার ক্রিকেট বিশ্বকাপ জেতার (তাও প্রবল শক্তিধর ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে) পাশাপাশি সেসময় পুরো দেশ আলোড়িত হয়েছিল প্রকাশ পাড়ুকোনের অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের খবরে।

বস্তুত, অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টনে প্রকাশের চ্যাম্পিয়ন হওয়া সর্বপ্রথম মাইলেজ দেয় ভারতীয় ব্যাডমিন্টনকে। এরপর সৈয়দ মোদির নামটা ভেসে ওঠে ব্যাডমিন্টন দুনিয়ায়। যদিও তাঁর অকাল মৃত্যু ছেদ টেনে দেয় তাঁর সংক্ষিপ্ত বর্ণময় কেরিয়ারের। এরপর বহু বছর চিনাদের দাপট দেখা ছাড়া আর কিছু করতে পারেননি ভারতীয় ব্যাডমিন্টন তারকারা। সে অর্থে ভারতীয় ব্যাডমিন্টন দুনিয়ায় বিপ্লব নিয়ে এসেছে বর্তমান প্রজন্ম। কোচ গোপীচন্দের হাত ধরে।

কোচ গোপীচন্দের সঙ্গে খানিকটা তুলনা টানা যেতে পারে ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন কোচ তথা কলকাতা ময়দানের পরিচিত নাম সৈয়দ নইমুদ্দিনের। নৈয়ম যেমন শৃঙ্খলাকে মারাত্মক গুরুত্ব দিতেন গোপীও প্র্যাকটিসে দারুণ কঠোর। বস্তুত নিজের খেলোয়াড়ি জীবন থেকেই সংযম ও অনুশাসন মেনে আসছেন গোপীচন্দ। এখন নিজের ছাত্র–ছাত্রীদের মধ্যে সেই শৃঙ্খলাটাই গড়ে তুলছেন। চারটের সময়ে কাকভোরে তিনি পৌঁছে যান অ্যাকাডেমিতে। টাইমিংয়ে একটু এদিক ওদিক হলে গোপীর গুসসার মুখে পড়তে হয় শিক্ষার্থীদের। সে তিনি যত বড় তারকাই হন না কেন। পিভি সিন্ধুকে কম বকুনি খেতে হয়নি গোপীচন্দের কাছে। সেজন্যই তো সিন্ধু আজ এতটা একরোখা ও অদম্য মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। গোপী লক্ষ্য করেছিলেন ভারতীয় ব্যাডমিন্টন তারকারা দারুণ স্কিলফুল। কিন্তু তাঁদের শক্তি, গতি, স্ট্যামিনা অনেকটাই কম। এই জায়গাতে জোর দিয়ে তিনি কুড়িয়ে এনেছেন পরের পর সাফল্য। যদিও এই সাফল্যকে বড় করে দেখছেন না কোচ ও তাঁর অ্যাকাডেমি। আগামী দিনে আরও অনেক তারকার অন্বেষণ যে এখান থেকে হবে তা এখনই বলে দেওয়া যায়।

ব্যাডমিন্টনের এই আলোক উদ্ভাসিত পরিস্থিতির মতোই আরও বেশ কয়েকটি খেলায় ভারত যথেষ্ট শক্তিশালী দেশ হিসাবে চিহ্নিত। তাদের মধ্যে হকির গরিমার কথা তো এখনও ক্রীড়াপ্রেমী ভারতীয়রা আলোচনা করেন। চায়ের দোকান মশগুল হয়ে ওঠে ধ্যানচাঁদের আলোচনায়। হকির জাদুকর উপাধি তো আর এমনি এমনি আসে নি। তার পিছনে ছিল এক অনন্য সাধনার কিস্‌সা। ব্যাডমিন্টনের প্রকাশ পাড়ুকোনের মতোই মিথ হলেন হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদ। বস্তুত , তাঁর খেলোয়াড়ি জীবন ছিল ভারতের সুবর্ণ সময়। ব্যাডমিন্টন , হকির পর টেনিস নিয়ে খানিক আলোচনা হলে সোজা চলে যেতে হয় আনন্দ অমৃতরাজ, প্রকাশ অমৃতরাজ এবং বিজয় অমৃতরাজদের জমানায়। অমৃতরাজ ভাইদের সঙ্গে সমানতালে তখন পাল্লা দিয়ে গিয়েছেন টেনিস কিংবদন্তী রমানাথ কৃষ্ণনের সুযোগ্য পুত্র রমেশ কৃষ্ণন। পরে এসেছে লিয়েন্ডার পেজ, মহেশ ভূপতিদের যুগ। ফুটবলে চুনী,পিকে, বলরাম, সদ্য প্রয়াত সুভাষ ভৌমিকদের সঙ্গে অতিঅবশ্যই আলোচিত হয় সুরজিত সেনগুপ্তর নাম। যিনি নিজেই এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষতে ব্যস্ত। কৃশানু, বাইচুং,বিজয়ন, সুনীলদের নামও নিতে হবে প্রজন্ম বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে।

জাতীয় লিগ এখন লোকাল

পারঙ্গম শাস্ত্রী : আই লিগ, যার জন্মসূত্রে প্রাপ্ত নাম ছিল জাতীয় লিগ তার কৌলিন্য শেষ হয়ে গিয়েছে। কারণ ফেডারেশন এখন আইএসএলকেই দেশের প্রধান লিগ হিসেবে গণ্য করছে। ২–৩ বছরের টালবাহানার পর কলকাতার দুই প্রধান মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল আইএসএলের সরণিতে নিজেদের ভাসিয়ে দিয়েছে। আই লিগ কার্যত দ্বিতীয় ডিভিশনের মানে নেমে এসেছে। একদা কলকাতার অন্যতম প্রধান ফুটবল দল মহমেডান স্পোর্টিং এখন আই লিগের মান রক্ষা করছে। মোহনবাগান– ইস্টবেঙ্গল দিল্লি ডায়নামো, কেরল ব্লাস্টার্সদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে লড়াই করছে আইএসএলে। রয়েছে বেঙ্গালুরু এফসিও।

গত কয়েক বছরের পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে দেখা যাবে এর মধ্যে দুবার আই লিগ পেয়েছে বেঙ্গালুরু এফসি। আর একবার মোহনবাগান।সেদিক থেকে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল অনেক পিছিয়ে। বস্তুত নব্বইয়ের দশকের পর আর আই লিগের নামগন্ধ নেই লাল–হলুদে। সেদিক থেকে বাগানের গ্রাফ এখন চড়চড়ে ওপরে উঠছে। দেশের অন্যতম সেরা টিম নিঃসন্দেহে বাগান। গত ৩ বছরের ধারাবাহিকতা হারিয়ে বেঙ্গালুরু এখন নিচের সারিতে। গোয়ার দলগুলি তাদের কৌলিন্য হারিয়েছে। এমতাবস্থায় বাগানের সামনে দেশের সেরা হওয়ার লড়াইয়ে উঠে এসেছে উত্তর- পূর্বাঞ্চলের আইজল এফসির মতো দল।

বিশ্ব ফুটবল র‍্যাঙ্কিংয়ে অনেকটা ধাপ পেরিয়ে ১০১ তম স্থানে উঠে আসার পর ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনও দেশে ফুটবলকে আরও ছড়াতে নানা প্রান্তে ছড়িয়ে দিতে চাইছেন এই গেমসকে। তার ফসল হিসেবে আইজল, বেঙ্গালুরুর উঠে আসা কার্যত ফেডারেশনের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ। কিন্তু সহজে এদের কার্যসিদ্ধি হতে দেবে না বাগানের মতো অভিজ্ঞ

পোড়খাওয়া দল, এটা বোঝাই যাচ্ছে। তাই নবীন বনাম প্রবীন বাগানের মোকাবিলা হিসেবেও এই দ্বৈরথকে দেখা হচ্ছে। এই মেগা যুদ্ধে বাগানের যেমন মাইনাস পয়েন্ট বিপক্ষের মাটিতে খেলা তেমনই ঘরের মাঠ আইজলের কাছে চাপ তৈরি করেছিল ষোলোআনা। অতীত অভিজ্ঞতা বলছে এই ধরণের ম্যাচে টেনশনের সামাল দিতেই তুলনামূলক আনকোরা প্রতিপক্ষ নাজেহাল হয়ে যায়।

নেহেরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতা জেলার ক্রীড়া প্রতিযোগিতা চলছে কালীঘাট মিলন সঙ্ঘ এবং হরিশ পার্কে।

মহিলাদের ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি: মহিলারা কোনও অংশে পিছিয়ে নেই। পিছিয়ে নেই সুন্দরবনের প্রান্তিক মহিলারাও। আর সেই সমস্ত প্রান্তিক মহিলাদের নিয়ে বুধবার অনুষ্ঠিত হলো ৮ দলের এক মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট। সুন্দরবনের বাসন্তীর চোরা ডাকাতিয়ার মোহনবাগান ফ্যানস ক্লাব আয়োজিত মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্টে সুন্দরবন সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তের ৮ টি মহিলা ফুটবল দল অংশগ্রহণ করে।

টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক সুচনা করেন বাসন্তী থানার আইসি আব্দুর রব খান। অন্যান্য বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মন্ডল, ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস, শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষক অমল নায়েক, সমাজসেবী লোকমান মোল্লাসহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। এদিন ফাইনালে মুখোমুখি হয় হুগলি মাস্তি ফুটবল কোচিং সেন্টার ও উত্তর তাড়দহ মিলন সংঘ। খেলার নির্ধারিত সময় ফলাফল শূন্য শূন্য হওয়ায় টাইব্রেকার হয়। টাইব্রেকারে ৩–২ গোলের ব্যবধানে জয়লাভ করে চাম্পিয়ন হয় উত্তর তাড়দহ মিলন সংঘ। প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলের হাতে সুদৃশ্য মাখন চন্দ্র মন্ডল স্মৃতি ট্রফি ও অমিয় গিরি স্মৃতি ট্রফি তুলে দেওয়া হয় সুন্দরবন মোহনবাগান ফ্যানস ক্লাবের পক্ষ থেকে। টুর্নামেন্ট সম্পাদক গৌতম মাইতি বলেন, করোনা মানুষের জীবনকে বিষিয়ে তুলেছিল, করোনার ফলে আমরা এই অনুষ্ঠানের পিছিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু মানুষের একটু ভালোভাবে বাঁচতে গেলে মাঝে মাঝে একটু হাসি খুশির দরকার আছে। আর সেই কারণে আমাদের চতুর্থ বছরের এমন প্রয়াস।

শুধু সিরিজ জেতা নয়, ধারাবাহিকতা দেখাতে হবে রোহিত ব্রিগেডকে

অরিঞ্জয় মিত্র : তকমা পাওয়ার লক্ষ্যে দ্রুত এগোচ্ছে টিম ইন্ডিয়া। এআইসিসি–র বিভিন্ন র‍্যাঙ্কিংয়ে সেরার শিরোপা সেকথা বলছেও বটে। তবে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, তার জন্য বিশ্বকাপের মতো বড় মাপের টুর্নামেন্ট জিতে দেখাতে হবে রোহিত শর্মার দলকে। তবেই শিরোপার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে মানবেন তাঁরা। গত বিশ্বকাপে ব্যর্থ মনোরথে ফিরতে হয়েছে টিম কোহলিকে। সেমিফাইনাল থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে বিদায় নিতে হয়েছিল আপাত ফেভারিটদের। সেই জ্বালা মিটিয়ে নেওয়ার ভরপুর সুযোগ ছিল টি–২০ বিশ্বকাপে। সেখানেও পাশ করতে পারে নি বিরাট বাহিনি। আর এই বড় ট্রফি না পাওয়ার ক্ষেত্রে বিরাট যেন তাঁর পূর্বসূরী সৌরভকে ছুঁয়েছেন। ততটাই কাকতালীয় হল সেই সৌরভের আমলেই বিরাটকে ছাড়তে হল সিংহাসন। এসেছেন রোহিত শর্মা। যদিও দেশের মাটিতে ক্যারিবিয়ান বধে বিরাট সর্বতোভাবে রোহিতের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য খুব ভালো পোস্টার এটি।

মেন ইন ব্লুজ–এর লাইন–আপ কিন্তু যথেষ্ট শক্তিশালী। কী বোলিং আর কী ব্যাটিংয়ে সবেতেই এগিয়ে দল। রোহিত, বিরাট, কে এল রাহুলরা যে মেজাজে ব্যাটিং করেছেন আগাগোড়া তাতে ক্যারিবিয়ান বোলারদের হতোদ্যম হয়ে ফিরতে হয়েছে। ভারত যে সুবিশাল টার্গেট দিয়েছে তাতে সারা বিশ্ব দেখল টিম ইন্ডিয়া তাদের মঞ্চ ভরপুর করে তুলছে সবরকমভাবে। এখন দেখার আরও কত নতুন রেকর্ড নিজের পালকে জুড়তে সক্ষম হন নতুন ভারত অধিনায়ক । শুধু দলের সিরিজ জেতাই নয়, রোহিত নিজেও যে দুরন্ত ফর্মে ব্যাট করে চলেছেন তা চাপে রাখবে বিশ্বের যে কোনও দেশকে। ক্যারিবিয়ান অপারেশন সাঙ্গ করে ভারত বুঝিয়ে দিচ্ছে যে কোনও চাপ সামলানোর জন্য প্রস্তুত তারা। এখন দেখার ভারতীয় দলের এই মনোবল আগেই না খেই হারিয়ে ফেলে। কারণ, চরম শিখরে পৌঁছানোর আগে বেচাল হয়ে পড়লে ভারতীয় দল নিশ্চিতভাবে মানসিকভাবে পিছিয়ে পড়বে। দলের রিজার্ভ বেঞ্চ যাতে সজীব থাকে সেসব কিছুই দেখে নিতে হবে রোহিত ব্রিগেডকে।

টি–২০ সিরিজে একাধিপত্য নিয়ে জয়ের রেশ কিন্তু থমকে গিয়েছিল ৫০ ওভারের একদিনের প্রথম ম্যাচেই। বস্তুত ক্যারিবিয়ানরা যেভাবে হাল্কা মেজাজে জয় তুলে নিল তা নিশ্চিতভাবে ভ্রুকুটি বাড়িয়ে তুলল ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের। আগের সিরিজে টি–২০ সিরিজেও একটা ম্যাচ জিতেছিল ক্যালিপ্সোরা। অন্যদিকে ভারতও বুঝেছিল পদে পদে লুকিয়ে রয়েছে বিপদ। একটু আত্মতুষ্ট হলেই তা ধেয়ে আসবে নিজেদের দিকে। আগামী বছরের বিশ্বকাপের আগে তা যথেষ্ট চিন্তারও বটে। অন্যদিকে ক্যারিবিয়ানরা কিন্তু টি–২০ সিরিজ হেরেও নিজেদের খেলার উন্নতিতে খুশি ছিল। তারা এও বলেছিলেন, একদিনের সিরিজে অন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজকে দেখা যাবে। ঠিক সেটাই যেন ঘটল এবার। তবে পরপর দুটি একদিনের ম্যাচ যে একাধিপত্য নিয়ে ভারত জিতে নিল তা ফের প্রত্যয় বাড়িয়েছে টিমের প্রতি। রোহিত শর্মা ও কে এল রাহুলের দুর্দান্ত ব্যাটিং যোগ্য জবাব তুলে ধরল। শুধু তাই নয়, ভারতকে এগোতেও সাহায্য করল এই জোড়া শতরান। এটা ঠিক ভারতের পক্ষে বলার যেটা তা হল রোহিত, বিরাট, কে এল রাহুল বা শ্রেয়স আয়ারদের দুরন্ত ব্যাটিং। যা প্রায় প্রতি ম্যাচেই টিম ইন্ডিয়ার জয়ের সোপান গড়ছে। অন্যদিকে সামি, চহ্বাল, রবীন্দ্র জাদেজাদের বোলিংও বিপক্ষকে ব্যাটিংকে ভোঁতা করে দিচ্ছে।

এমনিতে আগামীতে ফার্স্ট লাইন আপ তৈরি টিম ইন্ডিয়ার। বোলিং আক্রমণে যশপ্রীত বুমরাহ–মহম্মদ সামিকে সঙ্গত করার জন্য রয়েছেন শার্দুল ঠাকুর, ওয়াশিংটন ও জয়দেব উনাদাটকররা। দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে প্রোটিয়াদের ল্যাজে গোবরে করতে যুজবেন্দ্র চহ্বাল ও কুলদীপ যাদব যে ভূমিকা নিয়েছেন তা অসামান্য। এদের চায়নাম্যান স্পিন বোলিং বুঝতে কার্যত নাকানিচোবানি খেয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটসম্যানরা। আর এই পারফরমেন্সের জন্যই ভারতীয় ব্রিগেডের স্পিন আক্রমণ সামলানোর ক্ষেত্রে এই জুটিতেই ভরসা করা হচ্ছে। বস্তুত কিছুদিন আগেও ভারতীয় স্পিন অ্যাটাক বলতে রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও রবীন্দ্র জাদেজার কথা ভাবা হতো। বোলিং–এর পাশাপাশি ব্যাটিংয়েও এরা কামাল করতেন। কিন্তু হালফিলে জোড়া চায়নাম্যান যুজবেন্দ্র চহ্বাল ও কুলদীপ যাদবরা যে দক্ষতায় বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাটিং লাইন আপকে কাঁদিয়ে ছেড়েছেন (তাও আবার দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে) সেক্ষেত্রে অন্যদের কথা ভাবাই যাচ্ছে না। সেজন্যই হয়তো রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে দেখা যাচ্ছে ঘরোয়া ইরানি ট্রফিতে লেগ স্পিন বোলিং করতে। অর্থাৎ যে কোনও মূল্যে দলে ফিরতে মরিয়া অশ্বিনরা বুঝে গেছেন এছাড়া আর গতি নেই। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাজারে সব থেকে উপকৃত হচ্ছে যে প্রতিষ্ঠান তা হল ভারতীয় ক্রিকেট। একই সঙ্গে সমমানের এত প্রতিভা উঠে আসা অত্যন্ত দুর্লভ বলেই বিবেচিত হচ্ছে। এর সঙ্গে কোহলির মতো বিরাটাকার ব্যাটসম্যান তথা অধিনায়ক যে কোনও দলের সম্পদ। সুরেশ রায়না, মনীশ পাণ্ডেরা হয়ে উঠছেন নির্ভর যোগ্যতার প্রতীক।

এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখা যেমন ভারতের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ তেমনই খারাপ পরিস্থিতিতে কিভাবে ঘুরে দাঁড়াতে হয় সেটাও নতুন করে শিখে নিতে হবে তাদের। না হলে কিন্তু পচা শামুকে পা কাটার মতোর সমস্যা হতেই পারে। সেই জায়গা থেকেই বেরিয়ে আসতে ফাঁকফোকর মেরামতি যেমন সর্বাগ্রে প্রয়োজন তেমনই আবার মনস্তাত্ত্বিকভাবে নিজেদের তৈরি রাখতেও হবে। অতীত অভিজ্ঞতাই বলছে এমন বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস মাটিতে থুবড়ে ফেলেছে কোনও জয়ী দলকে।

অতীতে এই ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটীয় দক্ষতাকে তুলনা করা হত ব্রাজিলীয় ফুটবল ঘরানার সঙ্গে। স্যর ফ্র্যাঙ্ক ওরেল, স্যর গ্যারি সোবার্স, কালীচরণ, গ্রিফিথ, হল, লয়েড, রিচার্ডস, গ্রিনিজ, হেনেস, মার্শাল, গার্নার, রবার্টস, হোল্ডিং, রিচার্ডসন, লারা, ওয়ালস, অ্যামব্রোজ, ক্রিস গেইলদের মতো মহাতারকা কিন্তু উঠে এসেছেন ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকেই। সেই ঐতিহ্য আজ ডুবতে বসেছে। বলতে গেলে ক্ষীয়মান। সে জায়গায় উঠে আসা অজিরাও এখন সামান্য দুর্বল হয়েছে। মেগা দল হিসেবে উঠে এসেছে ভারত। সব ধরনের ক্রিকেটে আধিপত্য দেখাচ্ছেন ভারতীয়রা। একটা সময় গাভাসকার, কপিলদেবদের নিয়ে গর্ব করা হত। সে জায়গায় শচীন তেন্ডুলকর, বিরাট কোহলিদের নাম উজ্জ্বলভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে। সবথেকে বড় কথা শীর্ষস্থানে থাকা এখন অভ্যেসে পরিণত করেছে ভারত। যে দল শুধুমাত্র ব্যাটিংয়ের জন্য বিখ্যাত ছিল তাঁদের বোলিংও মাতিয়ে তুলছে বিশ্বজুড়ে। যশপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সামি আহমেদ, উমেশ যাদব, ইশান্ত শর্মারা দাপিয়ে বেড়াতে শুরু করেছে ২২ গজের অলিন্দে। তার সঙ্গে বিশ্বমানের স্পিন আক্রমণের ঘরানা ধরে রাখা সবেতেই লেটার মার্কস পাচ্ছে টিম ইন্ডিয়া। কিন্তু এত কিছু সাফল্য সত্ত্বেও চূড়ান্ত জায়গায় গিয়ে ব্যর্থ হওয়ার রোগ থেকেই যাচ্ছে। যার ফলে বিশ্বকাপের গুরুত্বপূর্ণ আসরে নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে সেমিফাইনাল থেকেই পাট গোটাতে হচ্ছে। যা নিশ্চিতভাবে চাপে রেখেছে গোটা ভারতীয় শিবিরকে। বিসিসিআইয়ের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও এই ব্যাপারে তাঁর হতাশা ব্যক্ত করেছেন। তিনি পরিস্কার বলেছেন, বিশ্বকাপের মতো গুরুত্বপূর্ণ ট্রফি জিততে না পারা পর্যন্ত কিছুতেই বলা যাচ্ছে না আমরাই সেরা। ভাবটা এমন যেন সারা বছর সব পরীক্ষায় প্রথম হওয়া ছাত্র ফাইনালে এসে গেড়িয়ে যাচ্ছে।

এই জায়গা থেকেই ভারতকে চ্যালেঞ্জ নেওয়ার জায়গায় তুলে ধরতে হবে রোহিত বাহিনিকে। ভারতের ম্যানেজমেন্ট তাঁর ওপর যে আস্থা রেখেছে তারও হিসাব চুকোতে হবে রোহিতকে। মনে রাখতে হবে বিরাট কোহলির জুতোয় পা গলিয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে রোহিতকে দেখতে হবে যে অধিনায়কত্বে মন দিতে গিয়ে নিজের ব্যাটিংটা যেন পাঙ্কচার না হয়ে যায়। এর আগে বিরাটকেও ঠিক এই সমস্যায় পড়তে হয়েছে। একটা সময় পরের পর পর সিরিজ জেতা বিরাট যেন অধিনায়কত্বের বোঝায় কাহিল হয়ে ব্যাটিং ভুলে যাচ্ছিলেন। দুনিয়ার এই মুহূর্তের অন্যতম সেরা ব্যাটারকে রানে ও ফর্মে ফেরাতেই হয়তো তাঁকে সরিয়েছে বোর্ড। যদিও সমালোচকদের একাংশ এর জন্য বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোভাবকে দায়ী করছে। এইসব বিতর্ককে সোজা মাঠের বাইরে ফেলে রোহিত নিজেকে কতটা আত্মস্থ করতে পারছে সেটাই এখন দেখার।

গোসাবায় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি: সরস্বতী পুজো উপলক্ষে এক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হল গোসাবায়। টুর্নামেন্টে দ্বীপ এলাকার বিভিন্ন প্রান্তের ৮ টি ক্রিকেট দল অংশ গ্রহণ করে। গোসাবা ৩ নম্বর মাধবমন্দির পাড়া যুবক বৃন্দের উদ্যোগে ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হয় ৩ নম্বর মাধবপাড়া মন্দির সংলগ্ন মাঠে। এদিন উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় সেভেন স্টার বনাম গোসাবা তিন নম্বর মাধবমন্দির পাড়া'র মধ্যে।

টসে জিতে প্রথমেই ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় গোসাবা ৩ নম্বর মাধবমন্দির পাড়া। ৭ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ৬৩ রান করে। জবাবে ৫ ওভারে সব উইকেট হারিয়ে ২০ রান তোলে সেভেন স্টার। ৪০ রানে জয়লাভ করে গোসাবা ৩ নম্বর মাধবমন্দির পাড়া। ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে সর্বোচ্চ ২৮ রান করে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হয়েছেন মাধবমন্দির পাড়ার বাঁ হাতি ব্যাটসম্যান দিবাকর কামিলা।

এদিন অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভাস্কর দাশ, সম্রাট নস্কর, শুভঙ্কর নস্কর, অধম শীট, লখিন্দর নস্কর সহ অন্যান্যরা। প্রথম বর্ষের টুর্নামেন্ট ঘিরে অসংখ্য উৎসাহী ক্রিকেটপ্রেমী দর্শক মাঠে উপস্থিত ছিলেন। আয়োজক কমিটির সদস্য ভাস্কর দাশ বলেন, 'করোনা তাণ্ডবে দীর্ঘদিন ধরে খেলাধুলা বন্ধ রয়েছে। যেন একটা অলসতা কাজ করছিল। সেই অলসতা ভাঙতেই আমাদের এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন।'

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই-মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com